পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 294 Monday, 23 September, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৯৪ সংখ্যা ❋ ৬ আশ্বিন ১৪৩১, সোমবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বঙ্গে 'দলীয় সংগঠন সামলাতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে শুভঙ্কর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ লোকসভা ভোটের হারের পরই প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি চেয়েছিলেন অধীররঞ্জন চৌধুরী। অবশেষে তাঁকে সরিয়ে শুভঙ্কর সরকারকে বাংলার নয়া প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দায়িত্ব দিলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। জানা যাচ্ছে, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শুভঙ্কর। রাজনৈতিক মহলের অনুমান, বঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেসের ভার সামলাতে ও তৃণমূলের সঙ্গে রাজ্যে ও কেন্দ্রের সমীকরণ ঠিক রাখতেই শুভঙ্করের উপর আস্থা রাখছে দিল্লির হাই কমান্ড।এতদিন বঙ্গ কংগ্রেসের ভার সামলে এসেছেন পুরোপুরি তৃণমূল বিরোধী অধীর রঞ্জন চৌধুরী। ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূলের অন্যতম বিরোধী মুখ হিসেবে উঠে এসছিলেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গ তো বটেই কেন্দ্রেও তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের টানাপোড়েন প্রকাশ্যে এসেছিল। তবে জাতীয় রাজনীতিতে মমতার গুরুত্ব ভালোই বোঝেন রাহুল-সোনিয়ারা। তাই বঙ্গে অধীরের ভুমিকায় নাখুশ ছিল দিল্লি। এই অবস্থায় অধীরকে সরিয়ে নরমপন্থী শুভঙ্করকে জায়গা দিয়ে আসলে মমতার মন ভেজানোর চেষ্টা হল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। জানা যাচ্ছে, সেভাবে প্রচারের আলোয় না এলেও, দীর্ঘ বছর ধরে নানা রাজ্যে কংগ্রেসের দায়িত্ব সামলেছেন শুভঙ্কর। ২০২৪ সালের ৩০ আগস্ট সর্বভারতীয় কংগ্রেস সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। এর আগে মেঘালয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও মিজোরাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির স্টেট ইনচার্জের দায়িত্ব সামলান। এবার তাঁকেই বাংলার প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্ব দিলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। বাংলায় ভাঙতে থাকা কংগ্রেস সামাল দিতে নয়া প্রদেশ সভাপতিকে যে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একে বাংলায় ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেস। মোমবাতির মতো যেটুকু জ্বলছে তার বেশিরভাগটাই অধীরমুখী অর্থাৎ মমতা বিরোধী। সেখানে নরমপন্থী শুভঙ্কর তৃণমূলকে না চটিয়ে দলকে শক্তিশালী করার কাজ বেশ কঠিন হবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ২০২৬-এর বাংলায় পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন তার আগে দলকে শক্তিশালী করার কঠিন দায়িত্ব নিয়ে কতটা সফল হবেন শুভঙ্কর সরকার সেদিকে নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের। এদিকে নতুন দায়িত্ব পেয়ে এদিন শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, 'তিনি খুব ছোট্ট একজন কর্মী। সেই কর্মীকে যে দিল্লির নেতৃবর্গ, কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সভাপতি খাড়গে, রাহুল এবং বেণুগোপালজি এরা যে দায়িত্ব দিয়েছে, আমি মনে করি, আমি নই, আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, এই সচলতা নিয়ে পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস কর্মীদের যে চাহিদা, এবং নেতৃবর্গের যে নির্দেশ, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে, পশ্চিম বাংলার মানুষের কংগ্রেসের প্রতি যে আশা ভরসা, সেই প্রত্যাশা যাতে পূরণ করা যায়, সেই লক্ষ্যেই কিন্তু আগামী দিন, প্রদেশ কংগ্রেসের চলার পথ তৈরি হোক।'

আরজি কর প্রতিবাদের আঁচে তপ্ত আইএমএ-র বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ গোষ্ঠীকোন্দলে উত্তপ্ত আইএমএ বেঙ্গলের সাধারণ সভা। আঙুল উঁচিয়ে তর্কাতর্কি শান্তনু সেন ও সুশান্ত রায় গোষ্ঠীর। তারপর আবার হাত জোড় করে একে অপরের উদ্দেশে আবেদন করতেও দেখা যায়। সভা শুরুর আগেই উত্তরবঙ্গ লবিকে শুনতে হল গো ব্যাক স্লোগান। উত্তরবঙ্গ লবির মাথায় সুশান্ত রায়কে সভাস্থল ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যও বলা হতে থাকে। সভাস্থলের সেই মুহূর্তের একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, শান্তনু সেন ও সুশান্ত রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সুশান্ত রায়কে ঘিরে রয়েছেন শান্তনু সেনের অনুগামীরা। সুশান্ত রায়কে বলতে শোনা যায়, 'এসব আপনাদের বানানো গল্প' তখন পাশ থেকে শান্তনু সেনের সমর্থনে বাকি চিকিৎসকদের বলতে শোনা যায়, 'এগুলো বানানো নয়' তখন শান্তনু সেনকে বাকি চিকিৎসকদের থামতে বলতে দেখা যায়। শান্তনু সেন হাত জোড় করেন চিকিৎসক সুশান্ত রায়ের কাছে। তিনি তাঁকে সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।প্রসঙ্গত, রবিবার আইএমএ -এর সাধারণ সভা ছিল। সেই সভায় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিল। আগামী দু'বছরের জন্য কয়েকটি পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন নেওয়ার কথা ছিল। আরজি কর কাণ্ডের পর যে উত্তরবঙ্গ লবির কথা উঠে এসেছে, সেই লবির পক্ষ থেকে সুশান্ত রায়, সুশান্ত রায়রা সভাস্থলে আসেন। তাঁরা আসতেই সভাকক্ষে ওঠে গো ব্যাক স্লোগান। এক পক্ষের বক্তব্য, যখন আরজি কর কাণ্ডের পর এত ধরনের অভিযোগ উঠছিল, তখন তাঁরা কেন মুখ খোলেননি, তাঁরা কেন প্রতিবাদ করেননি? থ্রেট কালচারে নাম জড়িয়ে থাকারও অভিযোগ ওঠে।সভাকক্ষের মধ্যেই কখনও আঙুল উঁচিয়ে, কখন হাত জোড় করে অনুরোধ করতেই দেখা যায়। শেষমেশ তিন জন সভায় ঢুকতে পারেননি। মালদহ মেডিক্যালের তাপস চক্রবর্তী, বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক প্রিয়াঙ্কা রানা, কল্যাণী মেডিক্যাল কলেজের জয়া মজুমদার। তাঁদের সভায় অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। চিকিৎসক নেতা অরূপ রায় বলেন, তাপস চক্রবর্তী মালদহ মেডিক্যালের সভাপতি ছিলেন, তাঁকে আরজি করের ক্রাইম সিনে দেখা যায়। স্টেট কাউন্সিলরের মেম্বাররা ভীষণভাবে প্রতিরোধ করেছেন।

ফের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে তুঙ্গে রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে তুঙ্গে রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাত। শনিবার ফের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চার পাতার ওই চিঠিতে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের দাবিকে নস্যা করেছেন তিনি। রাজ্যকে কার্যত অন্ধকারে রেখে ডিভিসি জল ছাড়ে বলেই দাবি তাঁর। মমতা এবার চার পাতার একটি চিঠি লেখেন। তিনি চিঠিতে দাবি করেন, জলশক্তি মন্ত্রকের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই চিঠি লিখছি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দাবি করেছেন ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ন্ত্রণ কমিটিতে বাংলার প্রতিনিধিও রয়েছেন। আমি তা মানতে পারছি না। এক্ষেত্রে সব সময়ই কেন্দ্রীয় জল কমিশন এবং জলশক্তি মন্ত্রকই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। রাজ্যকে না জানিয়েই জল ছাড়া হয়। এর পর তারিখ উল্লেখ করে জল ছাড়া সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন মমতা। তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেন, গত ১৬ সেপ্টেম্বর ডিভিসির চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করা হলেও, তিনি তা শোনেননি। রাজ্যের তরফে আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার অনুমোদন দেওয়া হয়নি। প্রথমে ২.৩ লক্ষ কিউসেক এবং পরে ২ লক্ষ

কিউসেক জল ছাড়ার অনুরোধ রাখা হয়নি। ডিভিসি সময়মতো উত্তর না দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে। সম্প্রতি মাত্র সাড়ে ৩ ঘণ্টা নোটিস দিয়ে ৯ ঘণ্টা জল ছাড়া হয়েছে। মমতার বিস্ফোরক দাবি, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার প্রয়োজনই ছিল না। আর এত বিপুল পরিমাণ জল ছাড়া না হলে দক্ষিণবঙ্গে এহেন বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হত না। ডিভিসির কমিটি থেকে প্রতিনিধি তুলে নেওয়ার কথাও চিঠিতে উল্লেখ করেন মমতা।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে টানা কয়েকদিন বৃষ্টি হয় দক্ষিণবঙ্গে। তার পরই জল ছাড়ে ডিভিসি। জলমগ্ন হাওড়ার আমতা, উদয়নারায়ণপুর, হুগলির খানাকুল, পূর্ব মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল। বিপর্যস্ত জনজীবন। নিজেই প্লাবন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ম্যান মেড বন্যা' বলে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। ডিভিসির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথাও জানিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী অবশ্য সেই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিলেন। এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি নস্যা করে ফের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন মমতা। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য টানাপোড়েনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন রাজ্যের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তিনি দাবি করেছিলেন, বাংলার বন্যা পরিস্থিতি ডিভিসির জন্য কখনই নয়। বরং, কংসাবতী বাঁধ থেকে জল ছাড়াতেই এই বন্যা তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে রাজ্যপাল গতকালই বলেছিলেন, ডিভিসিকে দোষারোপ না করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত রাজ্যের।

২ বছর পর বীরভূমে প্রশাসনিক বৈঠকে মমতাও

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ২০২২-এর আগস্ট থেকে জেলবন্দি বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। দিল্লি হাই কোর্টের নির্দেশে অবশেষে সোমবার জেলমুক্তি হতে চলেছে তাঁর। তার পরই আবার 'নিজের গড়ে' ফিরবেন অনুব্রত। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মঙ্গলবারই বীরভূমে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত দুবছর কেষ্ট মণ্ডলের অনুপস্থিতিতে এই বৈঠক হয়নি। উল্লেখ্য, প্রতি বছর নিয়মিত কেষ্টকে পাশে নিয়ে জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক করতেন মমতা। এবারের বৈঠকে তিনি উপস্থিত থাকবেন কি না তা স্পষ্ট নয়। ২০২২ সালের অগাস্টে গরু পাচার মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হন অনুব্রত। প্রথমে আসানসোল সংশোধনাগারে ছিলেন তিনি। যদিও তখন থেকেই সিবিআই দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে তাঁর বিচার প্রক্রিয়া চালাতে চাইছিল। পরে আয় বহির্ভূত সম্পত্তি মামলায় ইডির হাতেও গ্রেপ্তার হন বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা। তার পর তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে তিহাড় জেলে বঃিদ করা হয়। ২ বছর ৯ দিন পর জামিন পেয়েছেন। এবার জেলমুক্তির পালা। তার পরই বীরভূমে প্রত্যাবর্তন। এদিকে পুজোর মুখে ডিভিসির জলে ভেসেছে একাধিক জেলা। প্লাবিত হয়েছে বীরভূমও। সেখানকার ৫৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার ডুবেছিল জলে। প্লাবিত হয়েছিল ৭টি ব্লকের ১০ হাজার পরিবার। জলের নিচে চলে গিয়েছিল সতীপীঠ কংকালী তলাও। এবারের জেলা সফরে সেই সতীপীঠেও যেতে পারেন মমতা। দুর্গত পরিবারের সঙ্গেও সাক্ষা করতে পারেন তিনি। ঘুরে দেখতে পারেন বানভাসি এলাকাও। এর পরউ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন তিনি। কেষ্টর গ্রেপ্তারির পর থেকে জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক হয়নি। উল্লেখ্য, তাঁকে এখনও জেলা সভাপতির পদ থেকে সরায়নি তৃণমূল। ফলে তিনি এই বৈঠকে থাকেন কি না, সেদিকে সকলের নজর থাকবে। গত দুবছরে জেলায় একাধিক উন্নয়নের কাজ হয়েছে। সেই খতিয়ান নিয়েই এবার বৈঠক। এ প্রসঙ্গে জেলার তৃণমূল সভাপতি কাজল শেখ বলেন, শর্ট নোটিসে বৈঠকে কোনও সমস্যা নেই। আমরা কাজের খতিয়ান নিয়ে সবসময় তৈরি।

বর্ধমান সফরে মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দুই দিনের সফরে বর্ধমান যাচ্ছেন। আগামীকাল দুপুরে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে তার প্রথমে বর্ধমান জেলাশাসকের অফিসে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করার কর্মসূচি রয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এরপরে তার দুর্গাপুর সার্কিট হাউসে রাত্রিবাস করার কথা। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর বীরভূমের বোলপুরে প্রশাসনিক সভায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। ঐদিনই তার কলকাতায় ফেরার কথা। এই দিকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অনুব্রত মণ্ডল জামিন পাওয়ার পরে মঙ্গলবার বীরভূমে ফিরতে পারেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

আবারও সিজিও কমপ্লেক্সে এলেন বিরূপাক্ষ?

দুরন্ত বার্তা, সল্টলেক, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডে তথ্যের খোঁজে তৎপর সিবিআই। বর্তমানে সিবিআই হেফাজতে থাকা সন্দীপ ঘোষ 'জেরা চলছে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ। শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদের পরেও ফের রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। টালা থানার এসআই এবং জুনিয়র চিকিসক সৌরভ পালও পৌঁছে গিয়েছেন সিবিআই দপ্তরে। তলব করা হয়েছে অভীক দে-কেও।

প্রশ্ন উঠছে, কেন বার বার তলব করা হচ্ছে বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকে। রবিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে অবশ্য কিছুই বলতে চাননি সন্দীপ ঘোষ ' চিকিৎসক। এর আগে শনিবার সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়েছিলেন বিরূপাক্ষ। সিবিআই দপ্তরে ঢোকার সময় দাবি করেছিলেন, বেরিয়ে এসে সব কিছু বলবেন। ওইদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। প্রায় মধ্যরাতে সিবিআই দপ্তর থেকে বেরন বিরূপাক্ষ। ফের রবিবার সকাল ১১টায় সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন তিনি।

উল্লেখ্য, আর জি কর ঘটনার আবহে ভাইরাল ' অডিওকে কেন্দ্র করে চর্চায় এসেছিলেন বর্ধমান মেডিক্যালের প্যাথোলজি বিভাগের সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। শোনা যাচ্ছিল, ৯ আগস্ট সকালে অর্থা তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের দিন নাকি আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সেমিনার হলে উপস্থিত ছিলেন বিরূপাক্ষ। এর পর তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। শোনা যায়, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নাকি চলত তাঁর ' ' কালচার'। একের পর এক বিতর্কে নাম জড়ানো বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপও করে স্বাস্থ্যদপ্তর। তাঁকে বদলি করে পাঠানো হয় কাকদ্বীপ হাসপাতালে। কিন্তু সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ চিকিৎসককে হাসপাতালে কাজে যোগ দিতে বাধা দেন হাসপাতালের কর্মী, এলাকাবাসী। স্বাস্থ্যভবন উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করে বিরূপাক্ষকে সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত নেয়। এর পর রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলও সাসপেন্ড করে তাঁকে।

বিশ্বশান্তির জন্য কোয়াড অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঃ প্রধানমন্ত্রী

ডেলওয়ার, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ আমেরিকায় গিয়ে কোয়াড সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আগে তিনি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে। এছা।াও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গেও বৈঠক করেছেন মোদী। তারপরেই আমেরিকার ডেলওয়ারের উইলনমিংটনে চতুর্থ কোয়াড নেতৃবৃঃেদর সম্মেলনে যোগ দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ' একটা সময়ে আমাদের এই বৈঠক হচ্ছে, যখন বিশ্বের নানা প্রান্তে উত্তেজনা এবং সংঘর্ষের বাতাবরণ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কোয়াড গোষ্ঠীর দেশগুলি একসঙ্গে মিলে কাজ করছে মানবতার স্বার্থে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে। বিশ্বশান্তির জন্য কোয়াড তাই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সকলের অগ্রাধিকার ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্বাধীন, মুক্ত, সমৃদ্ধিমূলক বাতাবরণ বজায় রাখা। সেটাই আমাদের অঙ্গীকার।'

এরই সঙ্গে কোয়াড সম্মেলনে যোগ দিতে পারার জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মোদী। আগামী বছর ভারতে অনুষ্ঠিত হবে কোয়াড সম্মেলন। সেই কারণে আগাম ভারতকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাইডেন। এরপর নিজের পরবর্তী কর্মসূচির জন্য নিউ ইয়র্কে উড়ে গিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানেই প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি আমেরিকার শীর্ষ সংস্থাগুলির সিইওদের সঙ্গেও সাক্ষা করবেন তিনি। এছাড়াও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সামিট অব দ্য ফিউচার শীর্ষক সম্মেলনে যোগ দেবেন মোদী।

ডিভিসির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা রাজ্যের দুই প্রতিনিধির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বোর্ডের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলেন রাজ্যের বিদ্যু দপ্তরের সচিব শান্তনু বসু। সরে গিয়েছেন সেচ দপ্তরের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারও। ডিভিসির কমিটি থেকে প্রতিনিধি তুলে নেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের একাধিক জেলায় বন্যায় ভাসছে। এই বন্যা 'ম্যান মেড' বলে ডিভিসিকে আগেই তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ডিভিসির ভূমিকায় তিনি ক্ষুব্ধ তা প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন। শনিবারই তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দ্বিতীয় চিঠিতে জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রের আচরণের প্রতিবাদে ডিভিসির কমিটি থেকে রাজ্যের প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। তার পরই এদিন রবিবার বোর্ড এবং কমিটি থেকে ইস্তফা দিলেন রাজ্যের দুই শীর্ষ আধিকারিক। ডিভিসি বোর্ড থেকে সরে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব শান্তনু বসু। ডিভিসির কমিটি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন রাজ্যের প্রতিনিধি তথা সেচ দপ্তরের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারও। ডিভিসির চেয়ারম্যানকে দেওয়া ইস্তফা পত্রের চিঠিতে বিদ্যু দপ্তরের সচিব লিখেছেন, 'ডিভিসি বোর্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গের সদস্য হিসাবে ইস্তফা দিচ্ছি। দুই জালাধার থেকে যেভাবে জল ছাড়া হয়েছে তার জেরে পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ দুর্ভোগে পড়েছেন। তার প্রতিবাদে আমি পদত্যাগ করছি। প্রধান ইঞ্জিনিয়ার লেখেন,ডিভিসি থেকে অপরিকল্পতি ভাবে জল ছাড়া হয়েছে। আমি পশ্চিমঙ্গের প্রতিনিধি হিসাবে পদ থেকে পদত্যাগ করলাম।

নিম্নচাপের জেরে রাজ্যের একাধিক জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। তার পরই ডিভিসির পাঞ্চেত ও মাইথন বাঁধ থেকে জল ছাড়ে ডিভিসি। বন্যায় ভেসে যায় রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমানের বিস্তীর্ণ এলাকা। ডিভিসির ভূমিকা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন মমতা। সেই চিঠির জবাবে, কেন্দ্রের জল শক্তিমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা করেই জল ছাড়া হয়েছে। মমতা দ্বিতীয় চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীকে জানান, ' বক্তব্য ঠিক নয়। অনেক সময়েই রাজ্যের সম্মতি ছাড়া জল ছাড়া হয়। কেন্দ্রীয় জল কমিশন এবং জলশক্তি মন্ত্রকই এ ক্ষেত্রে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে থাকে। রাজ্যের অনুরোধও শোনা হয় না।' সেই চিঠিতেই তিনি প্রতিনিধি সরিয়ে নেওয়ার কথা বলেন। তার পরই শীর্ষকর্তাদের পদত্যাগ।

আরজি করের প্রতিবাদে চটি বর্জনের ডাক অধীরের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার, আরজি করের প্রতিবাদে ফের রাস্তায় নেমেছে নাগরিক সমাজ। আরজি করের ডাক্তারি পড়ুয়ার জন্য বিচার চেয়ে হাওড়ায় মিছিল করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। হাওড়া গ্রন্থাগারের সামনে থেকে কাজিপাড়া পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা মিছিল করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে হাওয়াই চটি বর্জনের ডাক দেন। এদিন মিছিলে কংগ্রেস কর্মীদের হাতে ছিল ব্যানার, দলীয় পতাকা। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে, নীল-সাদা হাওয়াই চটি হাতে নিয়ে অনেকেই মিছিলে হাঁটলেন। অধীর চৌধুরীর নেত্রীকে কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরাও 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' বলে স্লোগান তোলেন। মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সোচ্চার হন। সদ্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদ হারিয়েছেন কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা অধীর চৌধুরী। মিছিল শুরুর আগে তাঁকে এবিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে অধীরবাবু বলেন, যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ নিয়ে অনেক দিন ধরে প্রক্রিয়া চলছিল। হাইকমান্ড থেকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এতে আমার কিছু বলার নেই। কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন শুভঙ্কর সরকার। তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই প্রশ্ন উত্তর দিতে গেলে অধীরবাবু বলেন, তিনি যখন কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন, তাহলে তিনি কংগ্রেস সভাপতি হয়ে থাকবেন। এই অভিযোগ মানি না। দিল্লির নেতৃত্বের সিদ্ধান্তেই সভাপতি বদল করা হয়েছে। শুধু হাওড়ায় নয়, কলকাতাও নাগরিক সমাজের মিছিল বেরিয়েছে। রুবি থেকে মিছিল শুরু করে গড়িয়াহাট পর্যন্ত যাওয়া কথা রয়েছে। এদিন বেহালায়ও মিছিল হওয়ার কথা রয়েছে।

ভারতে ট্রেন জেহাদ! মধ্যপ্রদেশে সেনার ট্রেনে বিস্ফোরণের ছক, রেললাইনে মিলল ডিটোনেটর

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ কখনও রেললাইনে কংক্রিটের স্ল্যাব, তো কখনও লাইনের ফিসপ্লেট খুলে রাখা। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের নানা জায়গায় ট্রেন জেহাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে এসেছে। এবার মধ্যপ্রদেশে সেনা জওয়ানদের ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটানোর ষ।যন্ত্র দুস্কৃতীদের। যদিও চালকের সতর্কতায় বানচাল হয়েছে ভয়াবহ ষ।যন্ত্র। জানা গিয়েছে, গত ১৮ সেপ্টেম্বর জম্মু ও কাশ্মীর থেকে কর্নাটক যাচ্ছিল সেনাবাহিনীর স্পেশাল ট্রেন। যাত্রাপথে দুপুর ১.৪৮ নাগাদ মধ্যপ্রদেশের নেপানগর বিধানসভা এলাকার সাগফাতা স্টেশনে ঘটে এই দুর্ঘটনা। যেখানে অজ্ঞাতপরিচয় দুস্কৃতীরা ডিটোনেটরের সাহায্যে ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা করে। রেললাইনে ফেলে রাখা ডিটোনেটরের উপর থেকে ট্রেন যাওয়ার সময় জোরদার বিস্ফোরণ ঘটে। এই পরই ট্রেন থামিয়ে দেন চালক। যার জেরে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় দেশের সেনা জওয়ানদের নিয়ে যাওয়ার জন্য স্পেশাল ট্রেনটি। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী স্টেশন মাস্টারকে ঘটনার কথা জানান ট্রেন চালক। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও রেল আধিকারিকরা। পাশাপাশি বড়সড় এই ষড়যন্ত্রের তদন্তে নামে এটিএস ও এনআইএ।

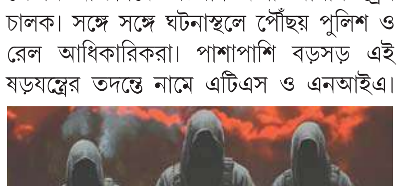

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রেল লাইনের উপর ১০টি ডিটোনেটর লাগানো হয়েছিল। ব্যাপক বিস্ফোরণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই সব ডিটোনেটর সাধারণত খনিতে ব্যবহার করা হয়। যেহেতু ট্রেনটি সেনার স্পেশাল ট্রেন ফলে এই মামলার তদন্তে গোপনীয়তা বজায় চাইছেন তদন্তকারীরা। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের নানা প্রান্ত থেকে একের পর এক ট্রেন লাইনচ্যুত করার ষ।যন্ত্র প্রকাশ্যে এসেছে। কিছুদিন আগে বদোদারা ডিভিশনের অর্ন্তগত কিম রেল স্টেশনের কাছে কিছু দুস্কৃতী ফিশপ্লেট খুলে রেখে যায়। বিষয়টি রেলকর্মীদের নজরে প।তেই ওই রুটের ট্রেন চলাচল বন্ধ করে মেরামত করা হয় রেললাইন। চলতি মাসের ৮ তারিখ রাজস্থানের আজমেঢ় রেল স্টেশনের কাছে একটি মালগাড়িকে লাইনচ্যুত করানোর চেষ্টা করা হয়। ওয়েস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের উপর দুটি সিমেন্টের চাঁই ফেলে রাখা হয়েছিল। এর পর উত্তরপ্রদেশের কানপুরের কাছে কালিন্দী এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত করার চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ। রেল লাইনের উপর ফেলে রাখা হয়েছিল একটি গ্যাস সিলিন্ডার। পর পর এই ধরনের ঘটনায় দেশের রেল প্রতিমন্ত্রী রবনীত সিং বিট্টু রেল দুর্ঘটনা নিয়ে ষ।যন্ত্রের ইঙ্গিত দেন। কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী রবনীত বিট্টু দাবি করেছিলেন, রেল দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে ভয়ঙ্কর জিনিসপত্র উঠে আসছে। আলিগড়ে রেল ট্রাকে অ্যালয় হুইল পাওয়া গিয়েছে। এর মানে বড় ষড়যন্ত্র রয়েছে, যা ধীরে ধীরে সামনে আসছে। এবার মধ্যপ্রদেশে সেনার ট্রেন ও।ানোর ছকে প্রশ্ন উঠছে তবে কী জঙ্গিদের নজরে দেশের রেল?

সিভিকের পর এবার হোমগার্ডদের ডিটেলস তথ্য চায় লালবাজার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ আরজি কর কাণ্ডের জেরে নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ প্রশাসন। কিছুদিন আগেই রাজ্যের সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়ারদের ডিটেলস তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছিল লালবাজার। এবার সিভিক ভলান্টিয়ারদের পর হোমগার্ডদের তথ্য চাইল লালবাজার। সম্প্রতি ২১ জন সিভিক ভলান্টিয়ারকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে লালবাজার। হোমগার্ডদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ রয়েছে কিনা, তা জানতে চাওয়া হয়েছে বিভিন্ন থানা, ট্র্যাফিক গার্ড, ডিভিশন-সহ কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের কাছে। যা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন থানা ও ইউনিট থেকে সংশ্লিষ্ট অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে, তথ্য খতিয়ে দেখে কারও বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা, তা নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। কিছুদিন আগেই সিঁথি মোড়ে আরজি কর নিয়ে প্রতিবাদীদের মিছিলে বাইক নিয়ে ঢুকে পড়েন এক মদ্যপ হোমগার্ড। তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। সুতরাং এবার থেকে বিতর্ক এড়াতে সমস্ত হোমগার্ডের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখতে চাইছে লালবাজার। গত অগস্ট মাসে আরজি কর হাসপাতালে তরুনী ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে সঞ্জয় রাই নামেই এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে তাঁকে তুলে দেওয়া হয় সিবিআইয়ের হাতে। সঙ্গে রয়েছে টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। এদিকে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সহ বাকিদের দ্রুত বিচার করে শাস্তির দাবিতে সরব রাজ্যের নাগরিক সমাজ। আর এই ঘটনায় মুখ পুড়েছে কলকাতা পুলিশের। তাই আর নয়! এবার থেকে সবকিছু খতিয়ে দেখেই পা ফেলতে চাইছে রাজ্য ও পুলিশ প্রশাসন।

রবিবার জম্মুতে নির্বাচনী প্রচারে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

ভোপাল, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য জোরকদমে প্রচার চলছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদবও রবিবার জম্মুতে নির্বাচনী প্রচারে যাবেন। তিনি সাম্বা বিধানসভা থেকে বিজেপি প্রার্থী সুরজিত সিং সালাথিয়ার সমর্থনে একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী ড. যাদব সকাল ১১টায় ভোপাল থেকে বিমানে রওনা হবেন এবং দুপুর ১২.১২ মিনিটে জম্মু বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন। সেখান থেকে সাম্বা জেলার আগওয়ালের মডার্ন এডুকেশন ইনস্টিটিউটে পৌঁছে জনসভায় ভাষণ দেবেন। এরপর বিকেল ৪টায় গুরহায় রামলীলা ময়দানে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড. যাদব সন্ধ্যা ৬টায় জম্মু থেকে আবার ভোপালের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

দুর্ঘটনায় আহত রাজ্যসভার সাংসদ সুভাষ বরালা

চণ্ডীগড়, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন হরিয়ানার রাজ্যসভার সাংসদ সুভাষ বরালা। তাঁকে হিসারের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর কোমর, ঘাড়ে ও হাতে আঘাত লেগেছে। দুর্ঘটনায় তাঁর গাড়ির চালকও জখম হয়েছেন। বিজেপির এক রাজ্য কর্মকর্তা জানান, লোহারু বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী দেবেন্দ্র বাবলির প্রচারের জন্য বরালার ৭ থেকে ৮টি গ্রামে কর্মসূচি ছিল। কর্মসূচি সেরে তিনি হিসারে আসছিলেন। শেরপুরা গ্রামের কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি গাছে ধাক্কা মারে। বরালা ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছিলেন বলে জানা গেছে। তাঁর ডান হাতে, ঘাড়ে ও কোমরে আঘাত লাগে। রবিবার সকালে তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান হিসারের বিজেপি প্রার্থী ড. কমল গুপ্ত।

আর এস পুরা সেক্টরে অনুপ্রবেশ রুখে দিল বিএসএফ

জম্মু, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মুর আর এস পুরা সেক্টরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল করে দিল সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল করার পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করে বিএসএফ। দু'টি পিস্তল, ৪ ও ৯ এমএম রাউন্ড ম্যাগাজিন ও একে ৪৭ রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে। বিএসএফ জম্মুর আইজি ডি কে বুরা বলেছেন, শনিবার রাতে বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্তে কিছু সন্দেহজনক গতিবিধি দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে জওয়ানরা গুলি চালাতে শুরু করেন এবং পুরো এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি অভিযানের সময়, একটি ব্যাগ পাওয়া গিয়েছে, যাতে একটি একে ৪৭ রাইফেল, দু'টি পিস্তল ছিল। ...বিএসএফ জওয়ানরা অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করেছেন। রবিবার পুঞ্চ জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখায় পাহারা দেওয়ার সময় জওয়ানরা ৫৫ বছর বয়সী এক পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেছে। জানা গেছে যে, ওই অনুপ্রবেশকারী যখন সীমান্তের ওপার থেকে এদিকে প্রবেশের চেষ্টা করছিল, সেই সময়ই তাকে আটকানো হয়। তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

১০ বছর সততার সঙ্গে সরকার চালিয়েছেন, দাবি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ বিগত ১০ বছর সততার সঙ্গে সরকার চালিয়েছি, দাবি করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার দিল্লির যন্তর মন্তরে জনতা কি আদালতে কেজরিওয়াল বলেছেন, গত দশ বছর ধরে আমরা সততার সঙ্গে সরকার চালাচ্ছিলাম, আমরা বিদ্যুৎ-জল বিনামূল্যে প্রদান করেছি, মানুষের চিকিৎসা বিনামূল্যে করেছি, শিক্ষাকে উন্নত করেছি মোদীজি ভাবলেন, তাদের বিরুদ্ধে জিততে হলে তাদের সততার ওপর আঘাত হানতে হবে এবং তারপর কেজরিওয়াল, সিসোদিয়া এবং এএপি-কে অস প্রমাণ করার এবং প্রত্যেক নেতাকে জেলে পুরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছেন। এএপি প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, আমি পদত্যাগ করেছি কারণ আমি দুর্নীতি করতে আসিনি, অর্থ উপার্জন করতে আসিনি। দেশের রাজনীতি বদলাতে এসেছি। এদিনের জনতা কি আদালতে মুখ্যমন্ত্রী অতিশী, এএপি নেতা মনীশ সিসোদিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রসাদ বিতর্ক! ১১ দিনের প্রায়শ্চিত্ত উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণের

গুন্টুর, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ তিরুপতি মন্দিরে প্রসাদী লাড্ডু বিতর্কে ১১ দিনের প্রায়শ্চিত্ত দীক্ষা শুরু করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অভিনেতা পবন কল্যাণ। রবিবার উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ বলেছেন, আমি এই ১১ দিনের প্রায়শ্চিত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে, ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হিন্দু মন্দির অপবিত্র হলে আমাদের চুপ থাকা উচিত নয়। যদি মসজিদ বা গির্জায় এমনটা হতো, তাহলে দেশে অশান্তি বেঁধে যেত। পবন কল্যাণ আরও বলেছেন, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করছি...টিটিডির কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত। আমাদের অবশ্যই সমস্ত মন্দিরে প্রোটোকল অনুসরণ করা নিশ্চিত করতে হবে। জাতপাত ও রাজনীতির উর্ধ্বে ঐক্যের সময় এসেছে।

প্রসাদ বিতর্কে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি রেড্ডির, বিঁধলেন চন্দ্রবাবু নাইডুকে

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ প্রসাদ বিতর্কের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডি। তিনি আক্রমণ করেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুকেও। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে রেড্ডি জানিয়েছেন, তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানামের পবিত্রতা, অখণ্ডতা এবং সুনামকে অপূরণীয়ভাবে কলঙ্কিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু চেষ্টা করছেন। চন্দুবাবু নাইডুর সমালোচনা করে চিঠিতে জগন্মোহন রেড্ডি আরও জানান, চন্দ্রবাবু নাইডু একজন প্যাথলজিক্যাল এবং অভ্যাসগত মিথ্যেবাদী, তিনি এতটাই নিচে নেমে গেছেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসকে গুরুতরভাবে আঘাত করেছেন... মিথ্যা ছড়ানোর নির্লজ্জ কাজের জন্য নাইডুকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা অপরিহার্য এবং সত্য প্রকাশ্যে আনা উচিত। নাইডু কোটি কোটি হিন্দু ভক্তদের মনে যে সন্দেহ তৈরি করেছেন তা দূর করতে হবে।

শুরু হল আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসব। মালদা শহরের টাউন হলে উসবের সূচনা করেন মন্ত্রী সাবিনা হয়াসমিন। উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, বঙ্গরত্ন রাধাগোবিন্দ ঘোষ সহ অন্যান্যরা। দুদিনব্যাপী এই সাহিত্য উৎসবের প্রথম দিনে একাধিক কবি নিজেদের কবিতা পাঠ করেন। দুদিন ধরেই সাহিত্য নিয়ে নানা আলোচনা চলবে এই উৎসবে।

উন্মুক্ত ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল আমাদের অগ্রাধিকার', কোয়াডে চিনকে তোপ মোদির

২২ সেপ্টেম্বর ঃ কোয়াড সামিটে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। গাইলেন মানবতার জয়গান। দিলেন বিশ্বশান্তির বার্তা। সেই সঙ্গেই বিশ্বে চলতে থাকা নানা সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে কোয়াডের গুরুত্বও বোঝালেন। এদিন বৈঠকের পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যাঃটনি আলবানিস, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিয়ো কিশিদার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেন মোদি। অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান ও আমেরিকা এই চার দেশ নিয়ে গঠিত কোয়াড জোট। ইঃদো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের চোখ রাঙানি রুখতে হাতে হাত রেখেছে এই দেশগুলো। এদিন সম্মেলনে অন্য সদস্য দেশের প্রতিনিধিদের সামনে মোদিকে বলতে শোনা যায়, এই সময়ে দাঁড়িয়ে মানবতার জন্যই কোয়াডের সদস্যদের এগিয়ে আসতে হবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে। আমরা কারও বিরুদ্ধে নই। আমরা সকলেই নিয়মনির্ভর আন্তর্জাতিক নির্দেশকে সমর্থন করি, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে শান্তিপূর্ণ

সমাধান চাই সমস্ত সমস্যার। এক উন্মুক্ত, সমৃদ্ধ ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল আমাদের সকলের অগ্রাধিকার। আর এটাই আমাদের অঙ্গীকার। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বরাবরই সরব ভারত, আমেরিকার মতো বহু দেশ। এদিনও মোদির ভাষণে সেই সুরই ধরা পড়ল। এদিন আলাদা করে বাইডেনকে ধন্যবাদ জানাতে দেখা যায় মোদিকে। তিনি বলেন, ২০২১ সালে কোয়াডের প্রথম সম্মেলন আপনার নেতৃত্বেই আয়োজিত হয়েছিল। এত অল্প সময়ে পারস্পরিক সহযোগিতার বার্তা ছড়াতে সক্ষম হয়েছি আমরা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কোয়াড সম্মেলনে যোগ দিয়ে আমি গর্বিত। প্রসঙ্গত, শনিবার বাইডেনের বাসভবনে আমন্ত্রিত ছিলেন মোদি। সেখানে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। পাশাপাশি কোয়াডের সদস্য দেশগুলির রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গেও বৈঠক সেরেছেন প্রধানমন্ত্রী।

২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমেরিকায় থাকবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ষষ্ঠ কোয়াড সামিটে অংশ নেওয়া ছাড়াও আরও কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। ২২ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। যার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এর পর ২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখবেন নমো। এই বৈঠকের নাম ' অফ দ্য ফিউচার'।

জম্মুতে নির্বাচনী প্রচারে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

ভোপাল, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য জোরকদমে প্রচার চলছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদবও রবিবার জম্মুতে নির্বাচনী প্রচারে যাবেন। তিনি সাম্বা বিধানসভা থেকে বিজেপি প্রার্থী সুরজিত সিং সালাথিয়ার সমর্থনে একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী ড. যাদব সকাল ১১টায় ভোপাল থেকে বিমানে রওনা হবেন এবং দুপুর ১২.১২ মিনিটে জম্মু বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন। সেখান থেকে সাম্বা জেলার আগওয়ালের মডার্ন এডুকেশন ইনস্টিটিউটে পৌঁছে জনসভায় ভাষণ দেবেন। এরপর বিকেল ৪টায় গুরহায় রামলীলা ময়দানে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড. যাদব সন্ধ্যা ৬টায় জম্মু থেকে আবার ভোপালের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

ময়নাগুড়িতে দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

জলপাইগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে বিডিও অফিসের সামনে একটি দোকানে দু ঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। জানা গিয়েছে, দোকানটি থেকে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ল্যামিনেশন মেশিন, বায়োমেট্রিক ডিভাইস সহ নগদ ১৫ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে। ইতিমধ্যেই দোকানের মালিক মলয় রায় ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। শনিবার রাতে দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। রবিবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হয়। দোকানের মালিক জানিয়েছেন, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ল্যামিনেশন মেশিন, বায়োমেট্রিক ডিভাইস সহ নগদ ১৫ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে। দুঃসাহসিক এই চুরির ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় অন্যান্য বাসিন্দারা। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন।

গঙ্গায় তলিয়ে গেল দুই যুবক

তেহরি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরাখণ্ডের শিবপুরীর কাছে গঙ্গায় স্নান করার সময় তলিয়ে গেল দুই যুবক। রবিবার জানা গেছে, প্রবল স্রোতে ভেসে যায় ওই দুজন। উদ্ধারকারী দল দুজনকে খুঁজতে তল্লাশি শুরু করেছে। জানা যাচ্ছে, দিল্লির ওখলার বাসিন্দা এই দুই যুবক আকাশ (২৩) ও সন্দীপ (২৩) আরও দুই বন্ধুর সঙ্গে শিবপুরীতে আসে। সেখানে গঙ্গায় নেমে স্নান করার সময় জলের প্রবল স্রোতে তলিয়ে যায়। তাঁদের খোঁজে ডুবুরি, বিপযয় মোকাবিলা বাহিনী ও পুলিশ একসঙ্গে অনুসন্ধান শুরু করেছে।

ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাসে উদ্ধার আধিকারিকের দেহ!

ওয়াশিংটন, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাসে এক আধিকারিকের রহস্যমৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ মিলেছে। এবং তার নাম গোপন রাখা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কীভাবে ওই আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। এই ঘটনা খুন নাকি আত্মহত্যা, জানতে তদন্তে নেমেছে স্থানীয় ওয়াশিংটন পুলিশ ও মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস। ওই আধিকারিকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে।

বিশেষ সূত্রে খবর, গত ১৮ সেপ্টেম্বর বুধবার ভারতীয় দূতাবাসের মিশন প্রাঙ্গণ থেকে ওই আধিকারিকের দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনা ঘিরে দানা বেঁধেছে রহস্য। প্রাথমিক তদন্তে দূতাবাসের অনুমান, ওই ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছেন। এই

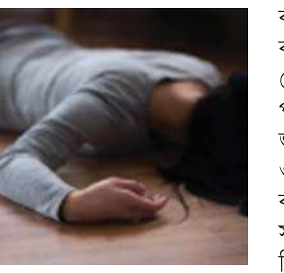

ঘটনা নিয়ে বিবৃতি দেয় ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাস। বিবৃতিতে বলা হয়, 'গত ১৮ সেপ্টেম্বর দূতাবাসে এক আধিকারিকের দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। দেহ দ্রুত পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পরিবারের কথা বিবেচনা করেই ওই আধিকারিকের নাম এবং বাকি তথ্য গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' মৃত আধিকারিকের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে দূতাবাসের তরফে। ওই ব্যক্তির সমস্ত তথ্য জানার চেষ্টা করছে ওয়াশিংটন পুলিশ ও সিক্রেট সার্ভিস। আত্মহত্যার তত্ত্ব উড়িয়ে দিচ্ছেন না তারাও। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনার পিছনে বড় কোনও কারণ বা রহস্য রয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা।

পেজার বিস্ফোরণে নাম জড়াল কেরলের বাসিন্দার! ঘনাচ্ছে রহস্য

২২ সেপ্টেম্বর ঃ লেবাননে পেজার বিস্ফোরণে নাম জড়াল এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতের। ওই যুবকের নাম রিনসন হোসে। কেরলের ওয়ানড়ে তাঁর জন্ম। কিন্তু বছর সাঁইত্রিশের যুবকটি পড়াশোনা শেষে দেশ ছাড়েন। চলে যান নরওয়েতে। এখনও তিনি সেখানকার নাগরিক। আর এই রিনসনের নামই উঠে এল পেজার বিস্ফোরণ কাণ্ডে। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার পেজার বিস্ফোরণে রক্তাক্ত হয়েছে লেবানন। প্রাণ গিয়েছে ১২ জনের। আহত ৪ হাজারের কাছাকাছি। হাসপাতালগুলো উপচে পড়ছে জখমদের ভিড়ে। সেই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই নতুন করে বিস্ফোরণ হয় লেবাননে। দুমদাম ওয়াকি-টকি ফেটে মৃত্যু হয় অন্তত ২৫ জনের। আহত ৪৫০। জানা গিয়েছে, যে পেজারগুলোয় বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, সেগুলো নাকি বিক্রি করেছিল ' গ্লোবাল লিমিটেড' নামে বুলগেরিয়ার এক সংস্থা। হাঙ্গেরির এক সংবাদমাধ্যমে এমনই দাবি করা হয়েছে। আর এই সংস্থারই কর্ণধার রিনসন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সঙ্গে

এই নাশকতার কোনও সরাসরি যোগ রয়েছে কিনা তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। উল্লেখ্য, লেবাননে পেজার বিস্ফোরণে তৈরি হয় তীব্র আতঙ্ক। যেভাবে মানুষের পকেটে থাকা পেজার দুমদাম ফাটতে শুরু করেছিল তাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় তুমুল ভয়। এই ঘটনায় হেজবোল্লা জঙ্গিদের পাশাপাশি আহত হন বহু সাধারণ মানুষ। বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়েছেন ইরানের রাষ্ট্রদূতও। এর পরই কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে ইজরায়েলকে। আর এহেন নাশকতার ঘটনায় রিনসনের নাম যুক্ত হওয়ার ফলে অস্বস্তিতে বুলগেরিয়াও। কেননা সেখানকার সংস্থার তৈরি পেজারই ব্যবহৃত হয়েছিল এই হামলার ঘটনায়। এদিকে এই হামলার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেনি ইজরায়েল। এই মুহূর্তে বারুদের স্তূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য। গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পাশাপাশি ইজরায়েলকে ল।াই করতে হচ্ছে লেবাননের হেজবোল্লা, ইয়েমেনের হাউথিদের বিরুদ্ধে। সংঘাতে জড়িয়েছে ইরানও।

বড়মুড়া ইকোপার্কে তেলিয়ামুড়ার নাবালিকা ধর্ষিতা, গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবক

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ২২ সেপ্টেম্বর ঃ তেলিয়ামুড়া শহর এলাকার সংখ্যালঘু যুবক কর্তৃক হিন্দু নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে ভালোবাসার ফাঁদে ফেলে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট তৎপরতার সাথে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ অভিযুক্ত ২১ বছরের দুলাল মিয়াকে গ্রেফতার করেছে। তেলিয়ামুড়া থানা সূত্রে জানা গেছে, দুলাল মিয়ার সাথে এক হিন্দু নাবালিকা মেয়ের ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার অভিযুক্ত দুলাল সেই নাবালিকা কন্যাটিকে ফুঁসলিয়ে বড়মুড়া ইকো পার্কে নিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে মেয়েটি বাড়িতে আসার পর পরিজনদের বিষয়টা জানালে তেলিয়ামুড়া থানায় লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তেলিয়ামুড়া থানার ওসি রাজীব দেবনাথ জানিয়েছেন, অভিযুক্ত দুলাল মিয়াকে কোর্টে প্রেরণ করার পর পরবর্তী তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এদিকে এইভাবে সংখ্যালঘু যুবক দ্বারা হিন্দু নাবালিকার সাথে সংগঠিত ধর্ষণের খবর চাউর হতেই এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে আবার এই ঘটনার সাথে সাম্প্রতিক কালের বহু চর্চিত লাভ জিহাদের সম্পর্কও দেখছেন।

জওয়ানদের জীবনের বিনিময়ে শিল্প চাই না', ভারতে পাক ছবি মুক্তি নিয়ে হুঁশিয়ারি রাজ ঠাকরের দলের

মুম্বাই, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ফাওয়াদ খান অভিনীত পাকিস্তানি ছবি 'দ্য লেজেন্ড অফ মৌলা জাট' এদেশে মুক্তি পাওয়া নিয়ে ফতেয়া জারি করল নবনির্মাণ সেনা। তার আগেই প্রতিবেশী দেশের ছবি এদেশে মুক্তি পাওয়ার বিরোধিতায় সরব মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা তথা এমএনএস। তাদের হুঁশিয়ারি, এই ছবি কিছুতেই দেখানো যাবে না ভারতের প্রেক্ষাগৃহে। রাজ ঠাকরের দলের সিনেমা উইংয়ের সভাপতি আমিয়া খোপকারের দাবি, কোনও পাকিস্তানি অভিনেতা বা ছবিকে ভারতে পাত্তা পেতে দেব না। এই ছবির মুক্তি পাওয়া চলবে না। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে,যদি এটা হয় (ছবিটির মুক্তি পাওয়া) তাহলে কড়া প্রতিবাদ হবে। আমি অন্য রাজ্য থেকেও মানুষ ও দলকে আমন্ত্রণ জানাব তাঁদের রাজ্যেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য। আমাদের সেনা জওয়ানরা সীমান্তে মারা যাচ্ছেন। শহর আক্রান্ত হচ্ছে। এখানে কী প্রয়োজন পাকিস্তানি অভিনেতাদের? আমাদের প্রতিভা কি কিছু কম নাকি? এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও বলেছেন, ভারতে কোনও পাকিস্তানি অভিনেতা এলে তাঁদের মারধর করব আমরা। রাজনীতি ও শিল্প আলাদা ঠিকই। কিন্তু আমাদের

সেনার জীবনের মূল্যের বিনিময়ে শিল্প চাই না। আমরা ওদের আসতে দেব না। গত সপ্তাহেও হামলা হয়েছে। আর আমরা পাকিস্তানি অভিনেতাদের ছবি দেখব? এরকমটা কেউ ভাবতেও পারে কী করে? আমাদের জমিতে পা রাখতে দেব না। ভেঙে দেব। প্রসঙ্গত, কয়েক বছর আগেই পাকিস্তানের শিল্পীদের এদেশে নিষিদ্ধ করেছে ভারত। ২০১৬ সালের উরি হামলার পর থেকেই এমন সিদ্ধান্ত। কেটে গিয়েছে আট বছরেরও বেশি সময়। এবার ফাওয়াদ খানের ছবি এদেশে মুক্তি পাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতেই ফের শুরু হল বিরোধ। ২০২২ সালে ছবিটি পাকিস্তানে মুক্তি পেয়েছিল। সেই সময়ই জানা গিয়েছিল, মুম্বইয়ের এক সংস্থা ছবিটিকে এদেশে মুক্তি দেওয়ার কথা ভাবছে। তখনও এর প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল এমএনএস। এবার ফের তারা প্রতিবাদে মুখর হল। তৈরি হল ছবি মুক্তি পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা।

ওয়ার্ল্ড ফুড ইন্ডিয়া কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বার্তা

নয়াদিল্লি ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ওয়ার্ল্ড ফুড ইন্ডিয়া ২০২৪ আয়োজিত হয়েছে জেনে খুশি। বিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে এসে যাঁরা এতে অংশ নিচ্ছেন তাঁদের শুভেচ্ছা। ওয়ার্ল্ড ফুড ইন্ডিয়া ২০২৪ বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণে একটি প্রাণবন্ত মঞ্চ হয়ে উঠবে আন্তর্জাতিক খাদ্য শিল্প, শিক্ষা এবং গবেষণা জগতের উজ্জ্বল মেধার উপস্থিতিতে। এতে আরও সুবিধা বৃদ্ধি এবং একে অন্যের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ হবে। ভারতের খাদ্য সংস্কৃতি প্রাণবন্ত এবং বৈচিত্রপূর্ণ। ভারতের খাদ্য পরিমণ্ডলের মেরুদণ্ড কৃষক। কৃষকরাই পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু রন্ধন উকর্ষের ঐতিহ্য নিশ্চিত করেছে। আমরা তাঁদের কঠোর পরিশ্রমকে সহায়তা করছি উদ্ভাবনী নীতি দিয়ে এবং রূপায়ণে জোর দিয়ে। আধুনিক যুগে প্রগতিশীল কৃষি ব্যবস্থা, শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের প্রয়াস এটা নিশ্চিত করা যাতে, ভারত খাদ্যক্ষেত্রে উদ্ভাবন, দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করতে পারে। গত ১০ বছরে আমরা একাধিক সংস্কার করেছি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে বদল ঘটাতে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্পদ যোজনা, অতি ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থার আনুষ্ঠানিকতা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পগুলির জন্য উপাদন ভিত্তিক উসাহ ভাতা কর্মসূচির মতো বহুমুখী উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা দেশজুড়ে তৈরি করছি একটি আধুনিক শক্তিশালী পরিমণ্ডল পরিকাঠামো, জোরালো সরবরাহ শৃঙ্খল এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ।আমাদের ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ক্ষুদ্র সংস্থাগুলির ক্ষমতায়ণ। আমরা চাই আমাদের মাঝারি, ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি যেন বেড়ে ওঠে এবং আন্তর্জাতিক মূল্যশৃঙ্খলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে এবং একইসঙ্গে মহিলাদের অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগপতি হয়ে উঠতে উসাহ দেয়।এইরকম এক সন্ধিক্ষণে ওয়ার্ল্ড ফুড ইন্ডিয়া আমাদের জন্য একটি আদর্শ মঞ্চ, যেখানে সারা বিশ্বের সঙ্গে কাজ করা যায় আলাপচারিতা এবং প্রদর্শনী, ক্রেতা-বিক্রেতা বৈঠক, এবং দেশ, রাজ্য ও ক্ষেত্র ভিত্তিক অধিবেশনের মাধ্যমে। এছাড়াও ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-এফএসএসএআই আয়োজিত আন্তর্জাতিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক সম্মেলন ডব্লিউএইচও, এফএও এবং একাধিক খ্যাতিসম্পন্ন দেশজ প্রতিষ্ঠান সহ আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রকদের একজোট করবে খাদ্য নিরাপত্তা, গুণমান মাপক এবং সেরা পদ্ধতির মতো একাধিক বিষয়ে আলোচনা করতে।এছাড়া, আমি নিশ্চিত যে, খাদ্যের সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে বিকিরণমুক্তকরণ ও খাদ্যের অপচয় হ্রাস, পুষ্টি এবং দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য ভেষজ প্রোটিনের পাশাপাশি চক্রাকার অর্থনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও তুলে ধরা হবে।আসুন আমরা এগিয়ে যাই এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী নিরাপদ অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পুষ্টিতে ভরপুর বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্ন সফল করি।

ডিভিআরআরসির পরামর্শ মত জল ছাড়া হয়

নয়াদিল্লি ২২ সেপ্টেম্বরঃ ডিভিসি-র অধীনে আছে ৪টি বাঁধ- মাইথন, পাঞ্চেত, তিলাইয়া এবং কোনার। চূড়ান্ত জল ছাড়া হয় মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে। দামোদর ভ্যালি রিজার্ভয়ার রেগুলেশন কমিটি (ডিভিআরআরসি)-র পরামর্শ মতো সব জল ছাড়া হয়। ওই কমিটিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ঝাড়খণ্ড সরকার, কেঃদ্রীয় জল আয়োগ(সদস্য সচিব) এবং ডিভিসি-র প্রতিনিধি আছে।গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং পরবর্তীতে ঝাড়খণ্ডের ওপর গভীর নিম্নচাপের কারণে পশ্চিমবঙ্গে ১৪-০৯-২৪ থেকে ১৫-০৯-২০২৫ পর্যন্ত নিম্ন দামোদর উপত্যকায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত হয়েছে। অন্যদিকে, ঝাড়খণ্ডের উচ্চ উপত্যকায় ১৫-০৯-২০২৪ থেকে ১৬-০৯-২০২৪ ভারী বর্ষণ হয়েছে। বৃষ্টিপাত থেমে গেছে ১৭-০৯-২০২৪ থেকে। দামোদর নদের জন্য দক্ষিণবঙ্গের নদীগুলি যেমন, আমতা চ্যানেল এবং মুন্ডেশ্বরীতে জলস্ফীতি ঘটেছে। অন্যান্য নদী যেগুলির সঙ্গে দামোদর নদের সংযোগ আছে যেমন, শিলাবতী, কংসাবতী এবং দারকেশ্বর প্লাবিত। এই কারণেই এই সময়ে বন্যার জল কমেছে খুব ধীরে। তেনুঘাট বাঁধ পরিচালনা করে ঝাড়খণ্ড সরকার। এটি ডিভিআরআরসি-র নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

দিন পঞ্জিকা

রবিবার ৬ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, অস্ত বিকাল ০৫৩৭২৪(২)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথি চতুর্দশী (রিক্তা) সকাল ঘ ০৪৩৩১০ দং ৫৭৫৭২২.৫ পর্যন্তনক্ষত্র অশ্লেষা রাত্রি ১০২৬৪২ দং ৪২৪১৫৫ পর্যন্ত পরে মঘাকরণ বিষ্টি বিকাল ঘ ০৪০২১৩ দং ২৬৪০৪২.৫ পর্যন্ত পরে শকুনিযোগ পরিঘ রাত্রি ০৭৩৬৪৭ দং ৩৫৩৭৭.৫ পর্যন্ত পরে শিব অমৃতযোগ দিন ০৬১১৪৮ থেকে - ০৯৩১১৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭২২১১ থেকে - ০৮৫৪২৭ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগ দিন ০৫২১৫৬ থেকে - ০৬১১৪৮ পর্যন্ত, তারপর ১২৫০৪৩ থেকে-০১৪০৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬৩৬০৩ থেকে - ০৭২২১১ পর্যন্ত, তারপর ১১৫৮৫৯ থেকে-০৩০৩৩১ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০৪১০১১ থেকে- ০৫০০০৩ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০৩০৩৩১ থেকে-০৩৪৯৩৯ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ১০০২২৫ থেকে - ১১৩৫৫৫ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ১১৩৫৫৫ থেকে - ০১০৯২৫ পর্যন্ত।কালরাত্রি ০১০২২৫ থেকে - ০২২৮৫৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)রবি ৪১৫৬৩১ (১১) ১ পদচন্দ্র ৪২২৫৫৩ (১০) ১ পদমঙ্গল ২১২৯২৪ (৫) ৩ পদবুধ ৩২৯১৭১২ (৯) ৪ পদবৃহস্পতি ১২৫৫৩১৭ (৫) ১ পদশুক্র ৫৯৩২২২ (১২) ৪ পদশনি ১০১৯৫৩৫ (২৪) ৪ পদরাহু ১১১৫৫৯৪৭ (২৬) ৪ পদকেতু ৫১৫৫৯৪৭ (১৩) ২ পদশনি বক্রিলগ্ন সিংহ রাশি সকাল ০৬২৪৩৪ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৮৩৪৪৫ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১০৪৮৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০১০৪৩৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০৩০৯৫৮ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৪৫৬৫১ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৬৩০১৪ পর্যন্ত।

মীন রাশি সন্ধ্যা ০৮০১১৮ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ০৯৪১৫২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১১৪০৪৬ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০১৫৩৩৪ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৪০৯১৮ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। । মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৭১ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮টায় রাত ১৩ টায়। সূর্য উদয় হবে ঃ ৫.৪৪ মিনিট এবং অস্ত ৬.২৪।

রাশিফল

মেষ-ঃ প্রতিবেশীর পারিবারিক ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন না।

বৃষ-ঃ বয়স্কদের উচ্চ-রক্তচাপ ও শর্করাজনিত রোগ দেখা দিতে পারে। জমিজমায় এখনই কোনও বড় বিনিয়োগ করবেন না।

মিথুন-ঃ সামাজিক ক্ষেত্রে সুফল লাভের আশা করা যায়। দ্বি-চক্রযানের চালকেরা অতি সাবধানে সপ্তাহটি অতিবাহিত করুন।

কর্কট-ঃদ্বিমুখী উপায়ে রোজগারের পথে চললেও অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের জন্য সপ্তাহের শেষের দিকে অর্থে টান পড়তে পারে।

সিংহ-ঃ ব্যবসায়ীরা শুল্ক-সংক্রান্ত সমস্যার মুখে পড়তে পারেন। বয়স্করা একটু সাবধানে থাকবেন।

কন্যা-ঃ ঘরে-বাইরে নিজের রাগ সংযত না রাখলে বিপত্তির আশঙ্কা। গুরুপাক ও উত্তেজক পানীয় খাওয়ার ফলে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

তুলা-ঃ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজ দলে বড় পদ বা দায়িত্ব পেতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য জ্বর বা সর্দিকাশিতে কষ্ট পেতে পারেন। সপ্তাহের শেষের দিকে শরীর-স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাবে না।

বৃশ্চিক-ঃ আমদানি, রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ব্যবসায় অভাবনীয় চাঞ্চল্য। নতুন ব্যবসা শুরু করার পক্ষে সময়টি শুভ।

ধনু-ঃ ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা না করাই শ্রেয়। অন্যের উপকার করতে গিয়ে মিথ্যা অপবাদের আশঙ্কা।

মকর-ঃ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। নতুন গাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। পরীক্ষার ফল ভালো করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে।

কুম্ভ-ঃ অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা থাকলেও অবশ্যই কোষ্ঠী বিচার করে নেবেন।

মীন-ঃ বয়স্ক বাবা-মার একাকীত্বের জন্য কিছুটা সময় তাদের সঙ্গে কাটাবার চেষ্টা করুন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাজের সাফল্যের জন্য বড় কোনও সুযোগ আসতে পারে।

তিলোত্তমার বিচার চেয়ে আন্দোলনে সামিল ভিখিরিরাও,করলেন আর্থিক সাহায্য

ভিক্ষের টাকায় যাদের দিন গুজরান হয় এবার তারাও তিলোত্তমার বিচারের দাবীতে একজোট হলেন। যাতে অর্থের অভাবে নাগরিকদের লড়াই আন্দোলন থেমে না যায় তার জন্য দলবেঁধে আর্থিক সাহায্য করলেন জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদের সদস্যদের। এমনই এক অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী থাকলো শহর জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোড এলাকায় রয়েছে একটি বহু প্রাচীন শনি মন্দির। প্রতি শনিবার পূজো দিতে সকাল থেকে প্রচুর ভিড় হয়। তাই সেখানে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিখিরিরা আসে। আজও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। আজ সেখানে পূজো দিতে গিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদের সদস্যা দীপা সরকার। পূজো শেষ করে তিনি ভিখিরিদের ভিক্ষা দিচ্ছিলেন। তার হাতে ছিলো নাগরিক সংসদের কুপন। সেই কুপন দেখে ভিখিরিরা তাকে জিজ্ঞেস করেন এটা কি। তিনি বিস্তারিত খুলে বলেন। এরপর ভিখিরিরাও এগিয়ে এসে বলেন আমরা সবাই আর্থিক সাহায্য করবো। এরপর এক প্রতিবন্ধী ভিখিরি সহ একে একে মোট ১৫ জন ভিখিরি কুপন সংগ্রহ করেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই আলোড়ন তৈরি হয় জলপাইগুড়ি শহরে।

রাজ্যের ত্রাণ বন্টন নিয়ে শুভেন্দু কে কটাক্ষ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের

নববারাকপুর, ২২ সেপ্টেম্বরঃ ডিভিসির বিদ্যুৎ দফতরের দুজন অফিসারের পদত্যাগ প্রসঙ্গে রবিবার দুপুরে তালবান্দা হেমন্তনগরে গুরুচাঁদ মোড়ে শ্রী শ্রী হরিগুরুচাঁদ শিক্ষা মন্দির ট্রাস্ট আয়োজিত প্রথম বর্ষের স্বাস্থ্য, চক্ষু ও রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থেকে রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন যতটুকু মনে হচ্ছে ডিভিসির কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে তারা মেনে নিতে পারছেন না। বছরের পর বছর মাটি ডেজিং হয় না। দিনের পর দিন জল ধারন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। ৩৬ শতাংশ নেমে গিয়েছে। এটা তো কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ।বেশির ভাগ জায়গায় মাটি জমে গেছে। ৭-৮ জেলা বন্যায় ডুবে গেছে। ঘর বাড়ি সব ভেসে গিয়েছে। বহু ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। আনাজের দাম অগ্নিমূল্য। ব্যপক ক্ষতি হচ্ছে। সম্ভবত মেনে নিতে পারছেন না। ডিভিসির কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে কর্মীরা পদত্যাগ করেছেন বলে ধারণা মন্ত্রীর। রাজ্য সরকারের বন্যা ত্রাণ বন্টন নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কে কটাক্ষ করে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন শুভেন্দুর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আবোল তাবোল বকছে। এই সব বলে বাংলাকে দমানো যাবে না। অনেক রকম ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে দমানো যাচ্ছে না। এবছরও দু দুটো প্রকল্প কে ইউনিসেফ স্বীকৃতি দান করেছে সারা বিশ্বের কাছে। ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াও রাজ্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রী যা করে দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। প্রানপন চেষ্টা করছেন শ্রেষ্ঠ রাজ্য পরিনত করতে। বিশাল বন্যায় ৭-৮ টা জেলায় বান ভাসি। গ্রামের চারিদিকে জল। দু একটা জায়গায় ত্রাণ পৌঁছে দিতে পারে নি। মুখ্যমন্ত্রীর উপরে গিয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যেই শাসক দলের বহু সাংসদ মন্ত্রী বিধায়ক পুরসভার চেয়ারম্যান রা গিয়েছেন বন্যা ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে। বিজেপি কিছুই করেনি। ওদের মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জেলা পরিদর্শনে গিয়েছিল। গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে চলে এসেছে। শুভেন্দু ভুলভাল বকছে। মানুষ কে বিভ্রান্ত করছে। আর কিছু নয়। শুভেন্দুর প্রকাশ্য মঞ্চে শাসক

দলের নেতা মন্ত্রী দের ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করার প্রসঙ্গে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন জানি না পশ্চিমবঙ্গে কত ডান্ডা আছে আমাদের ঠান্ডা করার জন্য। সারা ভারতবর্ষে কত ডান্ডা আছে কিনা আমার জানা নেই। কারন ডান্ডা, টাকা দিয়ে আইটি চ্যানেল দিয়ে সবরকম ভাবে চেষ্টা করেছিল দমানোর জন্য। শেষমেষ পারল না। মানুষ প্রতিরোধ করল। মানুষ বাংলায় বিজেপি কে ঢুকতে দেবে না। যতই চেষ্টা করুক না কেন। মানুষ প্রতিরোধ করবে। বাংলার মানুষ বুঝে গিয়েছে। বিজেপি দিল্লি তে গিয়ে নির্বাচনের জন্য বলছে বাংলায় গরীবদের একশ দিনের টাকা দেবেন না। আবাস যোজনার টাকা কিংবা হেল্থ স্কিমের টাকা দেবেন না। তারা বাংলার লোক না অন্য জেলা থেকে এসেছেন। বাংলার মানুষ বুঝে গিয়েছে নির্বাচনে জেতার জন্য বাংলার দরিদ্রতম মানুষের ক্ষতি করে দিচ্ছে বিজেপি।মন্ত্রী বলেন সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষ দের অসম্মানিত অপমানিত হতে হয়েছে নানাভাবে। সেই সব দলিত মানুষদের মুক্তিদাতা তাদের জীবনকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে পথ দেখিয়েছেন ঠাকুর শ্রী শ্রী হরিচাঁদ গুরুচাঁদ। তার বানী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া পড়াশোনা করে শিক্ষিত কর। চাষীর ছেলে চাষী হবে। লেখাপড়া শিখে। কামারের ছেলে কামার হবে লেখাপড়া শিখে। তার উপদেশ কোন কাজ ছোট নয়। শুধু ধর্মীয় সাধনা নয় হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ছিলেন সমাজ সংস্কারক। সমাজ সংস্কার করে অবজ্ঞার চোখে নয় যোগ্যতায় আত্মমর্যাদায় মতুয়া সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। মানুষ হিসেবে পরিচয় দিয়ে সেবার কাজ করছেন শ্রী শ্রী হরিগুরুচাঁদ শিক্ষা মন্দির ট্রাস্ট এর মতুয়া দলপতিরা। সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে মানব সেবার কাজে এগিয়ে এসেছেন। খুব ভালো উদ্যোগ ।উপস্থিত ছিলেন বিলকান্দা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক, ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা বিলকান্দা ২ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সজল দাস, শ্যামল রায়, শিশির বিশ্বাস সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা ।

ফের সিবিআই তলব বিরুপাক্ষ অভিক সৌরভ কে

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ শেনিবারের পর ফের রবিবার আর জি কর মহিলা চিকিৎসক খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় বিরূপাক্ষ বিশ্বাস(বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের প্রাক্তন রেসিডেন্ট সিনিয়র চিকিৎসক বর্তমানে সাসপেন্ড), অভিক দে (এস এস কে এম হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসক), ও সৌরভ পাল(আর জি করের পিজিটি এর ছাত্র) কে তলব করে সিবিআই। এছাড়াও টালা থানার সাব ইন্‌পেক্টর চিন্ময় বিশ্বাস কেও তলব করেছে সিবিআই। নির্ধারিত সময় মতো সকাল ১১ টায় বিরূপাক্ষ বিশ্বাস এসে সিজিও কমপ্লেক্সের সিবিআই দপ্তরে। টালা থানার সাব ইন্সপেক্টর ১০.৩৯ এ আসে। সৌরভ পাল ও নির্ধারিত সময়ের কিছু পরে এসে উপস্থিত হয়। সিবিআই সূত্রে খবর, আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ক্রাইম সিনে ঘটনার দিন সেমিনার হলে কি করছিলেন ওই চিকিৎসকরা। কার ফোনে গিয়েছিলেন সেই সমস্ত নিয়েই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে খবর।

ডিভিসির বোর্ড থেকে সদস্য পদে ইস্তফা বিদ্যুৎ সচিব শান্তনু বসুর

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ এ রাজ্যের বিদ্যুৎ সচিব শান্তনু বসু ডিভিসির বোর্ডের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা ঘোষণা করেছেন। ইতিমধ্যেই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান সুরেশ কুমার ও এ রাজ্যের মুখ্যসচিব ডঃ মনোজ পন্থকে ইমেল মারফৎ তা পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, জলাধার থেকে বিপুল পরিমান জলরাশির পরিপ্রেক্ষিতে এ রাজ্যের একাধিক জেলায় বানভাসি অবস্থা। কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বাংলাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ রাজ্যের। এর মধ্যেই এরাজ্যের বিদ্যুৎ সচিব শান্তনু বসু পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

মা উড়ালপুলে চিনা মাঞ্জায় আহত পুলিশকর্মী

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ফের চিনা মাঞ্জার কবলে বাইক আরোহী। রবিবার মা ফ্লাইওভারে রক্তাক্ত পুলিশ আধিকারিক। কপালে আঘাত লেগেছে। তাঁকে উদ্ধার করে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিধাননগর পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত শাহনওয়াজ। রবিবার বিকেলে বাইক চালিয়ে পার্ক সার্কাস থেকে চিংড়িহাটার দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। উড়ালপুল যাওয়ার সময় ঘুড়ির সুতো চিনা মাঞ্জা তাঁর কপালে লাগে। মুহূর্তে রক্তাক্ত হয়ে যান বিধাননগর পুলিশে সাব ইন্সপেক্টর। কপাল কেটে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বেরতে শুরু করে। ওই পরিস্থিতিতেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে বাইক উড়ালপুলের ধারে নিয়ে দাঁড় করান। তার পরই তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বন্যা পরিস্থিতি, জলমগ্ন হাওড়ার আমতা, তলিয়ে গেলেন যুবক

হাওড়া, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ডিভিসি-র ছাড়া জলে এখনও জলমগ্ন হাওড়ার আমতা ২ নম্বর ব্লকের একাধিক রাস্তা। রাস্তার উপর দিয়েই বইছে জল। এ বার সেই জলের তোড়েই ভেসে গেলেন এক যুবক। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার আমতার ঝিকিরা রোডের নকুপাড়া এলাকায়। এখনও পর্যন্ত ওই যুবকটির কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, নিখোঁজ যুবকের নাম সমর মাইতি। তাঁর বাড়ি জয়পুর থানার মহাকালপুরে। শনিবার রাতে তিনি কোনও কারণে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ে আচমকা তিনি জলের স্রোতে তলিয়ে যান বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। এরপরই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। সমরের সন্ধানে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান।

ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন

ডাবগ্রাম, ২২ সেপ্টেম্বরঃ দিবারাত্রি, ফুটবল খেলার আয়োজন করা হল শিলিগুড়িতে। রবিবার দুপুরে পোড়াঝাড় ১৯১০৬ তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।জানা গিয়েছে, ফুলবাড়ী ১ নাম্বার গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড় সর্ব্বসাথী সংঘ মাঠে এই ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছে। এবছর তাদের এই ফুটবল প্রতিযোগিতা তৃতীয় তম বর্ষ। ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভার বিভিন্ন দল সহ জেলার দল মিলিয়ে মোট ১৬টি দল খেলায় অংশগ্রহণ করেছে। এদিন টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সুকান্ত কর।

ধানের সহায়ক মূল্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত রাজ্যের

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্য সরকার ধানের সহায়ক মূল্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত মরশুমে রাজ্য সরকার চাষীদের কাছ থেকে কুইন্টাল পিছু ২১৮৩ টাকা দাম দিয়েছিল এবার তা ১১৭টাকা বাড়িয়ে ২৩০০ টাকা করা হয়েছে। ধান চাষিদের সুবিধার জন্য প্রতিটি জেলাতেই ক্রয়কেন্দ্র বাড়ানো হচ্ছে। এছাড়া প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ধান সংগ্রহ করার জন্য মোবাইল ভ্যানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামে গিয়ে চাষিদের থেকে খাদ্য দফতর সরাসরি ধান কিনবে। আগামী মরশুমে ধান কেনার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও সক্রিয়ভাবে নামানো হচ্ছে। এছাড়া বেনফেড, নাফেড, কনফেড-এর মতো সংস্থাগুলিও ধান কিনবে। ধান ভেঙে চাল করার জন্য রাইসমিলগুলির কাছ থেকেও আবেদনপত্র নেওয়া হচ্ছে। অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

দীর্ঘদিন বাদে পরীক্ষা হল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিয়োগের

ক্যানিং, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ক্যানিং মহকুমায় দীর্ঘদিন ধরেই বহু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নেই কর্মী বা সহায়িকারা। ফলে এক একজন কর্মী বা সহায়িকাদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক কেন্দ্রের দায়িত্ব নিতে হয়। এ বিষয়ে গত ২০২০ সালে ক্যানিং ১ ব্লকে ও ২০২১ সালে বাসন্তী ব্লকে নোটিফিকেশান করেছিল সরকার। কিন্তু পরীক্ষা নিতে নানা গড়িমসি দেখা যায়। বিভিন্ন কারণে এতদিন পরীক্ষা স্থগিত থাকার পর অবশেষে রবিবার এই দুই ব্লকে অনুষ্ঠিত হল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকাদের পরীক্ষা। ক্যানিং ১ ব্লকে ১৭ জন কর্মীর পদ ফাঁকা রয়েছে। সেখানে চাকরির আবেদন করেছিলেন ৩২৫০ জন। ৪৭ জন সহায়িকার পদ ফাঁকা, কিন্তু সেখানে আবেদন করেছেন ১৬৫০ জন। অন্যদিকে বাসন্তী ব্লকে ১১টি কর্মীপদ ফাঁকা থাকলেও সেখানে আবেদন করেন ১৬০০ মহিলা। সহায়িকা পদে ৭৮টি শূন্যপদ থাকলেও আবেদন করেন ১১৫০ জন। ক্যানিং মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে দীর্ঘদিন বাদে এই শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ক্যানিং ১ ব্লকে ৫ টি ও বাসন্তী ব্লকের দুটি স্কুলে এদিন পরীক্ষা নেওয়া হয় প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে।

আরজি করের নির্যাতিতার আর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্দেশে ১ মিনিটের নীরবতা পালন নতুন কংগ্রেস সভাপতির

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস কে মজবুত আর শক্তিশালী করা প্রাথমিক দায়িত্ব।ন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকতে কংগ্রেস কর্মীদের বার্তা।রাজ্যে এই মুহূর্তে কংগ্রেস এর শক্তি কম ঠিকই।আমি বুথে এজেন্ট হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেছি।সারা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে কংগ্রেস দলের নেতা কর্মীদের কাছে যাবো। বাংলার মানুষের অনেক মান অভিমান আছে কংগ্রেসের ওপর।অধীর রঞ্জন চৌধুরী, প্রদীপ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কাছে দিক নির্ণয় করবো ভবিষ্যতে।কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে কৃষি, শিল্প হবে। তরুণদের বাইরে যেতে হবে না। নারী নিরাপত্তা বাড়বে। করশনের বিরুদ্ধে লড়াই বাড়বে।আমি নয়, আমরা কংগ্রেস। নতুন স্লোগান। সকলকে নিয়ে চলার বার্তা।বামেদের সাথে জোট প্রসঙ্গে ভবিষ্যতে সকলের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবো।শরীক তৃণমূল বামেরা ইন্ডিয়ায় রাজনৈতিক আসন সমীকরণ আর রাজনীতি আলাদা।জোটও যদি হয় নিজের দলকে প্রায়োরিটি।মানুষের সঙ্গে আমরা। জনবিরোধী কর্মকাণ্ডে তৃণমূলের বিরোধিতা করবো।মূল প্রতিপক্ষ কেন্দ্রে বিজেপি আর রাজ্যে তৃণমূল।সিবিআই এর তদন্তসিনিয়র ডাক্তারদের আরো এক্টিভ হওয়ার প্রয়োজন ছিলো। আগেই আওয়াজ তোলার প্রয়োজন ছিলো। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার উচিত ছিলো।তাহলে মেয়েটাকে আজ মরতে হতো না।গ্রেট কালচার টালিগঞ্জ হেয়ার ড্রেসার এর আত্মহত্যা করার চেষ্টা করার ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কে বলবো মহিলাদেরসুরক্ষার বিষয় গুরুত্ব বিষয় গুরুত্ব দিয়ে দেখুন। আওয়াজ চেপে না দেওয়া হয়। পুলিশ যেনো নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করে।

কলকাতায় তৈরি হতে পারে সেমিকন্ডাক্টর কারখানা

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতায় তৈরি হতে পারে 'সেমিকন্ডাক্টর কারখানা'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। রবিবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এক বিবৃতি জারি করে এই কথা জানানো হয়েছে।চতুর্দেশীয় অক্ষ বা কোয়াড সদস্য রাষ্ট্রগুলির বৈঠকে যোগ দিতে আমেরিকায় গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তার মাঝেই দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকেই কলকাতায় 'সেমিকন্ডাক্টর কারখানা' তৈরির সম্ভাবনাময় দিক নিয়েও আলোচনা হয়েছে দু'পক্ষের। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, এর ফলে দুই দেশেরই কর্মসংস্থান তৈরি হবে। এই কারখানা তৈরির মূল উদ্দেশ্য ইনফ্রারেড, গ্যালিয়াম নাইট্রাইড এবং সিলিকন কার্বাইড সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করা। যা ভারতের 'সেমিকন্ডাক্টর মিশন'-এর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ বলে দাবি প্রধানমন্ত্রীর দফতরের।

ঘুর্নিঝড়ে বঙ্গোপসাগরে ট্রলার ডুবি, নিখোঁজ ৯ মৎস্যজীবীর মধ্যে ৮ জনের মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ শুক্রবার মাঝ রাতে বঙ্গোপসাগরে ঘুর্নিঝড়ে মধ্যে পড়ে ডুবে গিয়েছিল মৎস্যজীবীদের একটি ট্রলার। এফ বি গোবিন্দ নামে ওই ট্রলারে মোট ১৭ জন মৎস্যজীবী ছিলেন। তার মধ্যে ৮ জন মৎস্যজীবী কোনা রকম প্রানে বেঁচে যায় । আর বাকি ৯ জন ওই ট্রলারের মধ্যে থেকে যায় । সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় ট্রলার সম্পুন্য ভাবে উল্টে যায় । ফলে যারা ক্যাবিনে ছিল তারাই এই অবস্থায় বের হতে পারেনি । শনিবার সকালে সেই খবর পেয়ে ডুবে যাওয়া ট্রলার উদ্ধারের জন্য কাকদ্বীপ থেকে রওনা দিয়েছিল বেশ কয়েকটি ট্রলার। বাধা বিপত্তি কাটিয়ে রবিবার সকাল থেকে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাওয়া ট্রলার এফ বি গোবিন্দকে

প্রায় আটটি মৎস্যজীবী ট্রলার দিয়ে টেনে নিয়ে আসে লোথিয়ান দ্বীপে। ট্রলারের মধ্যে তল্লাশি চালিয়ে এখনও পর্যন্ত ৮ জন মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। একজন মৎস্যজীবী এখনও নিখোঁজ রয়েছে। ড্রোনের মাধ্যমেও তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার মৎস্যজীবী সকলেই মৃত বলে জানা গিয়েছে। দেহ গুলিকে হরিপুর ঘাটে তোলা হয় । এমন পরিস্থিতিকে হরিপুর খেওয়া ঘাটের দুই পাড়ে হাজারো হাজারো মানুষের ভীড় জামিয়েছিল । তাঁদের দেহ শনাক্তকরণের কাজ শুরু হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালী, সুন্দরবনের পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্বজন হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা।

এই প্রসঙ্গে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা বলেন, 'বঙ্গোপসাগরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পড়ে একটা ট্রলার ডুবে যায়। ৯ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ হয় এই ঘটনায়। দুদিনের প্রচেষ্টায় ট্রলারটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ৮ জন মৎস্যজীবীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এখনও একজন নিখোঁজ রয়েছেন।'

উৎসবে ফেরার আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর, বারুইপুরে পদযাত্রা পুজো কমিটিগুলির

বারুইপুর, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর কান্ড নিয়ে উত্তাল রাজ্য তথা গোটা দেশ। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন আট থেকে আশি। এই পরিস্থিতি কাটাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে উৎসবে ফিরতে আবেদন জানিয়েছিলেন।

তা নিয়ে বিরোধীরা কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। তবে এবার মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে উৎসবে ফেরার আবেদন নিয়ে পথে নামলেন বারুইপুর দুর্গোৎসব সমন্বয় কমিটির সদস্যরা। রবিবার বিকেলে বারুইপুর পদ্মপুকুর থেকে বারুইপুর রাসমাঠ পর্যন্ত পদযাত্রা করেন তাঁরা। বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রায় দুশো পুজো কমিটি এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এই পদযাত্রার উদ্যোক্তাদের দাবি, রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলার মানুষ বন্যা কবলিত। মন ভালো নেই কারও।

কিন্তু এই পুজোকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের জীবন জীবিকা নির্ভর করে। সারা বছর ধরেই মানুষ এই পুজোর দিকে তাকিয়ে থাকেন। আর তাঁদের কথা মাথায় রেখেই মানুষ যাতে উৎসবে অংশগ্রহণ করেন সেই আবেদন জানান উদ্যোক্তারা।

বিমান বলেন, '' রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত পুজো কমিটির পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। দুর্গা পুজো আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই উৎসবের উপর নির্ভর করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাই বারুইপুর এলাকার সকল পুজো কমিটি এই পদযাত্রায় সামিল হয়েছেন।

যে কেউ কংগ্রেসের পতাকার বিরুদ্ধে চোখ তুলবে, আমরা বিরোধিতা করব ঃ শুভঙ্কর সরকার

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন নয়া প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

তিনি বলেছেন, যে কেউ কংগ্রেসের পতাকার বিরুদ্ধে চোখ তুলবে, আমরা বিরোধিতা করব। রবিবার কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেস দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শুভঙ্কর ঘোষ বলেছেন, কংগ্রেসের একজন কর্মী যখন দলীয় পতাকা নিয়ে এগোন, তখন দলীয় পতাকা উঁচু রাখতে তিনি যে কারও বিরোধিতা করবেন। যে কেউ কংগ্রেসের পতাকার বিরুদ্ধে চোখ তুলবে, আমরা তার বিরোধিতা করব। শুভঙ্কর সরকার আরও বলেছেন, আমি সমস্ত দলের কর্মীদের একত্রিত করে কংগ্রেসের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই... মিশন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন, এটি একটি মিশন এবং আরেকটি মিশন আমার সংগঠন... কণ্ঠস্বর বিধানসভা এবং সংসদে পৌঁছানোর জন্য, একটি প্রতিনিধি প্রয়োজন এবং সেই প্রতিনিধি সংগঠন থেকে আসবে।

মিস্টার ইন্ডিয়াস ওয়েল জিম দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা

মলয় সুর, ২২ সেপ্টেম্বরঃ অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল দেহসৌষ্ঠব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে শুক্রবার ও শনিবার (২০ ও ২১ শে সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হলো। এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা চন্দননগরের মিস্টার ইন্ডিয়াস ওয়েল জিম সংগঠন। সংগঠনের প্রধান কর্ণধার তিনবারের মিস্টার ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন প্রাণতোষ দে উদ্বোধন করেন। এতে ২২টি রাজ্যের ২০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, সন্ধ্যায় চূড়ান্ত পর্যায়ে বারোটি বিভাগে পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগীরা অংশ নেয়। প্রাণতোষ বাবু জানিয়েছেন কলকাতার ফুটবল দলের খেলোয়াড়রা যেভাবে পত্রপত্রিকায় ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রচার পায় কিন্তু সেভাবে

বডি বিল্ডারস প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় প্রচার পায় না। এবারের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন মনিপুরের বীরবাসিল ইয়ংগ্লেম। তাকে সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রো কার্ড দেওয়া হয়। সে আগামী জানুয়ারিতে মিস্টার ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন প্রাক্তন মোহনবাগানের আই এস এল কোচ সঞ্জয় সেন, চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, ডক্টর সমীর কুমার ধারা প্রমূখরা।

অবশেষে বাজির বাজার চাম্পাহাটিতে দমকল কেন্দ্র চালু হতে চলেছে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২২ সেপ্টেম্বরঃ শেষ পর্যন্ত বারুইপুর থানার চম্পাহাটির হারালে তৈরি হতে চলেছে দমকল কেন্দ্র, মিটতে চলেছে দীর্ঘদিনের সমস্যা।বাজির কথা মাথায় এলে প্রথমে নাম চলে আসে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চম্পাহাটি। বারুইপুরের হাড়াল অঞ্চল বাজি বাজারের জন্য বিখ্যাত। এই বাজারে আগুন লাগলে আট কিমি দূরের ফুলতলা থেকে দমকল পৌঁছতে পৌঁছতে সব পুড়ে যেত। হাড়ালে দমকল কেন্দ্র তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের। বাজি ব্যবসায়ীদের দাবি শুনে উদ্যোগ নিয়েছিলেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার। জমি চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। কাজ শুরুর আগে পরিদর্শন করলেন দমকলের আধিকারিকরা। দলে ছিলেন পূর্ত, বিদ্যুৎদপ্তরের আধিকারিকরা ও বিধায়ক। দমকলের এক আধিকারিক বলেন, সয়েল টেস্ট এর পর এক বিঘা জমির উপর এর ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে। এর পাশাপাশি বিষ্ণুপুরের আমতলাতেও দমকলকেন্দ্র নির্মাণের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। বিধায়ক বিভাস

সরদার বলেন, দ্রুত কাজ শুরু করার কথা বলা হয়েছে। এই কেন্দ্র হলে বাজি শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষের উপকার হবে। দমকল কেন্দ্রের জন্য জায়গা ঠিক হয়েছে দক্ষিণ হাড়াল এলাকায়। বাজি ব্যবসায়ীরা বলেন, অগ্নিকান্ড ঘটলে দমকল আসার আগে আমাদেরই নেভানোর কাজ করতে হয়। পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায় না। এবার সহজেই ইঞ্জিন পৌঁছতে পারবে। জল মিলবে খাল থেকে। প্রসঙ্গত, কাটাখাল- উত্তরভাগ বাইপাস এলাকায় বাজি হাবের কাজও চলছে। ফলে মিটতে চলেছে সমস্যা।আর পুজোর আগে এই খবরে খুশি বাজি কারিগর সহ সাধারণ মানুষ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৯৪ সংখ্যা, সোমবার ৬ আশ্বিন, ১৪৩১

অতীত কোথায় হারিয়েছে

বছর কুড়ি আগেও পাড়াগুলোতে পাড়া কালচার ছিল। আর ছিল রোয়াক। পাড়ার উঠতি থেকে পড়ন্ত যুবকরা সেখানে আড্ডা মারত। সাথী ছিল চা, কাউন্টার করে খাওয়া সিগারেট আর মাঝে মধ্যে টুকটাক তেলেভাজা কি ঝালমুড়ি। ওয়াও মোমো বা মনজিনিস তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। রেস্তোরাঁ কালচার তখনও বাঙালীর জীবনযাত্রায় প্রবেশ করে নি। পাড়ার যুবকদের একটা করে ভালো নাম ছিল ঠিকই, কিন্তু সেগুলো কেবল স্কুল কলেজে ব্যবহার হওয়ার জন্য। পাড়ার মধ্যে তারা হাবুল, পটলা, বাপি নামেই পরিচিত ছিল। কখনও কখনও চেহারার বৈশিষ্ট্য অনুসারের নাম দেওয়া হত। ঢ্যাঙা, ন্যাড়া, কালু ইত্যাদি নামগুলি ছিল তারই প্রতিফলন। বডি শেমিং নিয়ে আমজনতা তখনও সচেতন হয় নি। তাই এমন সব নাম নিয়ে আপত্তির কিছু ছিল না কারো কাছে। ঢ্যাঙা বা কালুরাও তাদের নাম শুনে স্বাভাবিক ভাবেই সাড়া দিত। পাড়ায় বিয়ে বাড়ি হোক বা শ্রাদ্ধ বাড়ি, আগুন লাগা হোক বা মাঝ রাতে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, সব ব্যাপারে রোয়াকের যুবকরাই ছিলেন অগ্রণী। পাড়ায় কারো বিয়ে লাগলে যেমন কোমরে গামছা বেঁধে পরিবেশন করতে লাগত আবার তেমনই কেউ মারা গেলে শবদেহে কাঁধ দেবার লোকেরও অভাব হত না। মাঝরাতে কেউ গুরুতর অসুস্থ হলেও কোনো সমস্যা ছিল না। রোগীর বাড়ির লোকের এক ডাকেই পটলা হাবুলরা সাইকেল ভ্যানে রোগীকে চাপিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যেত। সারারাত জেগেও থাকত হাসপাতালে। দরকারে নিজেদের মধ্যে টাকা তুলে ওষুধও কিনতো রোগীর। উপদ্রবও যে একেবারে ছিল না তা নয়। পুজোয় চাঁদার জন্য হুজ্জোতি করা, সরস্বতী পুজোর আগের দিন এর ওর বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগান থেকে ফল ফুল পেড়ে আনা, কারো পোষা মুরগী চুরি করে পয়লা জানুয়ারী বা মহালয়ার রাতে 'ফিস্টি' এসব লেগেই থাকত। পাড়ার খিটকেলে বুড়ো বুড়িদের নানা আপত্তিকর সৃজনশীল নামে ডেকে তাদের রাগিয়ে দিয়ে গালাগাল খেয়ে মজা পাবার বদভ্যাসও অনেকেরই ছিল। কিন্তু সব মিলিয়ে পটলা হাবুল বাপিরা ছিল পাড়ার এক একটা স্তম্ভ। পাড়াগুলো তাদের ছাড়া অচল ছিল। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। অনেক বদল ঘটেছে মফঃস্বল থেকে বড় শহর সর্বত্র। পাড়া কালচার আজ বিলুপ্তপ্রায়। পাড়ায় রোয়াকের দেখা পাওয়া এখন ডোডো পাখির দেখা পাওয়ার চেয়েও বেশী কঠিন। আর হাবুল পটলা বাপিরা? তারাও হারিয়ে গেছে কালের স্রোতে। সর্বনাশা কেরিয়ারের ইঁদুর দৌড়ের যুগে এ যুগের হাবুল পটলারা কেউ এখন মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানির সুট বুট পরা চাকুরে, কেউ সরকারী কেরানি, কেউ বা আবার জোম্যাটো বা সুইগির ডেলিভারি বয়। কাজের চাপে আড্ডা তো পরের কথা, মুখ দেখাদেখিই হয় না মাসের পর মাস। কেউ কেউ আবার কাজের সন্ধানে চলে গেছে দূর দেশে। ন'মাসে ছ'মাসে দেশে ফেরে। আড্ডা মারা দূরে থাক, পাড়ার সবার নামই জানে না ভালো করে কেউ। বাড়িই বা আর কোথায় পাড়ায়। সব ভেঙে গড়ে উঠছে।

হাস্যরসিক শিবরাম চক্রবর্তী

বিখ্যাত লেখক সমরেশ মজুমদার তখন উদীয়মান সাহিত্যিক। প্রথম চাকরির দৌলতে এজমালি ভাড়াটে বাড়িতে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন। ভোর সাড়ে ছটায় স্নানটান সেরে দরজায় তালা ঝুলিয়ে বালক দত্ত লেন আর মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের সংযোগস্থলে চায়ের দোকানে গিয়ে বসেন। উৎসুক পাঠকরা তাঁর। এক জীবনে অনেক জীবন। বইটা পড়ে দেখতে পারেন। চায়ের দোকানে চা ছাড়াও একটা আকর্ষণ ছিল বিনাপয়সায় খবরের কাগজ পড়া যেত। একদিন চা খাওয়া শেষ হতে মুখ তুলে চমকে উঠলেন। একজন মধ্যবয়সি মানুষ ধুতি আর জাল জাল গেঞ্জি পরে বালক দত্ত লেনে হেঁটে এলেন। তার এক হাতে ভাঁড়, অন্য হাতে মিষ্টির প্যাকেট। এই মানুষটির কার্টুন সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছেন। শৈল চক্রবর্তীর আঁকা চেহারার সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই। স্বপ্নের মানুষ।প্রায় দৌড়ে গিয়ে ওঁকে প্রণাম করলেন। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, অ্যাই মরেছে। সমরেশ হকচকিয়ে গেলেন। শিবরাম বললেন, 'দেখছ রাবড়ির ভাঁড় আর সন্দেশ নিয়ে হাঁটছি। প্রণাম নিলে আশীর্বাদ করতে হয় না? করলে এসব পড়ে যাবে যে! কী নাম? কী করা হয়? সমরেশ নাম বললেন, সঙ্গে জুড়লেন, 'লেখালেখির চেষ্টা করছি। এবার সমরেশের ভাষায় বলি, শিবরাম বললেন, আমার পিছন পিছন এসো। রাস্তায় দেওয়ালে টাঙানো চিঠিপত্রের ডাকঘরের বাক্সের সামনে গিয়ে বললেন, আমি বগল ফাঁক করছি, তুমি কাগজটাকে ধরো। দেখলাম ওঁর বাঁ হাতের বগলের মধ্যে ভাঁজ করা একটি পত্রিকা। তার ওপর কাগজ সেঁটে ধানবাদের ঠিকানা লিখে দুই পয়সার স্ট্যাম্প মারা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আজকের কাগজ ধানবাদে পাঠাচ্ছেন? তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে? বলেই গলার স্বর বদলালেন, আমি ফিরিতে ওই কাগজ পাই। পড়ার পর ফেলে দিই। তা জেনে আমার এক ভাগনি, যে ধানবাদে থাকে, সে একগাদা টিকিট কিনে দিয়ে বলল, পড়ার পর বুকপোস্ট করে দিতে। ওরা আঠারো পয়সার এই কাগজ দুপুরে পায়। দু'পয়সা দিয়ে বিকেলে পেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। ফেলে দাও। দিলাম। উনি আবার গলিমুখো হলে বললাম, আপনার কাছে যেতে পারি? বললেন,এসো। ঠিকানাটা? মুক্ত আরামে থাকি, জিজ্ঞাসা করলেই লোকে বলে দেবে। এইজন্যেই শিবরাম বলতেন, মুক্তারামের তক্তারামে শুয়ে শুখতারাম খেয়ে জীবন কাটিয়ে দিলাম। এইবয়সে এসে ৬০ বছর আমৃত্যু প্রায় ঐ মেসে জীবন কাটিয়ে দিলেন। একবার আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। মেস বাড়িতে ম্যানেজার বাবুকে বললেন, চলে যান তিনি ঘরে আছেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

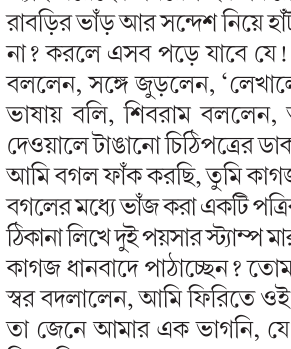

জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। মন থেকে ভয় দূর করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। সেই জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন স্বামী বিবেকানন্দ। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। মা ভবতারিনীর স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন অভয়দানকারিণী। তিনিই জগতকে চেনাতে শেখান।স্বামীজির মতোই বলতেন,মা সারদা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ সম্ভব। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন বলেই ভারত এত শক্তিশালী। মা সব সব কিছু সহ্য করতে পারেন। মা ভবতারিনীর আরতি হওয়ার পর মা সারদাকে প্রমাণ করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি মা সারদাকে দেবী বলে মনে করতেন। সাক্ষাৎ মা জগত জননী।

নির্বাসিত বউবাজারের গুলেদানন্দ কলকাতায় ফিরে এসেই 'দেবী দুর্গা দর্শন' নিয়ে একটি বিশাল তালিকা প্রকাশ করলেন

রবীন্দ্র কুমার শীল

বউবাজারের গুলেদানন্দজি মহারাজ মাঝে মধ্যে উধাও হয়ে যান তার টিকি পাওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠে। তার কোনও হদিশ পাওয়া যায় না। তবে এবারে শারদীয়া পুজো শুরু হওয়ার আগেই গুলেদা আবার পাড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি এসেই হইচই করতে শুরু করেছেন। সবার সঙ্গে যেচে আলাপ করতে চাইছেন। বেশ খোশ মেজাজে বলা যেতে পারে। তা হঠাৎ করে দুর্গা পুজোর আগেই তোমার আবির্ভাব ঘটল পাড়ায় জিজ্ঞাসা করতেই একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'কেন আমাকে কি পাড়ায় আসতে নেই? পুজোর আগে এসেছি বলেই কি তোদের গা জ্বালা করতে শুরু করেছে? আমার পাড়ায় আমি কখন আসবো না আসবো সেটা তোদের বলার অধিকার কে দিয়েছে? আমি কোথায় যাই না বা না যাই তাদের তোদের কেন এতো মাথা ব্যথা বলতো? আমি যদি বলি নরকে গিয়েছিল যমরাজের সঙ্গে একবার মোলাকাৎ করতে তাহলে কি তোরা বিশ্বাস করবি? সেটা নিশ্চয় করবি না? আবার যদি বলি স্বর্গে গিয়ে দেবতা ইন্দ্রের সভাঘরে রূপসী রম্ভার নাচ দেখে এলাম। এটাও তোরা বিশ্বাস করবি না। আসলে তোদের দৌড় বঝুলি মসজিদ পর্যন্ত। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। তারপরে আর দৌড়াতে পারে না। মন দিয়ে শোন, এবারে একটি তালিকা তৈরি করেছি। কলকাতার কতগুলি বনেদি বাড়ির পুজো দেখবো। তার তালিকা তৈরি করতে আমার কালঘাম ছুটে গিয়েছিল কি বলবো। আমরা উৎসাহ দিয়ে গুলেদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথা থেকে তাহলে তুমি শুরু করবে তা জানতে পারি কি? নাকি সেটাও বলা যাবে না। বারণ রয়েছে নাকি।' গুলেদা খানিকটা হেসে বললেন, 'তোরা যখন জানতে চাইছিস তাহলে বলেও ফেলি। তার আগে একটা হাল্কা করে কড়া চায়ের অর্ডার দে। নাহলে মেজাজটা ঠিক জমছে না। গুলেদা যে চা না খেয়ে কোনও কিছু শুরু করেন না সেটা আমাদের জানা। আমরা হাঁক দিলাম, তারক একটা পলিটিক্যাল চা দাও। পলেটিক্যাল টা কাকে বলে সেটা জানার দরকার রয়েছে। চিনি ছাড়া চা'কে পলিটিক্যাল চা বলা হয়ে থাকে। আর অ্যাপলিটিক্যাল চা হচ্ছে চিনি দিয়ে। চিন ছাড়া চা হল কড়া পাকের সন্দেশ। অবশ্য তাতে চিনি থাকে না। কেউ কেউ আবার আদর করে স্যাকারিন দিয়ে থাকে। তবে গুলেদা চিন ছাড়া চা'কে বেশি পচ্ছন্দ করেন। পলিটিক্যাল চায়ে এক চুমুক দিয়ে গুলেদা বলতে শুরু করেলেন, ভাবছি যে এবারে রাজা নবকৃষ্ণদেবের বাড়ি দিয়ে বনেদি দুর্গা পুজো শুরু করবো। আমার দুর্গা পরিক্রমা কথা শুনে কেউ কেউ আবার বলতে শুরু করেছে যে তাহলে ইংলিশম্যানদের মোসাহেবকে দিয়ে দুর্গা দর্শন শুরু করবে। রাজা নবকৃষ্ণদেবকে ইংরেজদের মোসাহেব বলতেই ক্ষেপে উঠলেন গুলেদা। তিনি বলতে শুরু করলেন, ইংরেজদের মোসাহেবি না করলে যে বাংলার নবজারগণ হতো না যে চাঁদু। রাজা নবকৃষ্ণ তো বাংলাকে রক্ষা করে দিয়ে গিয়েছেন। নবাব সিরাজের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করে আধুনিক বাংলা তৈরি করার রাস্তা খুলে দিয়েছিলেন। তিনি যদি ইংরেজদের বিশেষ করে লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংসকে সমর্থন না করতেন তাহলে বাংলা ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটতো কি? রাজা নবকৃষ্ণদেব ইংরাজদের সমর্থন করে ছিলেন বলেই হিন্দু কলেজ (১৮১৭) এবং সংস্কৃত কলেজ তৈরি হতে পেরেছিল। নাহলে কে তৈরি করতো হিন্দু কলেজ সংস্কৃত কলেজ। কলকাতায় মেডিকেল কজেও ইংরাজদের হাতে তৈরি করা। সেই সময়ে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন সাহেব ব্রামলি। আর বিদ্যাসাগর মহাশয় পরীক্ষক ছিলেন। সেই সব কথা কি একেবারে ভুলে গিয়েছ চাঁদু। রাজা নবকৃষ্ণদেব পরিবারের সদস্যরা যদি সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা না করতেন তাহলে কিন্তু সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় কোমর বেঁধে রাস্তায় লড়াই করতে নামতেন না। রাজা রামমোহন রায়কে লড়াইয়ের ময়দানে নিয়ে এসেছিলেন এই দেব পরিবারের সদস্যরা। রক্ষণশীলপন্থী হিন্দুরা ছিল বলেই রাজা রামমোহন রায় বিলাত পর্যন্ত দৌড়ে গিয়েছিল সতীদাহ প্রথা নিবারণী আইনকে প্রচলিত করতে। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তো সতাদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে দিয়ে ছিলেন আইন করে। সেই আইন বিলাতে প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত গিয়েছিল। সেখানে পরাস্ত হয় রক্ষণশীলরা। তবে সতীদাহ প্রথাকে নিষিদ্ধ করার যে আন্দোলন রাজা রামমোহন রায় শুরু করেছিলেন তাকে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করেছিল হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারের সদস্যরা। গুলেদা দেখছি আমাদের গুগলি দিতে শুরু করে দিয়েছেন। রক্ষণশীল পরিবার সেই সময়ে ছিল বলেই বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। যে কোনও আন্দোলনে পক্ষে এবং বিপক্ষে দল না থাকলে কখনও তা সোচ্চার হয় না। আন্দোলনের পক্ষে এবং বিপক্ষে একটি দল থাকতে হবে। তবেই আন্দোলন জমবে। যুক্তি দিয়ে রক্ষণশীলদের গুণগান গাইতে শুরু করে দিলেন গুলেদা। জবাব নেই তোমার গুলেদা। তুমি পারবে যে কোনও লোককে পরাস্ত করতে। তুমি যে দেখছি প্রবল যুক্তিবাদী মানুষ। 'আমি যা বললাম তা কি ভুল বললাম'- বলে আড় চোখে সবার মুখের দিকে তাকাতে

থাকলেন গুলেদা। বউ বাজারের গুলেদা। কারোর কাছে পরাস্ত হওয়ার জন্য তিনি ইহজগতে আসেন নি। তিনি এসেছেন জয়কে ঘরে নিয়ে যেতে। গুলেদার জয় মানেই বউবাজারের জয়। চায়ের পর রয়েছে ধূমপান। ধূমপান করাটা তার শখের ওপরে নির্ভর করে। তিনি মাঝে মধ্যে নিজের ইচ্ছানুসারে ধূমপান করে থাকেন। পকেটের পয়সা দিয়ে তিনি ধোঁয়া খান না। অপরের পকেট ফাঁকা করে তবেই তিনি ধোঁয়া খেয়ে থাকেন। তবে মাদক দিবসের দিন তিনি ধূমপান করেন না। আন্তর্জাতিক মাদক দিবসকে তিনি সম্মান দিয়ে থাকেন। তারপরে গুলেদা বলতে শুরু করলেন,' রাজা নবকৃষ্ণদেবের বাড়ির পুজো দেখতে লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংস আসতেন। তাদের জন্য আবার লখনউ থেকে বাইজি ভাড়া করে নিয়ে আসা হতো। নাচা গানা ময়ফিল হতো জোরদার। রাতের জ্যোস্নার সব আলো গ্যাস আলোতে ঢাকা পড়ে যেত। হাতিবাগানে রাত হয়েছে তা বুঝতে পারা একেবারে অসম্ভব হতো। নাচের তালে তালে ঘুঙুরের শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠত। যত রাত বৃদ্ধি পেতে ততই গানের বোল ফুটত। ভোর হলেই যে যার গন্তব্য স্থলে দিকে রওনা হতো। কবি গানের লড়াই হতো। সেই কবিগানের লড়াইতে অংশ গ্রহণ করতেন ভোলা ময়রা ও অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। জমে উঠতো কবি গানের লড়াই। ভাবছি, এবারে হাতিবাগানের দেব বাড়ির ঠাকুর দেখে ট্রেনে করে রওনা দেব নদিয়ার দিকে। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রে পুজো দেখতে। তিনি আবার ইংরাজদের পক্ষের লোক। বাংলাকে নতুন আলোকে সজ্জিত করতেই তিনি লর্ড ক্লাইভকে সাহায্য করেছিলেন বণিক জগৎ শেঠের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তো ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস রচনা করতেন। তাঁর প্রায় উপন্যাস ছিল ইসিহাসকে কেন্দ্র করে। ফলে বাংলায় যখন পরিবর্তন হতে শুরু করলো ইংরেজরা ইসলাম শাসকদের পরাস্ত করে তারা নিজেরাই শাসনভার গ্রহণ করতে শুরু করলো তখন তো যে সব জমিদার, রাজা মহারাজারা ইংরাজদের সাহায্য করেছিল তাদের কথাতো উল্লেখ করতেই হবে। নাহলে তো ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস হবে না। কলকাতা ছাড়াও মফফসলে যেসব জমিদার বাড়িতে দুর্গা পুজো চালু রয়েছে তাদের কথা বলতে গেলে সবাই ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। ইংরেজদের সঙ্গে তাদের আর্থিক লেনদেন ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবারী স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে বা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সময়ে গোপনে বিপ্লবী বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আর্থিক সাহায্য করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং তো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সমর্থন করতেন। উত্তরপাড়ার জমিদাররা বিপ্লবীদের অর্থ দিতেন গোপনে। রাজা সুবোধ মল্লিক বিপ্লবীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন। তিনি আবার বিপ্লবী অরবিন্দকে খুবই পচ্ছন্দ করতেন। বিপ্লবী অরবিন্দ জীবিত থাকাকালীনই অরবিন্দকে বন্দনা করে একটি কবিতা লিখেছিলেন, ' অরবিন্দ, লহ রবীন্দ্রের নমস্কার।' গুলেদা এবারে বনেদি দুর্গা পুজো দর্শন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তিনি কলকাতা ছাড়াও টাকি, ধান্যকুড়িয়ার জমিদার বাড়ির দেবী দুর্গা মায়ের দর্শন করবেন। সেই রকমই তাঁর পরিকল্পনা। টাকির রায়চৌধুরী পরিবারের জমিদাররা আবার বহু সময়ে গোপনে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছে। ধান্যকুড়িয়ার জমিদারদের পুজো দেখার মতো। সারা গ্রাম এই সব পুজোকে কেন্দ্র করে মেতে ওঠে। একন আর জমিদার নেই। কিন্তু তাদের পুজো রয়েছে। সেই সব পুজোর ভার নিয়েছে কোথাও কোথাও স্থানীয় বাসিন্দারা। তারাই চাঁদা তুলে জমিদার বাড়ির পুজোর আয়োজন করে থাকে। কলকাতার বহুবাজারের রয়েছে নির্মল চন্দ্র চন্দ্র বাড়ির পুজো। তাদের বাড়িতে দুর্গা পুজোর সময়ে এসে উপস্থিত হতেন জঙ্গিপাড়ার দাদাঠাকুর। তিনি তো এসেই কবিতা ছড়া কাটতে শুরু করতেন। সবাই হাসি শুরু করতো। কাউকে গুমরো মুখে থাকতে দেখলে দাদা ঠাকুরের মনে কষ্ট হতো। সেই কারণে তিনি সারা জীবন ধরে সবাইকে হাসিয়ে গিয়েছেন। তিনি আবার স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। পত্রিকা প্রকাশ করতেন। সেই পত্রিকা বিখ্যাত হয়েছিল তার নাম 'জঙ্গিপুর সংবাদ'। বহুবার ব্রিটিশ সরকার এই সংবাদপত্রকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কবি নজরুল ব্রিটিশ সরকারের দিকে তাক করে দেবী দুর্গাকে সমানে নিয়ে এসে গোলাবর্ষন করতে শুরু করেছিলেন। ভয়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁর সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকা নিষিদ্ধ করে দিল। সম্পাদক নজরুলের জেল হল এক বছর। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও কমলাকান্তকে সামনে রেখে দেবী দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে সামাজিক সমালোচনা করেছিলেন। বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় পুজো বলা যেতে পারে এই মুহূর্তে। বাঙালির আবেগকে উস্কে দেয় এই পুজো। গুলেদা তার থেকে বাদ নন। মহালয়ার দিন দেবী বোধন থেকে শুরু করেন দুর্গা দর্শন শুরু করেন তা সমাপ্ত করেন বিজয়া দশমীর দিন। সবার জীবন শুভ কামনার মধ্যে দিয়ে তাঁর দেবী দর্শন পদযাত্রা থমকে যায়। গুলেদা বলেন, 'দেবী দর্শন করাও একটি লড়াই। বড় ধরনের আন্দোলন। দেবী দুর্গার মহিমার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নেওয়ার জন্য ধর্মীয় আন্দোলন তৈরি করতে হয়। লড়াই করতে হয় মনের সঙ্গে। চোখে দেখার সঙ্গে। বনেদি পুজোর সঙ্গে এক একটি ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। সেই সব ইতিহাসের সন্ধান না করতে পারলে বনেদি পুজো দেখাটাই একেবারে মাটি হয়ে যায়। শোনা যায় খোদ রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে দুর্গা পুজো হতো। সেই পুজো এখন হারিয়ে গেলে তাদের পারিবারিক পুজো অটুট রয়েছে। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে এখন রাজা সুবোধ মল্লিকের পারিবারিক পুজো নিষ্ঠার সঙ্গে হয়ে চলেছে। এই বাড়িকে কেন্দ্র করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সারা বাংলায় বিস্তৃত লাভ করেছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠকুরও এই বাড়িতে এসেছিলেন। তবে পুজোয় নয়, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে। কলকাতার খেলাৎ ঘোষের দুর্গা পুজো বেশ জনপ্রিয়। তিনি জাঁদরেল জমিদার ছিলেন। তাঁর জমিদারিতে কাজ পেয়েছিলেন লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরণ্যক উপন্যাসটি লিখেছিলেন জমিদারিতে কাজ করা সময়ে। প্রকৃতির আসাধারণ রূপ তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল। সেই কারণে তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে পাঠকদের। জানবাজারে রয়েছে রানি রাসমণির দুর্গা পুজো। সেই পুজোয় অংশ গ্রহণ করতেন মাইকেল। তিনি তখন রানি রাসমণির আইনী পরামর্শদাতা ছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর থেকে জানবাজারে এসে উপস্থিত হতেন দুর্গা পুজোর সময়ে। তিনি মাতৃদর্শন না করলে দেবী পুজোর শুভ সূচনা হতো না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মাতৃদর্শন প্রথম করতেন। তারপরে সবার দেবী দর্শন করার অধিকার লাভ করতেন। তবে রামকৃষ্ণদেব আবার সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে দেবী দর্শন করতেন। তিনি বলতেন, মা সবার। আমার তো একার নয়। মাকে সবাই এক সঙ্গে দর্শন করা যেতে পারে। জানবাজারের দুর্গা পুজো এখন তিনটি ভাগে বিভক্ত। তবে হাজরাদের অংশের দুর্গা পুজোই হচ্ছে রানি রাসমণির প্রাচীন পুজো।

ক্লাসে শিক্ষিকার সঙ্গে শিশু

বিশেষ প্রতিবেদক

ছবিতে কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে দেখা যাচ্ছে, তিনি আফ্রিকান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া প্রদেশের জর্জিয়া কিলেজের একটি ক্লাসরুমে। মহিলার নাম- রামাতা সিসোকো। জন্মভূমি- মালি। বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে মার্কিন প্রতিষ্ঠানের ডক্টরেট ডিগ্রিধারী এবং এই জর্জিয়া গ্যিনেট কলেজের একজন অধ্যাপক। বায়োলজিক্যাল সায়েন্স পড়ান, দুনিয়ার অন্যতম সেরা মেধাবী ছাত্র, ছাত্রীদেরকে।

অধ্যাপিকা রামাতা পড়াচ্ছেন ক্লাসরুমে। তাঁর পিঠে একটি শিশুকে বেঁধে নিয়েছেন, ঠিক তাঁর জন্ম ভূমির শিশুপালন সংস্কৃতিতেই। শিশুটি- ওই ক্লাসরুমেরই তাঁর জনৈকা ছাত্রীর সন্তান। ক্লাসরুমে কাঁদছিল শিশুটি। তিনি এখন মার্কিনদেশে, অথচ মার্কিন শিশুটিকে তিনি আগলে নিয়েছেন তাঁর আফ্রিকান সংস্কৃতির রীতিতে। এই অমূল্য আচরণটি এতোই মুগ্ধ করেছিল ক্লাসের ছাত্র ছাত্রীদেরকে, জনৈক ছাত্র বা ছাত্রী এই দৃশ্যের একটি ছবি তুলে ফেলেন। এটিই সেই ছবি। ছবিটি, দ্রুততার সাথেই ছড়িয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের মূল গণমাধ্যমগুলিতে। প্রত্যেকটি গণ মাধ্যমের প্রত্যেক পাঠক ও দর্শক, আপাত ছোট্ট এই ঘটনাটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়েন! কি আছে এই ঘটনাটায়?

সেদিন, সেই ক্লাসে, নিজের শিশুসন্তানকে নিয়েই প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলো এক ছাত্রী। কারণ কোনো বেবিসিটার (শিশুর দেখাশোনাকারী) পায়নি সে। শিশুটি কাঁদছিল ক্লাস চলাকালীন পুরো সময়েই।

প্রতিষ্ঠানটির নিয়মানুযায়ী, শিক্ষিকা রামাতা ছাত্রীমাকে তাঁর ক্লাস থেকে সেদিনের জন্য অব্যাহতি দিতে পারতেন, বা শিশুটিকে ক্লাস চলা পর্যন্ত অন্যের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি শিশুটিকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। মুগ্ধকর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকা রামাতা শিশুটিকে সেদেশের সংস্কৃতির রীতিতে কোলে বা কাঁধে না নিয়ে, এক টুকরো কাপড় খুঁজে নিয়ে মায়াময় আদরে বেঁধে নিলেন নিজের পিঠে, ঠিক তাঁর মাতৃভূমির ঐতিহ্যবাহী আফ্রিকান রীতিতে! মজার ব্যাপার হলো এরপর, ছাত্র ছাত্রীরা বিস্ময়ের সাথে দেখলো, ক্লাসটির পরবর্তী টানা তিন ঘণ্টা শিশুটি একটিবারের জন্যও কাঁদেনি

আর! টুঁশব্দও করেনি! আরামে বসে রইলো সেই মাতৃপিঠে। এই ছোট্ট ঘটনাটি আলোড়ন তুললো? কারণটি গভীর। একজন প্রকৃত শিক্ষিত ও জ্ঞানী মানুষ, যেকোনো স্থান কাল পরিস্থিতিতে, নিজ দেশের সংস্কৃতি থেকে সরে যান না। আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সব ব্যক্তিদের দ্বারা নিজ সংস্কৃতির পোশাক, ভাষা, ইত্যাদির পরিবেশনা ও প্রয়োগে। অধ্যাপিকা রামাতা ঠিক সেটিই করলেন, আয়োজন করে নয়, স্বাভাবিক অভ্যাসেই। রামাতা, সেদিন, নিজের অজান্তেই, তাঁর ছাত্র ছাত্রীদেরকে, এমনকি বাকি পৃথিবীকেও, দু'টি আফ্রিকান সাংস্কৃতিক গুণ শিখিয়ে দিয়েছিলেন সৌজন্যবোধ এবং মাতৃত্বের রূপ। সৌজন্যবোধ তিনি দেখিয়েছিলেন শিশুসহ ছাত্রীকে ক্লাসে প্রবেশ করতে দিয়ে। আর মাতৃত্বের রূপ। তিনি শিশুটিকে বয়ে বেড়িয়েছেন টানা তিন ঘণ্টা, পিঠে নিয়ে। এতে তিনি ক্লান্তি বোধ করেননি, এটি তাঁর সংস্কৃতিরই একটি অংশ শিশুকে শান্ত করে রাখার আফ্রিকান অতুলনীয় একটি রীতি। তিনি এই রীতির প্রয়োগ করলেন উত্তর আমেরিকার আধুনিকতম একটি প্রতিষ্ঠানে, যেখানে, অনেকের কাছেই এটি প্রয়োগ করা অস্বস্তিকর লাগতো। তিনি শিক্ষা দিলেন সারা পৃথিবীকে যে নিজ জাতি ও দেশের সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ধারণ করতে সঙ্কোচবোধ কোরো না। নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলো না। মা তার সন্তানদের কথা সব সময়ে চিন্তা করে থাকেন। অফিস কাছারিতে যারাই কাজ করেন তারা সবাই ঘরে থাকা শিশুটির কথা চিন্তা করেন। তারপরে অফিস বা কাছারি ছুটি হলে কোনও দিকে সময় নষ্ট না করে ঘরের দিকে ছুটে যান শিশুদিকে সময় দিতে। মা সব সময়ে শিশুদের লালন পালন করে থাকে। এটা তাদের প্রাকৃতিক অভ্যাস। এই অভ্যাস সারা বিশ্বে সব মলিয়াদের সমান রয়েছে। কেউই তার শিশুকে ফেলে রেখে কাজে মন দিতে পারে না। শিশু তার মায়ের সঙ্গে থাকতে আনন্দ পায় আর মা শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসে।

মানুষের পাশে থাকতে হবে ঃ উত্তমকুমার

উত্তমবাবু সব সময় মানুষের পাশে থাকার কথা বলতেন -মাধবী মুখোপাধ্যায়। 'কী কন্যে ভয় লাগছে? তাহলে আমি এখানে থাকব।' আমার বিয়ের দিন সকালবেলা। হঠাৎই আমাকে একথা বললেন উত্তমকুমার। তখন নতুন কনে আমি। বললাম, 'না ভয় লাগছে না।' বললেন, 'তাহলে আমি বরকর্তা হয়ে আসি?' আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সারাদিন শ্যুটিং করলেন। রাতে বিয়ের সময় এলেন বরকর্তা হয়ে। ধুতি, পাঞ্জাবি পরে একেবারে বিয়েবাড়ির সাজ। সঙ্গী সুপ্রিয়া দেবী। কী খাবেন সেটাও আবার আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'লুচি খাব।' কিন্তু লুচিটা সরষের তেল দিয়ে ভাজা। আমরা এখন অনেকেই সরষের তেল এড়িয়ে চলি। কিন্তু উনি সরষের তেলে ভাজা লুচি খেতে পছন্দ করতেন। আমাকে একটা শাড়ি আর নির্মলকে সোনার বোতাম দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। আমার সঙ্গে উত্তমবাবুর প্রথম আলাপ একটু অদ্ভুতভাবে। কত সাল এখন আর মনে নেই। ৩১ ডিসেম্বর রাতে আমি আর আমার দিদি পার্ক স্ট্রিটের একটি রেস্তরাঁয় গিয়েছিলাম। আমরা যেতাম ম্যাকডোলিয়ায়। খেয়েদেয়ে বেরিয়ে দেখি উত্তম কুমার। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে শ্যামল মিত্রও ছিলেন। ওঁরা কোথায় গিয়েছিলেন সেটা বলতে পারব না। উত্তমকুমার আমাকে ডাকলেন, 'শুনুন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।' আমি তো হকচকিয়ে গেলাম। বললেন, 'আপনার সুবর্ণরেখা ভীষণ ভালো হয়েছে।' আমি কনফিউজড। বুঝতেই পারছি না। কারণ 'সুবর্ণরেখা' তখনও রিলিজই হয়নি। উনি কী করে দেখলেন? ছবি মুক্তি পাওয়ার আগেও যে দেখা যায়, সেটা জানতাম না। পরে বহুবার উনি ছবি দেখেন।

দিল্লির সঙ্গে সুম্পর্ক চাই ঃ বাংলাদেশ

শ্যামল সাহা, ঢাকা

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো.তৌহিদ হোসেন আজ বলেছেন, ঢাকা দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে চলমান উত্তেজনা দূর করে নয়াদিল্লির সাথে কর্ম-সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। ৭৯তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ফাঁকে

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয় শঙ্করের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের ব্যাপারে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের বলেন,আমাদের অবশ্যই ঢাকাও নয়াদিল্লির মধ্যে একটি কর্ম-সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা চালাতে হবে। তৌহিদ বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, ঢাকা-নয়াদিল্লি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। সমস্ত সমস্যা সমাধান করে, আমরা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে আমাদের সম্পর্ককে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। দুই দেশের মধ্যে বর্তমান টানাপোড়েনের কথা স্বীকার করে হোসেন বলেন, 'আমাদের অবশ্যই টানাপোড়েন স্বীকার করতে হবে। আমরা যদি সমস্যার মোকাবিলা না করি,আমরা তা সমাধান করতে পারব না। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসওভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে ইউএনজিএ'র ফাঁকে সম্ভাব্য বৈঠকের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অধ্যাপক ইউনূস নিউইয়র্কে পৌঁছানোর আগেই মোদি নিউইয়র্ক ত্যাগ করবেন। তাই তাঁদের মধ্যে কোনও বৈঠক সম্ভব হবে না।

বৈঠকে অনুপস্থিতির বিষয়টি অন্তর্বর্তী সরকারের করা মন্তব্য ও ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সাথে সম্পর্কিত কি-না

জানতে চাইলে হোসেন বিষয়টি নাকচ করে বলেন, ভারতের শীর্ষ নেতারা অতীতেও মন্তব্য করেছেন। তবে এটি এমন কিছু নয় যা নেতাদের বৈঠকে বসতে বাধা দেয়। তিনি বলেন,এমন কিছু ঘটনাও হতে পারে,যখন বাংলাদেশ ভারতের অনেক মন্তব্য পছন্দ করে না। এটি বড় সমস্যা নয়। আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের পরিবর্তন করতে পারি না। তবে শুধুমাত্র ভাল সম্পর্কের সাথে সহাবস্থান করতে পারি। তৌহিদ জানান,প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৩ সেপ্টেম্বর ৭৯তম ইউএনজিএ-তে যোগ দিতে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা করবেন এবং২৭ সেপ্টেম্বর উচ্চ পর্যায়ের সাধারণ বিতর্কে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার কথা রয়েছে। গত দুই মাসে বাংলাদেশে অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানের বিষয়টি জানাবেন

পালিশ হচ্ছে চেয়ার, ঝাড়া হচ্ছে ঝুল, মোছা হচ্ছে ছবি

কেষ্টর ফেরা নিয়ে বাঁধ ভাঙা আনন্দ তৃণমূল কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২২ সেপ্টেম্বরঃ বোলপুরের সিউড়ির নিচু পট্টির বাড়ি থেকে তৃণমূল পার্টি অফিস। এখন সেজে উঠেছে নতুন ভাবে। কেন? বীরভূমের 'বাঘ' অনুব্রত মণ্ডল জেলায় ফিরছেন বলে কথা। কানঘুষো শোনা যাচ্ছে, সোমবার রাতেই কলকাতা ফেরার ফ্লাইট-এর টিকিটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, তিহাড় থেকে সোজা দিল্লি বিমানবন্দরে রওনা হবেন অনুব্রত। ফলে মঙ্গলবার হয়ত বীরভূম ফিরতে পারেন তিনি। আর কেষ্ট আসার আগে তাঁর বাড়ি থেকে শুরু করে তৃণমূল পার্টি অফিসের বদলানো হচ্ছে ভোল। রবিবার অনুব্রত মণ্ডলের বাড়িতে সাফাই অভিযান হয়েছে। এত দিন তিনি ছিলেন না। ফলে তালাবন্ধ অবস্থাতেই ছিল গোটা বাড়ি। এবার জেলায় ফিরছেন 'বাঘ'। আর তাই তৃণমূল কর্মীদের

মধ্যে ব্যস্ততা চরমে। তবে শুধু কেষ্টর বাড়ি নয়। একই সঙ্গে পরিষ্কার করা হচ্ছে তৃণমূল পার্টি অফিসও। এই অফিসেই জেলে যাওয়ার আগে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতেন অনুব্রত। ফলে সেই অফিসেই দেওয়া হচ্ছে ঝাঁটা। করা হচ্ছে পরিষ্কার। এমনকী, পরিষ্কার করা হচ্ছে অনুব্রত মণ্ডলের বসার চেয়ার থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। কেষ্ট যেভাবে নিজের ঘর সাজিয়ে রাখতেন ঠিক সেই ভাবেই আবার নতুন করে সাজানো হচ্ছে পার্টি অফিস। অপরদিকে, কেষ্টর বাড়িতে তাঁর আরাধ্য দেবতা ভোলানাথের ছবি পরিষ্কার করা হচ্ছে। সঙ্গে বদলানো হচ্ছে জানলা-দরজার পর্দা। পালিশ হচ্ছে তাঁর ঘরও। এ প্রসঙ্গে সদর তৃণমূল সহ-সভাপতি বলেন, ''দাদা এই ঘরে বসত এসে। তাই আমাদের কর্মীরাই হাত লাগিয়েছেন। যাতে ঘর নতুন করে সেজে ওঠে। দাদার চেয়ার পালিশ হচ্ছে। পর্দা পরিষ্কার হচ্ছে। দাদা ঝুল-নোংরা একদম পছন্দ করেন না। পরিষ্কার রাখতে ভালবাসেন। তাই যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কারের চেষ্টা করছি।''

বন্যা দুর্গতদের দেওয়া হল ১ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ, কারা পেলেন?

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ২২ সেপ্টেম্বরঃ বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আরামবাগ মহকুমায় এলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। তিনি ছাড়াও একাধিক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক আসেন এলাকায়। বৈঠকের পাশাপাশি বন্যা প্রবণ এলাকা ঘুরে দেখেন। কথা বলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। পাশাপাশি তুলে দেওয়া হয় এক লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ। রবিবার প্রথমে হুগলির পুরশুড়ায় আসেন তাঁরা। সেখানে কথা বলার পর তাঁরা পৌঁছন আরামবাগের হরিণখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হরাদিত্য গ্রামে। সেখানেও দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর সোজা চলে যান খানাকুল কিশোরপুর গ্রাম

পঞ্চায়েত এলাকার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে। এখানেই জলের তোড়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ি গুলি। ভেসে যায় বড়-বড় সাতটি পাকার বাড়ি। এরপর এলাকায় একটি অস্থায়ী যে ক্যাম্প করা হয়। সেখানে এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ জনকে ত্রাণ সামগ্রী, নানা সরঞ্জাম, শুকনো খাবার, ছাত্র ছাত্রীদের বই পত্র দেন মুখ্য সচিব ও একাধিক আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, এলাকার বাসিন্দা এখানে বাড়ি ভেঙে পড়ে শম্পা পাত্র, পারমিতা লাল, কাশিনাথ বাগ, ঝালাবালা বেরা, রমা রাজপণ্ডিত, পুষ্প মণ্ডল, গোবিন্দ পাত্রদের বাড়িগুলি একেবারে ধূলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। এদের পরিবারগুলিকে আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করা হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকা করে চেক দেওয়া হয়েছে। তবে বন্যা দুর্গতদের সাথে কথা বলে ও ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার পরে তারা যান খানাকুল ২ নং বিডিও অফিসে। সেখানেও তাঁরা কথা বলবেন বন্যা দুর্গতদের সঙ্গে।

শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড, ইস্পাত কারখানায় বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২২ সেপ্টেম্বরঃ নিরাপত্তারক্ষীদের ধাক্কায় গাড়ি থেকে পড়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কারখানার এক শ্রমিকের। প্রতিবাদে কারখানার বাইরে বিক্ষোভ দেখান মৃতের আত্মীয় পরিজন ও শ্রমিকরা। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আসানসোলের জামুড়িয়ায়। আরেক পক্ষের দাবি পুলিশের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওই কর্মীকে। তখন চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপ দেন। পেছনে থাকা আসা লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সারথী মণ্ডল (২২)। ওই কারখানার অস্থায়ী কর্মী ছিলেন সারথী। বাড়ি জামুরিয়ার হিজলগড়া গ্রামে। পুলিশ ও কারখানা সূত্রে জানা গিয়েছে, জামুড়িয়া বেসরকারি ইস্পাত কারখানায় শ্রমিকদের একাংশের মধ্যে ঝামেলা হয় রবিবার। এই ঘটনায় সারথী নামে এক শ্রমিককে নিরাপত্তারক্ষীরা আটক করে। অভিযোগ, তাঁকে গাড়িতে করে থানা নিয়ে যাওয়ার সময় ফেলে দেন কারখানার নিরাপত্তা রক্ষীরা। এই ঘটনায় ওই শ্রমিকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। ঘটনা জানাজানির পর প্রতিবাদে জামুড়িয়া শিল্পতালুকে ওই কারখানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার পর থেকে পলাতক নিরাপত্তারক্ষীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ধৃত শ্রমিককে যখন কেন্দা পর্যন্ত নিয়ে যায় তখন লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ও ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঠিক যেখানে নবান্ন, তার পাশের পাড়াতেই হয়ে গেল দুঃসাহসিক চুরি!

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ সেপ্টেম্বরঃ নবান্ন থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে দুঃসাহসিক চুরি। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ৮ নম্বর অম্বিকা ঘোষাল লেনের তিন তলা বাড়িতে থাকেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। কিছুদিন আগে চেন্নাইয়ে কর্মরত ছেলের কাছে গিয়েছেন বেড়াতে। বাড়ি তালাবন্ধ রয়েছে। আর এই সুযোগেই ভয়ঙ্কর ঘটনা। বাড়িতে সিঁধ কেটে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। বাপের বাড়িতে এসে দৃশ্য দেখে তাজ্জব বনে যান মেয়ে জামাই। প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকার সোনা রূপার গহনা খোয়া গিয়েছে। নগদ দেড় লক্ষ টাকাও চুরি গিয়েছে বলে পরিবারের দাবি। এছাড়াও একাধিক জিনিসপত্রও চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। সবমিলিয়ে আনুমানিক প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি খোয়া গিয়েছে বলে পরিবারের দাবি। যদিও নবান্নের মতো হাইপ্রোফাইল সিকিউরিটি জোনে এইভাবে চুরি যা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে এলাকায় পুলিশের নজরদারিতে। এরপরেও চ্যাটার্জি হাট থানার পুলিশের ভূমিকায় যথেষ্ট আশাহত বৃদ্ধ দম্পতির মেয়ে জামাই। পরিবারের দাবি, এখনও পর্যন্ত চুরির কোনও এফআইআর নেওয়া হয়নি। যদিও চ্যাটার্জিহাট থানার এক অফিসার একবার নামমাত্র দেখে গিয়েছেন বলেই জানান দম্পতির মেয়ে জামাই। পুলিশের এই ভূমিকায় যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা।

ঘাটালে ত্রাণ নিয়ে হাজির দেব, নৌকো চড়ে ঘুরলেন গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২২ সেপ্টেম্বরঃ হাত বাড়িয়ে নিচ্ছিলেন ত্রাণ। খাবারের জন্য হাহাকার। এমনই ছবি ধরা পড়েছিল ঘাটালে। এরপর রবিবার বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করলেন ঘাটালের সাংসদ দেব। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী জাভেদ খানও। পাশাপাশি বন্যা পীড়িতদের হাতে শুকনো খাবার, জল, ত্রিপল সহ ত্রাণ সামগ্রী তুলেন তাঁরা। আজ সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়েন দেব। নৌকা চড়ে ত্রাণ তুলে দেন বন্যা দুর্গতদের হাতে। এ দিকে দেবকে আসতে দেখেই ভিড় উপচে পড়ে এলাকায়। ত্রাণের জন্য শুরু হয় হইচই। তৃণমূল সাংসদ ও জাভেদ খান দুজন মিলেই খাবার তুলে দেন গ্রামবাসীদের হাতে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দেব জানান, বছরের পর বছর বন্যার সময় ঘাটালের মানুষ খুবই কষ্টে থাকে। এখনও জলে ডুবে রয়েছে বাড়ি ঘর। সেখানে বাচ্চা সহ মানুষ রয়েছেন। তাদের

কাছে যাতে দ্রুত খাবার সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ত্রাণের সামগ্রী পাঠানো যায় সেই চেষ্টা চলছে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রকে পাঠানো নিয়ে ''দিদির সঙ্গে কথা হয়েছে। এনিয়ে দিদি নিজেই একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। এটাই আমাদের কাছে সবথেকে বড়।'' পাশাপাশি দেব এও বলেন, ''আমার মনে হয় এখন কেন্দ্র-রাজ্য ঝামেলা করে লাভ নেই। এখন যেটা দরকার মানুষকে কিভাবে আমরা বাঁচাতে পারি। মানুষ যে কষ্ঠ যন্ত্রণার মধ্য আছে তা থেকে কতোটা বের করতে পারি সেটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।'' দেবের সাথে আজ ঘাটালে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন রাজ্য সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী জাভেদ খান। তিনি বলেন, ''যতোটা বোটের দরকার আমরা ব্যবস্থা করেছি। এখানে দেব আর আমি এসেছি আমার আরও আধিকারিকরা সব আসছেন। যা প্রয়োজনীয়তা আছে মানুষের সেটা পুরণের চেষ্টা করা হবে।''

আমমোক্তারনামা

শ্রীমতী রত্না সরকার, স্বামী- শ্রী সুভাষ সরকার এবং পিতা- স্বর্গীয় শিশির কুমার সরকার, সাকিম- সুরুল, পোঃ- শ্রীনিকেতন, থানা- বোলপুর বর্তমানে শান্তিনিকেতন, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২৩৬ মহাশয়া গত ইংরাজী ২০২৩ সালে বোলপুর এ. ডি. এস. আর. অফিসে ১ নং বহির ১২৩৭৫ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা প্রদীপ কুমার সরকার, পিতা- স্বর্গীয় শিশির কুমার সরকার, সাকিম- সুরুল, পোঃ- শ্রীনিকেতন, থানা- বোলপুর বর্তমানে শান্তিনিকেতন, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২৩৬ মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন, তদপর উপরোক্ত প্রদীপ কুমার সরকার, পিতা- স্বর্গীয় শিশির কুমার সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে নোটিশের আবেদনকারী আমি (কুদরত মল্লিক) গত ইংরাজী ২০২৪ সালে বোলপুর এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩২২৪নং একখন্ড কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়া মালিক ও দখলকার রহিয়াছি। যাহার তপশীলে নিম্নে দেওয়া হইল। **তপশীল ঃ** জেলা- বীরভূম, থানা- বোলপুর, মৌজা- সুরুল, জে. এল. নং- ১০৪, এল. আর. খতিয়ান, নং- ৭১১২, আর. এস. ও এল. আর. ১১২৪ / ১৭০৬নং ও ১১২৪ নং দুইটি দাগে মোট খরিদা ভূমির পরিমাণ- ১৫.৭৫ শতক মাত্র। এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য ১ (এক) মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

ইতি- কুদরত মল্লিক,
পিতা- নবিবক্স মল্লিক
মহিদাপুর, বিনুরিয়া, বোলপুর, বীরভূম
মোবাইল নং- ৮৯২৭৮৬৭৪৯৭

আরপিএফ-এর ওসিকে 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগ বিধায়কের বিরুদ্ধে, পাল্টা ব্যবস্থা রেলের

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর, ২২ সেপ্টেম্বরঃ আরপিএফের ওসিকে 'হুমকি' তৃণমূল বিধায়কের। পাল্টা আইনি ব্যবস্থা রেলের। তারকেশ্বর বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায় আঙুল

উঁচিয়ে হুমকি দিচ্ছেন তারকেশ্বর আরপিএফ অফিসের ওসিকে। সেই ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সমাজ মাধ্যমে। চলছে শোরগোল। জানা গিয়েছে, শনিবার তারকেশ্বরে রেল হকারদের ওপর রেল পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে আরপিএফ অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান হকার ইউনিয়নের সদস্যরা। এ নিয়ে রেল পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে যান তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়। রেল পুলিশের অফিসে বিধায়ক কথা বলার সময় একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে তারকেশ্বর বিধায়ক আরপিএফের ওসি অনিল মিশ্রকে আঙুল উঁচিয়ে হুমকি সুরে কথা বলছেন। উচ্চগ্রামে যখন এই কথোপকথন চলছে তখন 'ঘুষের টাকায় থানা চলে' বলেও বিস্ফোরক মন্তব্য করতে দেখা যায় রামেন্দুকে। প্রসঙ্গত, তারকেশ্বর স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় আনার পর থেকেই হকার উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে রেল। রেলের সঙ্গে আলোচনা করে যে জায়গায় প্রকল্পের কাজ চলছে সেই জায়গার বাইরে চলে এসেছেন হকাররা। বাইরেই কোনওমতে করছেন ব্যবসা। অভিযোগ, সেই হকারদের জরিমানা করার পাশাপাশি গ্রেফতারও করছে রেল। এরই প্রতিবাদে শনিবার রেল পুলিশের দফতরে বিক্ষোভ দেখায় হকাররা। তখনই আসেন রামেন্দু। রেল পুলিশের আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলার সময় রামেন্দু সিংহ রায় বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়েই বলেন, ''যখন তখন অযথা ফাইন করছে রেল। কোন আইনে আছে এটা? পুলিশ অফিসার বলছেন অবৈধ পার্কিং করলে রেলকে দেখতে হয়। অবৈধ কিছু দেখলে ফাইন করা হয়। না হলে থানা বন্ধ হয়ে যাবে। তাঁর প্রশ্ন, ফাইনের টাকায় কীভাবে থানা চলে? পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে! উত্তপ্ত কথোপকথনের মধ্যেই আঙুল উঁচিয়ে পুলিশকে বলেন, ''ফাইনের টাকায় থানা চালাচ্ছেন, ঘুষের টাকায় থানা চালাচ্ছেন!'' তাঁর এ মন্তব্য নিয়ে শুরু হয়ে যায় চাপানউতোর। যদিও পরবর্তীতে রামেন্দু জানান, ডিআরএম-কে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য ফোন করা হয়েছিল। তিনি ফোন তোলেননি। যদি নিয়মে থাকে রেলের জায়গায় উচ্ছেদ করতে হবে তাহলে হাওড়া থেকে শুরু হোক। শুধুমাত্র তারকেশ্বরের হকাররা এই যন্ত্রণা ভোগ করবে কেন? কালীপুজোর পর এই বিষয়ে ডিআরএমের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হবে। ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি আরও বলেন, ''রেল পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিদিন ১৮০০-২০০০ টাকা করে জরিমানা করা হবে এক একজন হকারকে। শুক্রবার এক হকারকে আটকও করে রেল পুলিশ।'' অন্যদিকে রেল পুলিশ জানিয়েছে থানার ভিতরে ঢুকে উত্তেজনা ছড়ানোর বিষয়ে নির্দেশ অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বিধায়কের বিরুদ্ধে। আরপিএফের ওসি অনিল মিশ্রও আইনি পদক্ষেপের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathganj DistMurshidabad
e-TENDER NOTICE

NIeT No: **MAD/ULB/JM/15th FC/NIeT2/24-25** (2nd Call), e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, P.O. - Raghunathganj, Dist.- Murshidabad from the eligible contractors for 03 Nos Supply and delivery of DI Pipe (K7) including all Fittings, Laying of DI Pipe (K-7) and Road Restoration (Bituminous & Concrete, Tender ID: **2024_MAD_754568_1 TO_3**, Publish Date: **23.09.2024 at 10:00 IST**, Bid Submission Start date (Online): **23.09.2024 at at 12:00 IST** and Bid Submission Closing date (Online): **21.10.2024 at 18:00 IST**. The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Jangipur Municipality

'মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে আসবেন না', দলীয় কর্মীদের বার্তা সুকান্তর!

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২২ সেপ্টেম্বরঃ মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে আসবেন না। পাল্টা মার দিয়ে আসুন। বাকিটা সুকান্ত মজুমদার বুঝে নেবে। বাঁকুড়ায় নারী সুরক্ষা মহামিছিল শেষে প্রতিবাদ সভাতে এই ভাষাতেই দলীয় কর্মীদের নিদান দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। একইসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, ''বিজেপিকে ফোঁস করতে এলে বিজেপিও ডান্ডা ব্যবহার করবে।'' তবে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি ঘাসফুল শিবিরও। তৃণমূল নেতারা বলছেন, ''বাঁকুড়া লোকসভা

আসন হাতছাড়া হওয়াতেই এই ধরনের আবোল-তাবোল কথা বলছেন সুকান্ত।'' নারী সুরক্ষার দাবিতে শনিবার সন্ধ্যায় বাঁকু।ার হিন্দু হাইস্কুল থেকে বাঁকুড়ার মাচানতলা পর্যন্ত বিজেপির মহামিছিলে অংশ নেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মিছিল শেষে বাঁকুড়ার আকাশ মুক্ত মঞ্চে সভা করে তৃণমূলকে একহাত নেন সুকান্ত। রাজ্যজুড়ে শাসকদলের সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ টেনে পাল্টা দাওয়াই দেওয়ার নিদানও দেন। বলেন, ''মার খেয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার কাছে আসবেন না। পাল্টা মার দিয়ে আসুন। বাকিটা সুকান্ত মজুমদার বুঝে নেবে।'' এরপরই সুকান্ত মজুমদার মুখ্যমন্ত্রীর বলা ফোঁস দাওয়াই এর প্রসঙ্গ টেনে সতর্ক করে বলেন, ''বিজেপিকে ফোঁস করতে এলে বিজেপিও ডান্ডা ব্যবহার করবে।'' অন্যদিকে ছাব্বিশের প্রস্তুতি যে এখন থেকেই পদ্ম শিবির শুরু করে দিয়েছে তাও স্পষ্ট সুকান্তর কথাতেই। জয়ের ব্যাপারীও আত্মবিশ্বাসী রাজ্য বিজেপির সভাপতি। স্পষ্ট বলেন, ''২০২৬ সালে এই রাজ্যেও বুলডোজার সরকার প্রতিষ্ঠা হবে।'' সুকান্ত মজুমদারের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে পাল্টা তাঁকে কটাক্ষ করেছেন বাঁকুড়ার তৃনমূল সাংসদ অরুপ চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, ''বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি হেরে যাওয়াতেই এখন বাঁকুড়ায় এসে এইসব ভুলভাল কথা বলছেন পদ্ম নেতা।''

বাংলায় নাশকতার আশঙ্কা? টার্গেট রেল? এক ফোনেই উড়ল ঘুম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বরঃ বাংলায় জঙ্গি নাশকতার আশঙ্কা। হামলা হতে পারে উত্তরবঙ্গ রেলের পরিকাঠামোতে। সেই আশঙ্কা থেকেই এবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের কাছে গেল বড় বার্তা। সতর্ক করলেন এসআরপি শিলিগুড়ি। তারপর থেকেই নিরাপত্তা বাড়াতে কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশন। কী বলছে জিআরপি? জিআরপি বলছে, শনিবার রাতে অসমর্থিত সূত্র থেকে তাঁদের কাছে এই সংক্রান্ত একটি খবর এসেছিল। তাতেই বলা হয়েছিল উত্তরবঙ্গ রেলের পরিকাঠামোতে হামলার সম্ভাবনা থাকছে। প্রত্যেক স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ও স্টেশন ম্যানেজারকে সে কারণেই বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হয়। এই খবরেই শোরগোল পড়ে যায়। সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে মাঠে নামে জিআরপি, আরপিএফ। যৌথ পেট্রোলিংয়েরও সিদ্ধান্ত নেয় জিআরপি, আরপিএফ। তপরতা বাড়ে রেল পুলিশের পদস্থ কর্তাদের মধ্যেও। একেবারে নিজেরা মাঠে নেমে খতিয়ে দেখেন সামগ্রিক ব্যবস্থা। মাঠে নামে স্নিফার ডগ। স্টেশনে স্টেশনে চলে তল্লাশি। একইসঙ্গে স্টেশনগুলিতে নজরদারির জন্য অ্যান্টি সাবোতাজ টিমকেও অ্যালার্ট করা হয়। আশঙ্কার আবহ যে তৈরি হয়েছিল তা মানছেন সিপিআরও কপিঞ্জল কিশোর শর্মাও।

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1. **Temporary IT infrastructural work at Durgapur Circuit house, Paschim Bardhaman in connection with VVIP visit on & from 22.09.24 to 25.09.24.** SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: **WBPWD/EE/BIT/NIQ-27 of 2024-25.** Last date of submission of Quotation: **23.09.2024 up to 07:00AM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/- **Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD**

মোবাইলে গেম খেলা নিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝামেলা, দু'দিন নিখোঁজ থাকার পর দেহ উদ্ধার ছেলের

দুরন্ত বার্তা, রঘুনাথগঞ্জ, ২২ সেপ্টেম্বরঃ মোবাইলে গেম খেলা নিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝামেলা। তাতেই অভিমানে আত্মঘাতী ১৮ বছরের কিশোর। চাঞ্চল্যকর ঘটনা মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের মহাবীর তলায়। মৃতের নাম রোহিত দাস। পরিবার সূত্রে খবর, গত শুক্রবার থেক খোঁজ মিলছিল না রোহিতের। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মেলেনি ছেলের দেখা। অবশেষে শনিবার রাতে আসে খবরটা। জানা যায় ভাগীরথি ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়েছে রোহিত। সাইদাপুর ঘাট থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। যদিও এর আগেই ছেলের খোঁজ না পেয়ে পুলিশেরও দ্বারস্থ হয়েছিল পরিবারের লোকজন। নিখোঁজ ডায়েরিও হয়। পরিবারের লোকজন জানায় মোবাইলে গেম খেলা নিয়েই রোহিতের সঙ্গে তার মায়ের ঝামেলা হয়েছিল। তারপর থেকে ছেলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও পরে আবার তাঁরা অন্য কথাও বলেন। বলা হয় রোহিত ওড়িশায় লেদের কাজে গিয়েছিল। সেখানে সমস্যা হওয়ায় বাড়িতে চলে আসে। তারপর থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। সেই অবসাদ থেকেই বাড়ি ছাড়ে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. C.E.(M)/Sewer cleansing wing under S&D Department,** invite e-tender online quotation two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/S_D/SCD(S)/2024-2025/09
Name of work **: Manufacturing and supply of special type pulley (9" & 12") for bucket machine under M.S.C.D (South).** Estimated Cost **: Not Applicable.** Earnest Money **: Rs.5,500.00.** Period of Completion **: 07 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 01.10.2024 at 1.30 p.m.** Bid opening date for technical proposal **: 03.10.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **24.09.2204 at 9 a.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC** invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/EEC/XI/114/051/24-25/R
Name of work **: Maint. of C.C. Road at different area viz. Saradamoyee Lane Durga Mancho and surrounding places in Ward No.114.** Estimated Value (Including GST and CESS) **: Rs.2,71,569.81.** Earnest Money **: Rs.5,500.00.**

2. NIT NO. : KMC/EEC/XI/114/048/24-25/R
Name of work **: Maint. of C.C. Road at Dakshin Para from Dakkhinayan Appt to H/O Pratima Sree in Ward No.114.** Estimated Value (Including GST and CESS) **: Rs.2,80,640.53.** Earnest Money **: Rs.5,700.00**

3. NIT NO. : KMC/EEC/XI/114/050/24-25/R
Name of work **: Maint. of C.C. Road at different area viz. Dhakshin Para, Kishor Shanga Club and surrounding places in Ward No.114.** Estimated Value (Including GST and CESS) **: Rs.2,83,132.45.** Earnest Money **: Rs.5,700.00.**

4. NIT NO. : KMC/EEC/XI/114/049/24-25/R
Name of work **: Maint. of C.C. Road at Dakshin Para from H/O Mantu Sahoo to H/O Jayeeta Das in Ward No.114.** Estimated Value (Including GST and CESS) **: Rs.2,76,505.42.** Earnest Money **: Rs.5,600.00.** Time of Completion **: 30 Days (for Sl.No. 1 to 4).** Last Date and Time of Submission of Bid **: 03.10.2024 at 12 noon (for Sl.No.1 to 4).** Date and Time of Opening of Bid **: 05.10.2024 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 4).** The Bid forms and other details are available on and from **24.09.2024 from 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 4).** The website **https://etender.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

The **Director General (Civil), KMC** invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XI/104/030/24-25/R (2nd Call)
Name of work **: Renovation of Cement Concrete Road from P-174/A to P-62 Hospital Link Road at Patoarypara in Ward No.104.** Estimated Value (Including GST and CESS) **: Rs.2,15,027.17.** Earnest Money **: Rs.4,400.00.** Time of Completion **: 45 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid **: 01.10.2024 at 12 noon.** Date and Time of Opening of Bid **: 03.10.2024 at 12 noon.** The Bid forms and other details are available on and from **23.09.2024 from 5 p.m.** from **https://etender.nic.in**

The **Dy. C.E. (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/S_D/CP/01/24-25 (1st Call)
Name of work **: Repairing with replacement of broken bearings, mechanical seals, including re-metalizing the damaged impeller shaft of 2 nos. submersible pump units at Chawlpatty Draiange Pumping Station.** Estimated Amount **: Quoted Amount.** Earnest Money **: 2% of quoted amount.**

2. NIT NO. : KMC/S_D/D/02/24-25 (1st Call)
Name of work **: Repairing of 700mm Dia. sluice valve at the delivery side of pump unit no. C & restoration of the leakage of the impeller casing by jacketing of pump unit no B at DLPS.** Estimated Amount **: Quoted Amount.** Earnest Money **: 2% of quoted amount.** Period of Completion **: 15 days (for Sl.No. 1 & 2).** Last Date and Time of submission of Bid **: 03.10.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The Bid forms and other details are available on and from **24.09.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1 &2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).** For corrigendum etc. if any, the same website has to be seen **(for Sl.No.1 & 2).**

The **Dy. C.E. (E) (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/S_D/NC/WL/24-25 (1st Call)
Name of work **: Arrangement of additional manpower, with other equipments to combat against water logging at Ultadanga underpass, Maniktala underpass and New cut Canal Pumping Station.** Estimated Amount **: Open quotation.** Earnest Money **: 2% of quoted amount.** Period of Completion **: 60 days.**

2. NIT NO. : KMC/S_D/KASBA/E/24-25 (1st Call)
Name of work **: Installation of earthing system with arrangement of proper illumination system for the pump house & pumping station compound with other allied works at Kasba drainage pumping station.** Estimated Amount **: Rs.2,50,564.00.** Earnest Money **: Rs.5,100.00.** Period of Completion **: 10 days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 03.10.2024 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The Bid forms and other details are available on and from **24.09.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).** For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen **(for Sl.No.1 & 2.)**

3. NIT NO. : KMC/SD/BDPS/D2/SD3/2024 (1st Call)
Name of work **: Overhauling, repairing & replacement of damaged components of 415V, 200KW, S/D Starter Panel for ABS Motor No.3 of Deeper Sump-2 at BDPS.** Estimated Amount **: Quotation.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 10 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 04.10.2024 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.09.2024 at 5 p.m.** from the website **https://www.wbtenders.gov.in.** For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen.

The **Director General (Swerage & Drainage), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/SD/MMPS/MCC/VT/2024 (1st Call)
Name of work **: Urgent replacement of damaged & burnt out components of Motor Control Centre of VT Pumps with other allied works at MMPS under BDPS.** Estimated Amount **: Quotation.** Earnest Money **: Rs.9,160.00.** Period of Completion **: 07 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 04.10.2024 at 5 p.m.**

2. NIT NO. : KMC/S_D/TDPSA/E/PUMP D/24-25 (1st Call)
Name of work **: Replacement of damage carbon brush, holder and slip ring terminal including other allied eleectrical works of pump unit D (55Kw, 415v) at Topsia drainage pumping station.** Estimated Amount **: Open Quotation.** Earnest Money **: 2% of quoted amount.** Period of Completion **: 07 days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 03.10.2024 at 5 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **25.09.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1) and 24.09.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.2).** The website **https://www.wbtenders.gov.in (for Sl.No.1) and https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.2).** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen **(for Sl.No.1 & 2).**

637/ 24-25

ফ্যাশন- রূপচর্চা

বলিউড তারকা রাজকন্যা অদিতির ছিমছাম বিয়ে

অদিতি রাও হায়দারিকে বলিউডের প্রথাগত নায়িকাদের সঙ্গে ঠিক মেলানো যাবে না। বলিউডের যে তারকাদের শরীরে বইছে রাজপরিবারের রক্ত, অদিতি তাঁদেরই একজন। ফ্যাশন, চিত্রনাট্য বাছাই বা ব্যক্তিত্বসবদিক থেকে তিনি স্বতন্ত্র। ব্যক্তিজীবনকে বরাবরই পাদপ্রদীপের আলো থেকে সরিয়ে রাখাটা সমীচীন মনে করেছেন। কেবল যেটুকু না হলেই নয়, সেটুকুই প্রকাশ্যে এনেছেন। তবুও অদিতির প্রেম, বিয়ে, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আগ্রহ, আলোচনা থেমে থাকেনি। এই যেমন এ মুহূর্তে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভাইরাল ইস্যু অদিতি আর সিদ্ধার্থ সূর্যনারায়ণের বিয়ে। দক্ষিণ ভারতীয় এই অভিনেতা সিদ্ধার্থ নামেই পরিচিত। অদিতি ও সিদ্ধার্থের বিয়ে নানা দিক থেকেই অনন্য, অদ্বিতীয়। ছবি দেখতে দেখতে জেনে নেওয়া যাক এই দুজনের সম্পর্ক ও বিয়ের সাজপোশাকের নানা খুঁটিনাটি।

৩৭ বছর বয়সী অদিতি রাও হায়দারির মা-বাবা দুজনই রাজপরিবারের সদস্য। অদিতির নানা তেলেঙ্গানার ওয়ানাপার্থির রাজা জেপি রাও। আর এই নায়িকার দাদা আসামের প্রথম গভর্নর স্যার মোহাম্মদ সালেহ আকবর হায়দারি। অদিতির বাবা আহসান হায়দারি ছিলেন মুসলিম প্রকৌশলী। মা বিদ্যা রাও ছিলেন গায়িকা। তাঁর বাবা হিন্দু রাজা হলেও তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। 'রাজকুমারী' অদিতি তাঁর নানার ধর্মের অনুসারী। ছবিতে অদিতির মা ও নানি।

অন্যদিকে ৪৫ বছর বয়সী সিদ্ধার্থের জন্ম তামিলনাড়ুর এক সাধারণ হিন্দু পরিবারে। কলেজের দিনগুলো থেকেই সিদ্ধার্থ সহশিক্ষা কার্যক্রমে সরব ছিলেন। মুম্বাই থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পড়াশোনা শেষে সিদ্ধার্থ তামিল, হিন্দি, তেলেগু, মালয়ালম ও কন্নড় সিনেমার নামকরা পরিচালক মনি রত্নমের সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন। ২০০৩ সালে সিদ্ধার্থ 'বয়েজ' সিনেমায় অভিনয় করে প্রশংসা কুড়ান। সিনেমাটি সুপারহিট হয়। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সময়ের সঙ্গে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন অভিনেতা, প্রযোজক ও প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবেছবি ইনস্টাগ্রাম থেকে এটি অদিতি আর সিদ্ধার্থ দুজনেরই দ্বিতীয় বিয়ে। ২০০৩ সালে অভিনেত্রী মেঘনাকে বিয়ে করেন সিদ্ধার্থ। ২০০৯ সালে ভেঙে যায় সেই বিয়ে। এদিকে অদিতি মাত্র ১৭ বছর বয়সে আইনজীবী ও অভিনেতা সত্যদ্বীপ মিশ্রর প্রেমে পড়েন। ২০০৭ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি সত্যদ্বীপ মিশ্রকে (যিনি বর্তমানে ফ্যাশন ডিজাইনার মাসাবা গুপ্তার জীবনসঙ্গী) বিয়ে করেছিলেন। ২০১৩ সালে অদিতি জানান যে তাঁরা আলাদা হয়ে গেছেন। বিয়ের বিষয়টি দুজনে গণমাধ্যম থেকে বহু বছর লুকিয়ে রেখেছিলেন। ২০২১ সালে মুক্তি পাওয়া তেলেগু ভাষার অ্যাকশন-রোমান্টিক সিনেমা 'মহা সমুদ্র'তে অভিনয় করতে গিয়ে আলাপ অদিতি-সিদ্ধার্থের।

অন্তর্মুখী স্বভাবের এই দুই তারকার সেই পেশাগত সম্পর্ক বন্ধুত্বে গড়াতে সময় লাগেনি। অতঃপর মন ভালো করা সুখী রোমান্টিক সিনেমার মতোইপ্রেম, বাগ্‌দান, বিয়ে। ২০২৩ সালের মার্চে এই দম্পতি বাগ্‌দানের ঘোষণা দেন। অদিতি ইনস্টাগ্রামের ছবিতে সামনে আনেন বাগ্‌দানের আংটি। সেখানে রয়েছে দুটো হিরে। একটা গোল, আরেকটি নাশপতি আকৃতির (পিয়ার কাট ডায়মন্ড)। এর ভেতর দিয়ে তাঁরা তাঁদের সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিকভাবে সামনে

আনেন। 'হীরামান্ডি' ওয়েব সিরিজ মুক্তির পর এক সাক্ষাৎকারে অদিতিকে বিয়ের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন, তেলেঙ্গানা রাজ্যের ওয়ানাপার্থি জেলার ৪০০ বছরের পুরোনো শ্রীরঙ্গপুরম মন্দিরে বিয়ে করবেন। কেননা তাঁর পরিবারের ঐতিহ্যের সঙ্গে মন্দিরটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে জড়িয়ে আছে। পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে সেখানেই বিয়ে করেছেন এই দুজন। তবে তথাকথিত বলিউডের বিয়ের কোনো নিয়মই মানেননি। নেই জমকালো আয়োজন, নেই হাজারো পাপারাজ্জির ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক, নেই মেহেদি, সংগীতের আয়োজন, এমনকি নেই তৃতীয় কোনো বলিউড তারকাও! কেবল উপস্থিত দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যরা। একেবারেই ছিমছামভাবে দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে সেরেছেন বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। বিয়েতে অদিতি সেজেছেন ঘরোয়া সাজে। হালকা সোনালি অরগ্যাঞ্জা টিস্যু কাপড়ের ওপর জরির কাজ করা রাজকীয় মহেশ্বরী লেহেঙ্গা পরেছিলেন অদিতি। সোনালি ব্লাউজ, বেনারসি টিস্যু ওড়নাতেও ছিল জরির কাজ। আর বিয়ের এই লেহেঙ্গার নকশা করেছেন বলিউডের নামজাদা বাঙালি ফ্যাশন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়। অদিতির বিয়ের মেকআপ ছিল একেবারেই মিনিমাল। কুন্দনের হালকা সোনার গয়নায় বউ সেজেছিলেন তিনি। কপালে ছিল ছোট্ট লাল টিপ। দুহাতে চওড়া বালা, নাকে নথের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় রীতি মেনে ছেড়ে দেওয়া চুলের বিনুনিতে বেলি ফুলের মালা গুঁজতে ভোলেননি। অদিতি হাত ভরে মেহেদি নেননি। কেবল হাতে আর পায়ে আলতা দিয়ে ছোট্ট করে এঁকেছেন অর্ধচন্দ্র। হাতের নখের নিচ দিয়ে কেবল ছোট্ট করে ফোঁটা। ব্যাস, এটুকুই। ও, পায়ের আলতা আর চওড়া ঘুঙুর নজর এড়ায় না।

বরের সাজ দেখে যে কেউ বলতে বাধ্য হবেন, এর চেয়ে সাদামাটা সাজের বরের দেখা মেলা ভার। সিদ্ধার্থের পরনেও ছিল ঐতিহ্যবাহী দক্ষিণি পোশাক। সাদা পাঞ্জাবি আর সোনালি পাড়ের সাদা ধুতি, দক্ষিণ ভারতে যেটি ভেস্তি নামে পরিচিত এর বাইরে সিদ্ধার্থের হাতের ঘড়িটি নজর কাড়ে। আঙুলে ছিল বাগ্‌দানের সোনার আংটি ।বিয়ের ফটোশুটের 'বিহাইন্ড দ্য সিন'। অদিতি ও সিদ্ধার্থের বিয়ের এই ছবিগুলো তুলেছেন নামকরা ভারতীয় আলোকচিত্রী জোসেফ রাধিক ও তাঁর দল। এই আলোকচিত্রীরা এর আগে বিরাট কোহলি-আনুশকা শর্মা, ক্যাটরিনা কাইফ-ভিকি কৌশল, নয়নতারা-ভিগনেশ শিবানদের ছবি তুলেছেন। অদিতি ও সিদ্ধার্থের বিয়ের আরও একটি 'বিহাইন্ড দ্য সিন'।

ঘৃতকুমারী ব্যবহারে ত্বক থাকবে ভালো

ত্বক ও চুলের যত্নে কতশত উপায়। তবু ঘুরেফিরে সেই দেশীয় পন্থাতেই ফিরতে হয়। কখনো নিম দিয়ে ব্রণ দূর করার চেষ্টা, তো কখনো ত্বকের রোদে পোড়াভাব দূর করতে ঘৃতকুমারীর রস, কখনোবা চুল ঝলমলে করতে নারকেল তেল। প্রকৃতি থেকে পাওয়া এসব অকৃত্রিম উপাদানগুলোর জাদুকরি ক্ষমতা অস্বীকার করার উপায় নেই। তালিকায় আরও আছে হলুদ, চন্দন, মুলতানি মাটি, বাদাম, আমলকী, পেঁয়াজ, আদা, আলু, বিটরুট। কত কী! এগুলোর সবই আমাদের দেশের মাটিতে জন্মে বিধায় দামেও সহজলভ্য। নিয়মিত রূপচর্চায় ব্যবহৃত ফেসওয়াশ, ময়েশ্চারাইজার, তেল, বডিওয়াশ ইত্যাদির কোনটিতে কী কী প্রাকৃতিক উপাদান থাকা চাই।

ত্বকের ময়লা দূর করবে কিন্তু ত্বক শুষ্ক করবে না, আবার ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতাও বজায় রাখবে। একটি ভালো ফেসওয়াশের এই তিনটি গুণ থাকতে হবে। ত্বকের যত্নের প্রথম ধাপ হচ্ছে সঠিক উপায়ে ত্বকের ময়লা দূর করা। এ ক্ষেত্রে যদি প্রাকৃতিক উপাদানে ভরপুর একটি ফেসওয়াশ পাওয়া যায়, তাহলে তো কথাই নেই। নিম, ঘৃতকুমারী, হলুদ, মধু, চালের গুঁড়া ইত্যাদি নানা অকৃত্রিম উপাদান আছে, এমন ফেসওয়াশ আজকাল হাতের কাছেই পাওয়া যায়। রূপবিশেষজ্ঞ বলেন, প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর সবই কমবেশি অম্লীয় হওয়ায় ত্বকে সরাসরি ব্যবহার করা ঠিক নয়। তবে ফেসওয়াশে এগুলোর উপস্থিতি নানা উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকায় অম্লীয়ভাব প্রশমিত হয়ে যায়। ত্বকের সমস্যা বুঝে ফেসওয়াশে এগুলো আছে কি না, খেয়াল রাখতে পারেন। ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধোয়ার সময় তাড়াহুড়া না করে সময় নিয়ে আলতো হাতে মালিশ করা ভালো। মালিশ করা শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ না ধুয়ে অন্তত এক মিনিট অপেক্ষা করার পর মুখ ধুয়ে নিন। এতে অকৃত্রিম উপাদানগুলোর উপকারিতার পুরোটাই মিলবে।

নারকেলের গুণ

নারকেলের গুণের শেষ নেই। রুক্ষ চুলে আর্দ্রতা ফিরিয়ে দেয় নারকেল তেল। শুষ্ক ত্বকের আর্দ্রতা ফিরিয়ে দিতে পারে নারকেলের দুধ। তাই শুষ্ক ত্বকের ক্রিম, লোশন ইত্যাদিতে কোকোনাট মিল্ক বা নারকেল দুধ থাকে। কারণ, এতে প্রচুর ভিটামিন সি এবং ই রয়েছে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে ত্বককে কোমল এবং পুনরুজ্জীবিত করে। রাহিমা সুলতানা বলেন, তৈলাক্ত ত্বকে এটি ব্যবহার না করাই ভালো। বিশেষ করে মুখের ত্বকে। তবে শরীরের ত্বকে, যেমন হাত-পায়ে নারকেলের দুধসমৃদ্ধ লোশন যে কেউ ব্যবহার করতে পারবেন।

চুলের জন্য যা কিছু প্রাকৃতিক

চুল পড়া বন্ধ করতে পেঁয়াজ ভীষণ কার্যকরী। এই ভেবে অনেকেই আজকাল পেঁয়াজের রস তৈরি করে সরাসরি চুলে লাগান। এটা করা যাবে না, বলেন রাহিমা সুলতানা। পেঁয়াজের রস সরাসরি না লাগিয়ে নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া সম্ভব। বাজারে আজকাল যে পেঁয়াজের তেল পাওয়া যায়, সেগুলোতে নারকেল তেলের সঙ্গেই পেঁয়াজের রস মেশানো থাকে। চুল পড়া কমাতে এই তেল সপ্তাহে দুবার ব্যবহার করলেই হবে। সুস্থ এবং সুন্দর চুলের জন্য নারকেল তেলের সঙ্গে মেথি, কারিপাতা, নিমপাতা, আমলকী ইত্যাদির মিশ্রণও উপকারী।

স্নানের জন্য

সাবানে ক্ষারের পরিমাণ কিছুটা বেশিই হয়। প্রতিদিন ব্যবহারে ত্বকের লাবণ্য নষ্ট হতে পারে। প্রাকৃতিক উপকরণে তৈরি কম ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করতে পারেন অথবা বডিওয়াশ। নানা ফুলের নির্যাস থেকে সুগন্ধি যুক্ত করে তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধরনের বডিওয়াশ। ঘৃতকুমারীর রস আছে, এমন বডিওয়াশ নিয়মিত ব্যবহারে শরীরের ত্বক শুষ্ক হবে না। নিয়মিত ব্যবহারে শরীর দুর্গন্ধমুক্ত থাকবে।

ইসরায়েলের হামলায় নিহত ৩৭

লেবাননের রাজধানী বৈরুতে শনিবারও উদ্ধারকর্মীদের বিমান হামলায় বিধ্বস্ত ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচে নিখোঁজ মানুষের খোঁজে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যেতে দেখা গেছে। আগের দিন শুক্রবার বৈরুতে ইসরায়েলের বিমান হামলায় হিজবুল্লাহর শীর্ষ কমান্ডার ইব্রাহিম আকিল, আরও কয়েকজন হিজবুল্লাহ কমান্ডারসহ অন্তত ৩৭ জন নিহত হন বলে জানিয়েছে লেবানিজ কর্তৃপক্ষ। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩টি শিশু ও ৭ জন নারীও রয়েছেন। ইরানসমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, শুক্রবারের হামলায় তাঁদের ১৬ জন সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রবীণ নেতা ইব্রাহিম ছাড়াও তাঁদের আরেক কমান্ডার আহমেদ ওয়াহবিও রয়েছেন। প্রায় এক বছর আগে গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সেখানে ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র সংগঠন হামাসের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইসরায়েলে নিয়মিত হামলা করে যাচ্ছে হিজবুল্লাহ। জবাবে ইসরায়েলও হিজবুল্লাহর বিভিন্ন অবস্থান লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা করছে। তবে প্রায় এক বছরের মধ্যে হিজবুল্লাহর কোনো অবস্থানে ইসরায়েলের সবচেয়ে প্রাণ-ঘাতী হামলা ছিল এটি (শুক্রবারের হামলা)। ইসরায়েল বলেছে, ইব্রাহিম ও হিজবুল্লাহর অভিজাত রাদওয়ান ফোর্সের আরও কয়েকজন নেতা একটি ভূগর্ভস্থ অবস্থানে জড়ো হয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে সফলভাবে হামলা চালিয়েছেন এবং হিজবুল্লাহর সামরিক চেইন অব কমান্ড প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। লেবাননের একটি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, বৈরুতের একটি জনবহুল এলাকায় একটি বহুতল ভবন পুরোপুরি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই ভবনের পাশেই একটি নার্সারি (শিশুদের) ছিল। হামলায় নার্সারি ভবনটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হামলায় নার্সারির তিনটি শিশু এবং সাতজন নারী নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। গতকাল হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে আবার পাল্টাপাল্টি হামলা হয়েছে। এদিন ইসরায়েলের যুদ্ধবিমানগুলো লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ভারী বোমা বর্ষণ করেছে। আর হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে দেশটির সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালানোর দাবি করেছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে, তারা প্রায় ১৮০টি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে এবং হাজারের বেশি রকেট উৎক্ষেপণযন্ত্র ধ্বংস করেছে।

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে বামপন্থী দিশানায়েক

শ্রীলঙ্কার ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ারের (এনপিপি) নেতা অনুড়া কুমারা দিশানায়েকে দেশটির প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে এগিয়ে রয়েছেন। চূড়ান্ত ফলাফলে তাঁকে জয়ী ঘোষণা করা হলে তিনি শপথ নিতে পারেন। দলীয় সূত্রের জানা গেছে , দিশানায়েকে আজ দিনের শেষ ভাগে শ্রীলঙ্কার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে পারেন, যদি নির্বাচন কমিশন তাঁকে বিজয়ী হিসেবে চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়। এনপিপির সাধারণ সম্পাদক নিহাল আবেসিংহে ডেইলি মিররকে বলেন, চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশে বিলম্বের কারণে শপথ গ্রহণের সময় বলা যাচ্ছে না। নিহাল আরও বলেন, ফলাফলের চূড়ান্ত ঘোষণা সময়মতো করা হলে আজ দিশানায়েকের শপথ গ্রহণ হতে পারে। শ্রীলঙ্কায় শনিবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। এদিন স্থানীয় সময় সকাল সাতটায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়। চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত।এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হন ৩৯ জন। তবে ভোট শেষে গণনার প্রাথমিক পর্যায়ে তিন প্রার্থীর মধ্যে মূল লড়াইয়ের চিত্র উঠে আসে। তাঁরা হলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে, বিরোধী সঙ্গী জন বালাওয়াগার (এসজেবি) সাজিথ প্রেমাদাসা ও এনপিপি জোটের দিশানায়েকে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, এখন পর্যন্ত গণণা করা ভোটে বামপন্থী রাজনীতিবিদ দিশানায়েকে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে আছেন। আজ সকালে প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে, তিনি গণনা করা ভোটের প্রায় ৫০ শতাংশ পেয়েছেন। একজন প্রার্থী যদি মোট ভোটের ৫১ শতাংশ পান, তবে তাঁকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে শ্রীলঙ্কার নির্বাচন কমিশন। প্রাথমিক ফলাফলে দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন সাজিথ। তিনি এখন পর্যন্ত পেয়েছেন ২৬ শতাংশ ভোট। আর বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিক্রমাসিংহের অবস্থান তৃতীয়। তিনি পেয়েছেন ১৬ শতাংশ ভোট। দিশানায়েকেকে ইতিমধ্যে তাঁর দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সাজিথ ও বিক্রমাসিংহের সমর্থকেরা অভিনন্দন জানিয়েছেন। আলি

সাবরি আরও বলেন, তিনি রনিল বিক্রমাসিংহের পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছেন। তবে শ্রীলঙ্কার জনগণ তাঁদের রায় দিয়েছেন দিশানায়েকের পক্ষে।

তিনি জনগণের এই রায়কে পুরোপুরি শ্রদ্ধা করেন। চরম আর্থিক দুর্দশার প্রতিবাদে ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কায় ব্যাপক জন-অসন্তোষ দেখা দেয়। আন্দোলনের একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ হাজারো জনতা তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষের সরকারি বাসভবনে ঢুকে পড়ে। পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালান গোতাবায়া। এরপর পার্লামেন্টের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন বিক্রমাসিংহে।

গতকাল দেশটির জনগণ ভোটের মাধ্যমে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সুযোগ পান। শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলি সাবরি এক্সে টুইটারে বলেছেন, ভোটের প্রাথমিক ফলাফল স্পষ্টভাবে দিশানায়েকের জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

রিষড়া পুরসভার উদ্যোগে দুর্গাপূজার অনুদানের চেক প্রদান অনুষ্ঠান

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি, ২২ সেপ্টেম্বরঃ রবিবার রিষড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্রার উদ্যোগে রিষড়া থানা, এবং শ্রীরামপুর থানার,যে সমস্ত দুর্গাপুজো হয় সেইসব দুর্গাপুজোর কমিটির লোকজনদের নিয়ে আজ রিষড়া পৌরসভার রবীন্দ্রভবন হলে দুর্গাপুজোর অনুদানের চেক বিলি করা হয়। দুর্গাপুজোর আগেই ক্লাবগুলিকে অনুদান বাবদ ৮৫ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য বিরাট ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্তর হাজার থেকে বেড়ে এবার পুজোর অনুদান ৮৫ হাজার টাকা করা হয়েছে।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ৪৩ হাজারের বেশি ক্লাবকে ৮৫ হাজার টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়ার কথা। এই কর্মসূচিতে রিষড়া এবং শ্রীরামপুর পৌরসভার এলাকার ৩৮৪ টি পুজো কমিটির হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। দুর্গাপূজো কমিটিগুলির হাতে চেক তুলে দেন রিষড়া থানার অফিসার ইনচার্জ এবং রিষড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা।। উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জনাব জাহিদ হাসান খান।, কাউন্সিলর মনোজ সাউ, কাউন্সিলর শ্রীমতি উষাদেবী সাউ, প্রকাশ সাউ , চাপদানীর বিধায়ক অরিন্দম গুইন, শ্রীরামপুর পৌরসভার পৌর প্রধান গিরিধারী সাহা, কাউন্সিলর পিন্টু নাগ, পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি, ডেপুটি কমিশনার অর্ণব বিশ্বাস, সহ শ্রীরামপুরের অন্যান্য পুলিশ কর্মী ও আধিকারিক ও অন্যান্য কাউন্সিলরগণ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এছাড়াও এই মঞ্চ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে হারিয়ে যাওয়া ৬১টি মোবাইল ফোন গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আদিবাসী সমাজের মধ্যে ব্যাপক কাজ করার আহ্বান সংঘ প্রধানের

সমলখা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্ঘচালক ডক্টর মোহন ভাগবত হরিয়ানার সমলখার পট্টি কল্যাণে অবস্থিত সেবাধামে সমগ্র দেশ থেকে আগত প্রায় দুই হাজার আদিবাসী প্রতিনিধিদের মধ্যে দুই দিন কাটালেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি সম্মেলনে আগত সকল প্রতিনিধিদের নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে আদিবাসী ভাইদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। এর আগে তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কথা শোনেন। তাঁর সঙ্গে বিরহোর জনজাতির মধ্যে কাজ করা যশপুরের পদ্মশ্রী জগেশ্বর ভগত ছিলেন। সর্বভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কর্মী সম্মেলনের তৃতীয় দিনে রবিবার প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার সময় সংগঠনের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ সত্যেন্দ্র সিং বলেন, আদিবাসী সমাজ বিশাল সনাতনী সমাজের ভিত্তি স্তম্ভ। আমাদের সকলের শেকড় জঙ্গলে পুঁতে আছে। বনবাসী সমাজও প্রাচীন বেদের রচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সমস্ত উপজাতীয় সমাজের উৎসব এবং উপাসনা পদ্ধতি সনাতনী ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে, যার অর্থ একই। আমাদের আলাদা করার ষড়যন্ত্র ব্রিটিশদের কাজ। এরপর সকল উপজাতির বক্তারা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, শনিবার সন্ধ্যা থেকে সারা দেশের ৮০ জন আদিবাসী একটি বড় মাঠে তাদের নিজ নিজ পূজা পদ্ধতি প্রদর্শন করেন, যা এই বার্তা দেয় যে পূজার পদ্ধতি ভিন্ন হলেও, পঞ্চতত্ত্বের পূজায় মিল রয়েছে। সবাই সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে একই। সকালের অধিবেশনে সমস্ত আদিবাসীদের প্রতিনিধিরা একই কথা পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, কল্যাণ আশ্রমের সভাপতি সত্যেন্দ্র সিং বলেন, পরাধীনতার সময় আমাদের সনাতন সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশরা তাদের শাসনকালে ইতিহাস বিকৃত করে বইয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে। উপজাতীয় সমাজে মজুতদারি প্রকৃতি নেই, প্রকৃতি থেকে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নেয়, এমন আদিবাসী সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। বর্তমান সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো বিভ্রান্তিকর আলোচনা থেকে সমাজকে বাঁচাতে আমাদের আলোচনা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। বর্তমান সময়ে আমাদের আলোচনা আমাদের সংস্কৃতি অরণ্য সংস্কৃতি। বনবাসী কল্যাণ কেন্দ্র নগরবাসী-বনবাসী, আমরা সবাই ভারতীয় এই অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে ডঃ রাজকিশোর হাঁসদা ভারতে লাভ জিহাদ এবং ল্যান্ড জিহাদের সমস্যার উপর আলোকপাত করেন এবং বলেন যে এই সমস্যাটি ভারতে প্রচলিত। ঝাড়খণ্ড পরগনা অঞ্চলে সাঁওতাল দিন দিন বাড়ছে। সেখানে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমানরা সাঁওতালি উপজাতির মেয়েদের বিয়ের প্রলোভন দিচ্ছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি জমিও দখল করছে। আমাদের সকলকে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং আমাদের বোন, কন্যা, বন ও জমি রক্ষা করতে হবে এবং সেই সাথে নাগাল্যান্ডের ডঃ থুম্বাই জেলিয়াং উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়ে বলেছিলেন যে ধর্মান্তরিত লোকেরা। সেখানকার স্থানীয় লোকজনকে সাহায্য করে তারা নিজেদেরকে বাহ্যিকভাবে প্রমাণ করতে ব্যস্ত। ছত্তিশগড় প্রান্তের সংগঠন মন্ত্রী রামনাথ বস্তরের মাওবাদী সমস্যা নিয়ে বলেছেন, যে উপজাতির অস্তিত্ব জঙ্গল, সেই জঙ্গলে মাওবাদীরা ল্যান্ড মাইন বিছিয়ে রেখেছে, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। সবার আধার কার্ড না থাকায় সেখানকার মানুষও সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। লঙ্ঘিত হচ্ছে মৌলিক অধিকার। সরকারি স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ির পাকা বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়, কারণ নিরাপত্তা বাহিনী সেখানে থাকতে আসে। তাদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে, মাওবাদীরা নিরক্ষরতার সুযোগে গ্রামবাসীদের তাদের পাশে নিয়ে যায়।

বই কেনার মধ্য দিয়ে পাঠক এবং বই বিক্রেতার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ বইয়ের দোকান থেকে বই কেনা একটা অন্যরকম অনুভূতি সৃষ্টি হয়। বই কেনার মধ্য দিয়ে পাঠক এবং বই বিক্রেতার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। বই হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের উৎস। বই আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে কখনও ভুলতে দেয় না। রবিবার আগরতলায় মহারাণী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান মোবাইল ও ইন্টারনেটের যুগে হাতের মুঠোয় অজস্র বইয়ের সম্ভার। প্রযুক্তির কারণে বই এখন কম্পিউটার স্ক্রিনে অনায়াসে চলে আসে। তবুও মুদ্রিত বইয়ের কদর ও চাহিদা রয়েছে। এখনও অনেকে বই কেনার জন্য উদগ্রীব থাকেন। নতুন প্রজন্মের মধ্যেও বই পড়ার শখ রয়েছে। নতুন বই পড়া এবং এর মলাট ও গন্ধ আমাদের উজ্জীবিত করে। জানার আগ্রহ ও স্পৃহা বাড়ায়। বই যতবার পড়া হয় ততবারই তার থেকে রসদ খুঁজে পাওয়া যায়। যা ইন্টারনেট মোবাইল কিংবা কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভালো বই যেমন আমাদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করে তেমনি বর্তমান সময়ের সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যতের যুগপৎ সমাবেশ ঘটায়। যার ফলে মানুষ উন্মুক্ত মন দিয়ে সমসাময়িক সবকিছুকেই বিচার করতে পারে। আজকের ডিজিটাল যুগেও জ্ঞান আহরণের জন্য বইয়ের গুরুত্ব অমলিন।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর জগদীশ গণ চৌধুরী, দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, অ্যাসোসিয়েশনের তরফে রাজ্যের বন্যা পীড়িতদের সাহায্যার্থে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫০ হাজার টাকা দান করা হয়।

Name Change

I, Jahir Zamader (old name) son of Jakir Jamadar residing at Mohanpur, P.O- South Mohanpur, Diamond Harbour, Pin: 743610, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Jahir Jamadar (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata on 21/09/2024. Jahir Zamader (old name) and Jahir Jamadar (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Jakir Zamader (old name) son of Abdul Aziz Jamadar residing at Mohanpur, P.O- South Mohanpur, Diamond Harbour, Pin: 743610, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Jakir Jamadar (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata on 21/09/2024. Jakir Zamader (old name) and Jakir Jamadar (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Bankim Rabidas S/O Bishu Rabidas resident of Vill. Gobindapur, P.O.- Chakvrigu, P.S. Balurghat, Dist.-Dakshin Dinajpur, WB India, do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Bankim Rabidas instead of Milan Rabidas, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Balurghat, Dakshin Dinajpur on 18/09/2024. Bankim Rabidas and Milan Rabidas both are the same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Saadat Karim S/o. Hajam Karim R/o. Vill.- Waiyao, P.O.- Waiyao, P.S.- Asthawan, Bihar-803107 shall henceforth be known as Saadat Karim. I declare that Saadat Karim and Mohammad Saadat Karim is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn the Notary Public, Kolkata on 20-09-2024.

Name Change

I, Asim Das S/o. Lalit Mohan Das R/o. 1, Taltala Bazar Street, P.O.- Entally, P.S.- Taltala, Kolkata-700014 shall henceforth be known as Ashim Kumar Das. I declare that Ashim Kumar Das and Asim Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn the Notary Public, Kolkata on 20-09-2024.

Name Change

I,MANOJ SAHA(OLD NAME),SON OF MAHENDRA NATH SAHA RESIDING AT 98C, SATYEN ROY ROAD,BEHALA,KOLKATA-700034,WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANOJ KUMAR SAHA(NEW NAME),VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT ALIPORE ON 31/08/2024.THAT MANOJ SAHA AND MANOJ KUMAR SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SWAPAN ROY(OLD NAME),SON OF NIRANJAN ROY RESIDING AT SIR RAMESH MITRA ROAD,KADIHATI,PS -NARAYANPUR,DIST-NORTH 24 PARGANAS,PIN-700132,WEST BENGAL.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPAN KUMAR ROY(NEW NAME),VIDE AFFIDAVIT LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 01/10/2021.THAT SWAPAN ROY AND SWAPAN KUMAR ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অপেক্ষা মন্ত্রীসভা পরিচালিত সরকার ভারতবর্ষের পক্ষে আদর্শ

মধুসূদন দে ঃ ভারত আমার দেশ । আমার জন্মভূমি। আমার স্বপ্ন। আমার বাস্তব। স্বপ্ন ও বাস্তবের মিলনে আমার দেশে থাকবে না দারিদ্র, অশিক্ষা, ও অস্বাস্থ্য। আর থাকবে না জঙ্গী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ। ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন -ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্রপতি ভারতের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের আনুষ্ঠানিক প্রধান এবং ভারতের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সুবিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ। বহু জাতি, ধর্ম, বর্ণের মিলনক্ষেত্র। বৈচিত্র্যপূর্ণ এই দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত না মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে- এ বিষয়ে.সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যেও মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। সকল জনগোষ্ঠীর মানুষের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কথা সংবিধান প্রণেতাদের ভাবনায় প্রতিফলিত হয়। তাই ভারতের মতো দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা অপেক্ষা মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা কে শ্রেয় বলে গণ্য করা হয়।

রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় শাসনকার্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং যুদ্ধ,বহিরাক্রমণ,গৃহ বিপ্লব প্রভৃতি জরুরী অবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারেন। এক্ষেত্রে জনসংযোগের বিষয়টি অবহেলিত হয়। রাষ্ট্রপতি বিচার বিভাগের উপর নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এগুলি গণতন্ত্রের পক্ষে কাম্য নয়। মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় একজন নাম সর্বস্ব শাসক থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি একজন নাম সর্বস্ব শাসক। দেশের যাবতীয় শাসন কার্য তাঁর নামে পরিচালিত হয়। কিন্তু বাস্তবে তিনি শাসন কার্য পরিচালনা করেন না। বাস্তবে তাঁর নামে মন্ত্রী পরিষদ শাসনকার্য পরিচালনা করে। তাই ভারতের প্রকৃত শাসক হল প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীপরিষদ।

মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীপরিষদ কে সরকারি নীতি ও কার্যাবলীর জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয়। ভারতেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ কে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভার নিকট ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। এইভাবে ১৯৬২ সালে চীন- ভারত যুদ্ধে ভারতের বিপর্যয়ের যাবতীয় দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণমেননকে পদত্যাগ করতে হয়।

আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মন্ত্রী পরিষদ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার অপর একটি বৈশিষ্ট্য। ভারতেও কেন্দ্রীয় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। এখানে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণ পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হন। লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে হয়। মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার অন্যতম গুণ হল এর নমনীয়তা। এই শাসন ব্যবস্থায় সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত হলেও প্রয়োজনে ওই সময়ের আগে সরকারের পরিবর্তন করা যায়।

মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল- প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব। ভারতেও প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হলেন পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তাঁর পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রীর দক্ষতা ও যোগ্যতার উপর ভারত সরকারের সাফল্য নির্ভর করে। এককথায় ব্রিটেনের ন্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। এক বা একাধিক বিরোধীদলের অস্তিত্বকে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয়। ভারতেও বিরোধীদলকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ভারতে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে এবং সংখ্যা লঘিষ্ঠ দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে।

শুধু কেন্দ্র নয়, রাজ্যগুলিতেও মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। অঙ্গরাজ্যগুলির প্রশাসনিক প্রধান রাজ্যপাল। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং রাষ্ট্রপতির ন্যায় একজন নিয়মতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করেন। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের প্রকৃত শাসক হল মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীপরিষদ। রাজ্য মন্ত্রী পরিষদকে রাজ্য আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয়। রাজ্য আইনসভার নিম্নকক্ষ অর্থাৎ বিধানসভার আস্থা হারালে মন্ত্রীপরিষদকে পদত্যাগ করতে হয়। কেন্দ্রে যেমন প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যেও তেমনি মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর পরামর্শ মত রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপাল ও নাম সর্বস্ব শাসকের ভূমিকা পালন করেন।

বর্তমান ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অপেক্ষা মন্ত্রীসভা পরিচালিত সরকার অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার তুলনায় মন্ত্রীপরিষদ চালিত শাসন ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্বশীলতাকে অধিকতর মাত্রায় কার্যকর করার সুযোগ থাকে। সেদিক থেকে ভারতে মন্ত্রীসভা পরিচালিত সরকার অধিকতর কাম্য ও আমার দেশ ভারতের পক্ষে আদর্শ।

লেখক পরিচিতি-প্রধান শিক্ষক, মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ওন্দা দক্ষিণ চক্র, বাঁকুড়া।

মাথাভাঙ্গা শহরে দুই শতবর্ষ প্রাচীন পুজো ঘিরে উন্মাদনা

দুরন্ত বার্তা, মাথাভাঙ্গা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ মাথাভাঙ্গা শহরে এবার লড়াই দুই পুজোর মধ্যে। গত কয়েক দশক ধরে এই দুই পুজোর লড়াই উপভোগ করছেন শহরবাসী। মণ্ডপ ও আলোকসজ্জায় বিগ বাজেটের পুজোগুলির মতো প্রাচুর্যের বৈভব না থাকলেও মাথাভাঙ্গা শহরের এই দুই সুপ্রাচীন দুর্গাপুজো ঘিরে ফি বছরই উন্মাদনা নজর কাড়ে সকলের। এই দুই পুজো হল মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো ও মাথাভাঙ্গা বাজারের কালী মন্দিরের দুর্গাপুজো। এদের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশি পুরোনো তা নিয়ে মূলতঃ তাদের লড়াই অবশ্য কোনও প্রামাণ্য নথি কিংবা তথ্য কারও কাছেই নেই। তবে তাঁদের দাবি, মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো এবছর ১২৮ বছরে পা দিচ্ছে। আর মাথাভাঙ্গা বাজার কালী মন্দিরের দুর্গাপুজো চলতি বছর ১২৪তম বর্ষ। মাথাভাঙ্গা মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি সেবাইত পরিবারের এক সদস্য জানালেন, 'ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো কবে এবং কাদের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল সে তথ্য আমাদের কারও জানা নেই। তবে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে শুনছি এটিই মাথাভাঙ্গা শহরের সবচেয়ে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পুজো। এই পুজোর অন্যতম বিশেষত্ব, সমস্ত আচার-রীতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে অনুষ্ঠিত হয়।'

অন্যদিকে কালী মন্দির দুর্গাপুজো কমিটির এক সদস্য জানান, মাথাভাঙ্গা হাট নিলামে মালিকানা পাওয়া প্রয়াত কাশীনাথ সিংয়ের হাত ধরেই বাজারের কালী মন্দির চত্বরে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল। পুজো কমিটি জানায়, এখানে যখন সাপ্তাহিক হাট বসত তখন যিনি হাট নিলাম ডেকে নিতেন তাঁরই দুর্গাপুজোর দায়িত্ব থাকত। পরে মাথাভাঙ্গা বাজার থেকে হাটটি উঠে যাওয়ার পর বাজার কমিটি পুজোর দায়িত্ব নিয়েছে। চলতি বছরের পুজো কমিটি জানিয়েছে, প্রতি বছর কালীপুজোর পর প্রতিমা বিসর্জন না দিয়ে পরের বছর দুর্গাপুজোর আগে অবধি সেই প্রতিমা মন্দিরে নিত্যপুজো করা হয়। দুর্গাপুজোর আগে ওই প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে সেখানে মাতৃপ্রতিমা বসানো হয়। দশমীতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের পর কালীপুজো অবধি মা কালীর ফোটোয় নিত্যপুজো চলে। মাথাভাঙ্গা শহরের অন্য এক বাসিন্দা এ প্রসঙ্গে বলেন, ' শহরে কবে, কোথায় প্রথম দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল তার কোনও প্রামাণ্য তথ্য নেই। তবে পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন ঘটনাক্রম থেকে অনুমান, মাথাভাঙ্গা বাজারের হাটখোলাতেই উনিশ শতকের আটের দশকের শেষভাগে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল।' যদিও কালী মন্দির দুর্গাপুজো কমিটির চাঁদার রসিদে চলতি বছরের পুজো ১২৪তম বর্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৪২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শনে প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, হলদিবাড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ হলদিবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অবস্থা খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে গেলেন ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। আর এই পরিদর্শনে যেতে গিয়ে রীতিমতো নাকানিচোবানি খেতে হল তাঁদের। একে তো গাড়ির অভাব, তার ওপর দুর্গম এলাকার কেন্দ্রে পৌঁছাতে বাইকের ব্যবস্থা করতে হয় আধিকারিকদের। অন্যদিকে, এই কর্মসূচি ঘিরে গত ক'দিন ধরে প্রস্তুতি নিতে হয়েছে, সাতসকালে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হয়েছে। হলদিবাড়ি ব্লকে রয়েছে ২৪২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। একদিনে এত কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য বিভিন্ন দপ্তর থেকে কর্মী নিয়ে ৫০টি দল গঠন করা হয়েছিল। এদিন সাতসকালে ছয়টি গাড়ির মাধ্যমে তাঁদের ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেখান থেকে বাইক নিয়ে তাঁরা কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছান। এমনকি হলদিবাড়ির বিডিও রেনজি লামো শেরপা নিজেও বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি কেন্দ্রের রান্না করা খাবারও খান। মায়েদের আবদার রাখতে শিশু কোলে নিয়ে ফোটোশুটও করেন। কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে কাজকর্ম ঠিকঠাক হচ্ছে কি না, মা ও শিশুর জন্য পর্যাপ্ত খাবার রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি, এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে খোঁজখবর নেন আধিকারিকরা। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রেকর্ড ও রেজিস্টার ঠিকঠাক রাখা হচ্ছে কি না তাও যাচাই করা হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কোনওকিছুর ঘাটতি থাকলে তা নথিবদ্ধ করে নেন আধিকারিকরা। বিডিও বলেন, 'এই বিশেষ পরিদর্শনে সমস্ত জায়গায় পরিষেবা ঠিকঠাক রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হয়। জানা গিয়েছে, গ্রাউন্ড লেভেলে গিয়ে সঠিক তথ্য জানার উদ্দেশ্যেই এই পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।'

পুজোর সময় পেঁয়াজের দর ১০০ ছুঁয়ে যাওয়ার আশঙ্কা

৪৯ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ! প্রথম দিনেই উপচে পড়ল ক্রেতাদের ভিড়

দুরন্ত বার্তা,আলিপুরদুয়ার, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ সরকারি উদ্যোগে আলিপুরদুয়ারে ৪৯ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজের বিক্রি শুরু করা হল। প্রথম দিন সুফল বাংলার দুটি ক্রয়কেন্দ্রে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে। ন্যায্যমূল্যে আলিপুরদুয়ার শহরের কোর্ট মোড়ে সুফল বাংলার স্টলে এদিন প্রায় ৫০ কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে। পেঁয়াজ কিনেছেন ৩০ জন ক্রেতা। এছাড়াও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সুফল বাংলার স্টলেও প্রায় ৫০ কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে। এদিন খুব বেশি ভিড় দেখা না গেলেও অনেকেই ন্যায্যমূল্যে পেঁয়াজ কিনতে পেরে খুশি হয়েছেন তা স্পষ্ট।

আগামীতে মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলায় একধাপ এগিয়ে থাকতে পেরে খুশি কৃষি বিপণন দপ্তরও। কৃষি বিপণন দপ্তরের জেলা আধিকারিক দেবজ্যোতি সরকার বলেন, ' দিন দুটি কেন্দ্রে প্রায় ১০০ কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে। শুক্রবার থেকে ফালাকাটার সুফল বাংলার স্টলেও ৪৯ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি হবে।' পেঁয়াজের দর বেড়ে যাওয়ায় অনেকেই প্রতিদিন এক কেজির বদলে ৫০০ গ্রাম কিনছিলেন। ন্যায্যমূল্যে পেঁয়াজ বিক্রি হওয়ায় তাঁরাও তাদের পুরোনো 'দিনে ফিরলেন। আলিপুরদুয়ার জংশনের বাসিন্দা সুফল বাংলার স্টলে এসে ৪৯ টাকা দরে তিন কেজি পেয়াঁজ কেনেন। তিনি বলেন, 'এখন কোনও বাজারে এখন ৬০ টাকার কম দামে ভালো পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। পেঁয়াজের দরটা গায়ে লাগছিল। অথচ এখানে অনেক কম দামেই ভালো মানের পেঁয়াজ কিনতে পারলাম। সরকারি এমন উদ্যোগের ফলে পেঁয়াজের লাফিয়ে লাফিয়ে দর চড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ন্ত্রণ হতে পারে।' এদিন সুফল বাংলার স্টল থেকে এক কেজি পেঁয়াজ কিনেছেনএমন একজন, তিনি জানান বাজারের থেকে অনেক কম দামে পেঁয়াজ কিনতে পেরে তিনিও খুশি। তাঁর কথায়, 'সরকারি নজরদারি থাকলেই বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।' ন্যায্যমূল্যে বিক্রির এই উদ্যোগ খুচরো বাজারেও লাভের রেশ রাখছে। নিউটাউন বাজারের খুচরো সবজি বিক্রেতা রাশু সাহা বলেন, ' পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের দর ছিল ৫২-৫৫ টাকা। খুচরো বিক্রি ৬০-৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। তবে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি শুরু হওয়ায় পাইকারি দর নিয়ন্ত্রণ থাকবে। দর কমলেই আমাদের পক্ষে ভালো। বিক্রি বাড়বে, লাভও বেশি হবে।' বাজারে কাঁচা শাকসবজির দর ক্রেতাদের নাগালে থাকলেও আদা-রসুন-পেঁয়াজের দর নিয়ে ক্রেতাদের সমস্যা বাড়ছিল। নতুন আদা বাজারে আসতেই দর অনেকটাই কমে গিয়েছে। কিন্তু পেঁয়াজ সপ্তাহ দুয়েক আগে খুচরো বাজারে প্রতিকেজি ৪৫-৫০ টাকায় পাওয়া গেলেও এখন বেড়ে প্রতিকেজি ৬০-৭০ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। ন্যায্যমূল্য পেঁয়াজ বিক্রি শুরু না হলে পুজোর সময় পেঁয়াজের দর ১০০ ছুঁয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও ছিল।

দেবী চৌধুরাণী মন্দির লাগোয়া মণ্ডপে এবারেও স্থান পাচ্ছে না দুর্গা

দুরন্ত বার্তা, বৈকুন্ঠপুর, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ৯৯ তম বছরে পদার্পণ করছে বৈকুন্ঠ পুর জঙ্গলের শিকারপুর চা বাগানে অবস্থিত ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরানী মন্দির এর দুর্গা পুজো। আগুনে হওয়ার পর দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল ছয়টি বছর, আজও অসমাপ্ত পড়ে রইল ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরানী মন্দির লাগোয়া দুর্গা মাতার নিজস্ব মন্দির নির্মাণের কাজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরানীর ও ভবানী পাঠকেরকাঠের মন্দির সহ দুর্গা মন্ডবটি ও ভস্মীভূত হয়। ভস্মীভূত হওয়ার পর ছয় বছর হয়ে গেল মন্দিরে পুজো করতে পারেননি পূজা কমিটি। পূজা কমিটির সম্পাদক গোপাল রায় বলেন , আগুনে হওয়ার পর দেবী চৌধুরানী ও আনন্দ পাঠকের মন্দিরটি ২০২১ সালে পুনঃ নির্মিন হয়। এরপর ২০২২ সালের ৩০ মার্চ ভার্চুয়ালি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মন্দির ও বিগ্রহ উদ্বোধন করেন । এরপর থেকে দেবী চৌধুরানী পূজা পাট শুরু হয় । কিন্তু দেবী চৌধুরানী পূজা পাঠ শুরু হলেও আগুনে ভুষিভূত হওয়া দূর্গা মন্ডপ এখনো অর্ধ নির্মিত অবস্থায় রয়েছে। যার ফলে এ বছরও মূল মন্দিরে দুর্গা পুজো করা নিয়ে তারা সন্ধিয়ান। অগ্নিকাণ্ডের পর বাইরে প্যান্ডেল করে পুজো করতে হচ্ছে এর জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হচ্ছে। (বাইট, ১, মনীন্দ্র নাথ দাস, মন্দির কমিটির সম্পাদক) এই পুজোতে চা বাগানের শ্রমিক কর্মচারী এবং ম্যানেজমেন্টের আর্থিক সহযোগিতায় তারা পুজো করে আসছে বাইরে থেকে কোন রকম চাঁদা তোলেন না। তারা চান দুর্গা পুজোর মণ্ডপটি সম্পূর্ণ সংস্কার করে সেখানেই পূজো করা। মঃিদরের কেয়ার টেকার ভোলা ওরাও বলেন, বহু পর্যটকরা আসেন দুর্গা পুজোর পাচ দিন। প্রতি বছর পর্যটকদের কাছে জবাব দিতে হয়, দুর্গা মণ্ডপ এবং অন্যান্য অসম্পূর্ণ কাজের ব্যাপারে। দুর্গা পুজোর দিন গুলিতে পুরোহিতের সাথে যুক্ত বাগিচার শ্রমিক দের বক্তব্য মন্দিরে যদি পুজো করা হতো তাহলে আমরা খুব খুশি হতাম। আমরা চাই দুর্গা পূজোর আগেই মন্দিরটি পুনঃ নির্মাণ সম্পূর্ণ হোক। বাগিচা শ্রমিকরা বলেন, দুর্গাপূজার দিন গুলিতে বাগান ছুটি থাকে ।আমরা বাগানেই থাকি পূজা দিই অন্যত্র যাই না ।ঐতিহাসিক এই মন্দিরের দুর্গা মন্ডপের কাজ অর্ধ নির্মিত কিন্তু নজর নেই কারো। দূর্গা মন্ডপ সহ অন্যান্য নির্মাণ কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদার স্বরাজ নন্দী বলেন, তিনি যে পর্যন্ত কাজ করেছেন তার কোন টাকা এখনো পর্যন্ত পাননি। টাকা না পেলে অসম্পূর্ণ দুর্গা মন্দির সহ অন্যান্য কাজ সম্পূর্ণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

মুর্শিদাবাদে মালগাড়ির ইঞ্জিন থেকে আলাদা হয়ে গেল কয়েকটি বগি!

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ফের বিপত্তি রেলে! মালগাড়ির ইঞ্জিন থেকে আলাদা হয়ে গেল কয়েকটি বগি। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা স্টেশনের কাছে খোদাবান্দপুরে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও কোনও হতাহতের খবর নেই। রেললাইন দিয়ে যাওয়ার সময়ে আচমকাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মালগাড়িটির কয়েকটি বগি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মালগাড়িটি ধুলিয়ানের দিক থেকে ফরাক্কার দিকে যাচ্ছিল। হঠা করে ইঞ্জিন থেকে আলাদা হয়ে যায় কয়েকটি বগি। বগি গুলি লাইনে দাঁ।য়ে থাকলেও কিছুটা এগিয়ে যায় ইঞ্জিনটি। খবর পেযে.ঘটনাস্থলে পৌঁছয.রেল দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। দুই ভাগে ভাগ হযে.যাওযা.মালগা।টিকে আবারও সংযুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ।

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ আরজি কর কান্ডের পর হাসপাতালের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ এবং জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে পৃথকভাবে দুটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। যার লক্ষ্য উভয় প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে রোগী, কর্মী এবং দর্শনার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা কর্মীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, জরুরি প্রতিক্রিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলার মতো গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায়, এসডিপিও নিলেশ শ্রীকান্ত গাইকোয়াড, ডিএসপি শেরাপ দর্জি লেপচা সহ অনেকে। এদিন সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার জানান আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা সুরক্ষার মান উন্নত করার একটি সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আমরা সবাই মিলে একটি নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিবেশ নিশ্চিত করতে এগিয়ে চলেছি!

একদিনের বিশেষ শিবিরের আয়োজন করলো আর এস এস, বাড়ন্ত নতুন প্রজন্মের উপস্থিতি

দুরন্ত বার্তা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ একদিনের বিশেষ শিবিরের আয়োজন করলো আর এস এস, বাড়ন্ত নতুন প্রজন্মের উপস্থিতি। জন্মলগ্ন থেকেই চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা সংগঠন গুলোর মধ্যে অন্যতম রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, ১৯২৪ সালে জন সংঘ নামে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে দেশ তথা বিশ্বের কাছে আর এস এস নামেই পরিচিত। রবিবার সেই সংগঠণের উত্তরবঙ্গের সদস্যদের নিয়ে জলপাইগুড়ি পান্ডা পাড়ায় অবস্থিত একটি বেসরকারি স্কুল প্রাঙ্গণে এক দিনের বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই প্রসঙ্গে সংগঠণের জেলা কার্যকর্তা খোগেন্দ্র নাথ বর্মন, জানান, এটি বাৎসরিক পথ সঞ্চালক কর্মসূচি, সম্পূর্ণ সাংগঠনিক শিবির, প্রতিবার বছর ২৩ শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হলেও এবারে সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সদস্যদের নিয়ে আজ অনুষ্টিত হচ্ছে। অপরদিকে ন্যায়, নিষ্ঠা, স্বদেশ প্রেমের ভাবনায় নতুন প্রজন্মের একটি বড় অংশ ক্রমশ এমন সংগঠন গুলোর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে , রবিবার জলপাইগুড়ি শহরের বুকে আযোজিত আর এস এসের বাসরিক পথ সঞ্চালক কর্মসূচিতে যোগ দেওয়া যুব সম্প্রদায়ের উপস্থিতির দৃশ্য সেটাই প্রমাণ করে বলে মনে করছেন সমাজ বিশ্লেষকদের একাংশ।

পূজার মুখে মালদহে সোনার দোকানগুলিতে এলার্ম সিস্টেম চালু করলো জেলা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ পূজার মুখে মালদহে সোনার দোকানগুলিতে এলার্ম সিস্টেম চালু করলো জেলা পুলিশ। জেলার কোনও সোনার দোকানে ডাকাতি, লুট, ছিনতাই- এর মতো ঘটনা ঘটলে সুইচ টিপে মুহূর্তে ব্যবসাযীরা খবর পৌঁছে দিতে পারবেন স্থানীয. থানায। সোনার দোকানে এলার্ম বাজালে সাইরন বেজে উঠবে ইংরেজবাজার থানায। একইসঙ্গে থানায.বসানো ডিসপ্লে বোর্ড দেখে মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ জেনে যাবে কোন দোকানে দুষ্কৃতি হানা হয়েছে।এতেকরে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অপরাধ দমন করতে পারবে পুলিশ। পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রযুক্তির সূচনা করেন জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব।

প্রথম পর্যাযে.মালদহের ২০টি জুয়েলারি দোকানে 'প্যানিক বটন' বা এলার্ম সিস্টেম চালু করা হল। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে যেসব ব্যবসাযীরা আগ্রহী হবেন তাঁদেরকেও এই সুরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করবে পুলিশ। মাত্র ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা খরচ করলেই এই প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন ব্যবসাযীরা। রিচার্জের মাধ্যমে প্রযুক্তি চালু রাখতে খরচ পড়বে বছরে দুই হাজার টাকা। এতে অত্যন্ত কম খরচে নিজেদের ব্যবসা কেঃেদ্রর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ হাসপাতাল গুলিতেও এই প্রযুক্তি চালুর কথা ভাবছে পুলিশ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (C)/Br.-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/022/E11/24-25/BLDG Name of Work: **Repairing of Ward Office at 21, Maharshi Debendra Road in Ward No.-22 under Br.-IV.** Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ **1,99,238.94**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/027/012/2024-2025/R Name of Work: **Restoration of damaged paver block footpath at Raja Rammohan Sarani, 106 to 208 Vivekananda Road and other places in Ward No.-27 under Br.-IV.** Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ **2,88,252.33**. Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **45 days**.
(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/027/014/2024-2025/R Name of Work: **Repairs to paver block footpath at Kailash Bose Street, 23 to 36B, Bidhan Sarani and other places in Ward No.-27 under Br.-IV.** Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ **2,90,034.06**. Earnest Money: ₹ **5,820.00.** Period of Completion: **60 days**. Last date and time of submission of Bid: **01.10.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The tender will be opened on: **03.10.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **20.09.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/048/11/2024-2025 Name of Work: **Maintenance of sewer and sewer adjunts at Hidaram Banerjee Lane, Prem Chand Boral Lane etc. in Ward No.-48 under Br.-V.** Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ **3,99,169.85**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/048/9/2024-2025 Name of Work: **Repairing of paver block at B.B. Ganguly Street, Sashi Bhusan Dey Street and other different places in Ward No.-48, Br.-V.** Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ **2,57,433.37**. Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **45 days**.
(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/22/2024-2025 Name of Work: **Maintenance of drainage adjuncts at Harin Bari Lane, Vender Berg Lane etc. in Ward No.-43 under Br.-V.** Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ **2,99,791.08**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 days**.
(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/21/2024-2025 Name of Work: **Repairing and maintenance of Bathing Platform at Syed Salley Lane different places in Ward No.-43 under Br.-V.** Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ **2,99,111.74**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of Bid: **03.10.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 4). Date and time of opening of Tender: **05.10.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **21.09.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/XIII/115/039/24-25 (1st Call) Name of Work: **Supplying and spreading of silver sand at different Puja Pandels in Ward No.-115 & 122, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **2,33,299.15**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of Bid: **30.09.2024 upto 11 a.m.** Tender will be opened on: **03.10.2024 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.09.2024 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**
(2) NIT No.: KMC/XIII/115/018/24-25 (1st Call) Name of Work: **Repairing of Bye Lane by laying hotmix near Pre. No.-38/5/1, M. G. Road, 29/11C & 83/C/2, Naskar Para Road in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **2,98,425.69**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(3) NIT No.: KMC/XIII/115/012/24-25 (1st Call) Name of Work: **Cleaning of Pond/Doba at 22, Karunamoyee Ghat Road, behind KMC Primary School & near Priya Bhawan in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **1,69,366.18**. Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of Completion: **60 days**.
(4) NIT No.: KMC/XIII/115/029/24-25 (1st Call) Name of Work: **Development of drainage system near Pre. No.-116, Jadunath Ukil Road & 21/12E, Naskar Para Road in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **2,98,704.61**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(5) NIT No.: KMC/XIII/115/034/24-25 (1st Call) Name of Work: **Maintenance of road by laying hotmix at Bye Lanes near Pre. No.-515 & 350/1, M. G. Road in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **2,99,293.03**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(6) NIT No.: KMC/XIII/115/033/24-25 (1st Call) Name of Work: **Maintenance of C.C. pavement near Pre. No.-159/B, M. G. Road, 264, 42/10, 52/2, Banerjee Para Road, 193/1, 48/1, Naskar Para Road, 168, K. G. Road & beside the Karunamoyee Bridge etc. in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **2,97,205.89**. Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of Completion: **30 days**.
(7) NIT No.: KMC/XIII/115/013/24-25 (1st Call) Name of Work: **Cleaning of Ponds/Doba at 27/4, Panchanantala Road, 17, C. V. Road, 16/2, Karunamoyee Ghat Road, 28, T.M.G. Road & 63/58, Panchanantala Road in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **1,91,261.16**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **60 days**.
(8) NIT No.: KMC/XIII/115/032/24-25/BUSTEE (1st Call) Name of Work: **Development of underground drainage system near Pre. No.-64/15, M. G. Road (slum area) in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **1,72,548.51**. Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **05.10.2024 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 2 to 8). Tender will be opened on: **21.10.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 2 to 7) & **19.10.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 8). The bid forms and other details are available on and from **24.09.2024 from 5 p.m.** (For Sl. No. 2 to 8) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 2 to 8). **(635/24-25)**

‘আমি নিশ্চিত রোহিত টাইমার সেট করেছে’

ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিতে এসে বললেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন!

চেন্নাই, ২২ সেপ্টেম্বরঃ ভারত-বাংলাদেশের প্রথম টেস্টের হিরো রবিচন্দ্রন অশ্বিন। চিপকের প্রতিটি জায়গা তাঁর হাতের তালুতে রয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন। বল হাতে উইকেট পাননি। আর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামার প্রয়োজন পড়েনি। বল হাতে নিজের কাজটা ভালো মতোই করেছেন অশ্বিন। বাংলাদেশের ৬টি উইকেট একাই তুলে নিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তারপর থেকে রবিচংদ্রন অশ্বিনকে নিয়ে আলোচনা চলছে। ম্যাচের শেষে ভারত অধিনায়কও প্রশংসায় ভরান অশ্বিনকে। আবার অশ্বিন মজা করে জানান, তিনি বেশি কিছু বলবেন না। কারণ, তিনি জানেন রোহিত টাইমার সেট করে দিয়েছে। এ কথা কেন বললেন ভারতীয় তারকা স্পিনার? টিম ইন্ডিয়া চেন্নাই টেস্ট জেতার পর হর্ষ ভোগলে ভারতের অধিনায়ক রোহিতকে প্রশ্ন করেন, ৩৮ বছরের ইয়ংস্টারকে (অশ্বিন) নিয়ে কী বলবে? উত্তরে রোহিত বলেন, ‘‘ও একটু পরই আসবে। ওই হয়তো সেরা লোক নিজেকে নিয়ে বলার। কী বলব, মানে ওকে নিয়ে যাই বলি না কেন, কোনও কিছুই যথেষ্ট নয়। ওকে আইপিএলে উপরের দিকে ব্যাট করতে দেখেছি। সেটাই হয়তো সহযোগিতা করেছে। আর ও সবসময়ই ম্যাচের মধ্যে থাকে। সেটাও সাহায্য করেছে ওকে।’’ রোহিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্য রাখার পর সেখানে ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিতে আসেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। হর্ষ বলেন, ‘‘এই গ্যালারিতে বসে প্রচুর ম্যাচ দেখেছি। এরপর খেলেছি। সুতরাং, এখানে খেলা সবসময়ই স্পেশাল। জন্মদিনে কেউ গিফ্‌ট দেয়নি। তাই ভাবলাম নিজেই নিজেকে উপহার দিই (মজা করলাম)।’’ এরপরই অশ্বিন ভারত অধিনায়কের প্রসঙ্গ টেনে বলেন,

ভোগলে তাঁকে প্রশ্ন করেন, ‘‘কতগুলো ম্যাচে তুমি সেরা হলে, তার কি হিসেব রাখো?’’ উত্তরে অশ্বিন বলেন, ‘‘এক বারেই না।’’ হর্ষ এরপর অশ্বিনকে মনে করিয়ে দেন, তিনি অনিল কুম্বলের সমান অর্থাৎ ১০টি টেস্ট ম্যাচে সেরার পুরস্কার পেয়েছেন। এরপর অশ্বিন ‘‘প্রথম ইনিংসে ব্যাট হাতে ভালো খেলেছি। জাডেজাও আমাকে সাহায্য করেছে। আমার কাছে বোলিং প্রাথমিক। দ্বিতীয় ইনিংসে উইকেট পেয়েছি। এর চেয়ে বেশি বলা যাবে না। আমি নিশ্চিত রোহিত টাইমার সেট করেছে।’’ এরপরই ফের হাসতে থাকেন অশ্বিন।

ব্যাটের পর বল হাতেও ভেলকি!

দেবীপক্ষের আগেই ‘অশ্বিনে’ বাংলাদেশ বধ ভারতের

চেন্নাই, ২২ সেপ্টেম্বরঃ অশ্বিন-জাদেজা ঘূর্ণির সামনে দাঁড়াতে পারলেন না টাইগাররা। ভারতের কাছে আজ সকালে জয় ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। এদিন সকালের সেশনে বাংলাদেশ অধিনায়ক শান্তর মরিয়া লড়াই সত্ত্বেও ইতিবাচক কিছু করে দেখাতে পারেনি বাকি ব্যাটাররা। ফলস্বরূপ লাঞ্চের আগেই ২৩৪ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। অশ্বিন-জাদেজা জুটির সৌজন্যে ভারত প্রথম টেস্ট জিতল ২৮০ রানে। গতকাল ভারতের ৫১৫ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৪ উইকেটে ১৫৮ রান করে দিন শেষ করেছিল বাংলাদেশ। অধিনায়ক শান্ত এবং কিংবদন্তি অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ক্রিজে ছিলেন। আর এই দুই জুটির ওপর ভর করেই ভারতের মাটিতে ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন দেখছিলো বাংলাদেশি ক্রিকেট ভক্তরা। প্রথমদিকে সাকিবকে নিয়ে বেশ ভালোই খেলছিলেন অধিনায়ক শান্ত। তবে পিচে বল টার্ন নিতে শুরু করলেই অধিনায়ক রোহিত শর্মা নিয়ে আসেন জাদেজাকে। আর জাদেজার বলেই আউট হয়ে নিজের সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন শান্ত। এদিন ৮২ রান করে ফেরত যান বাংলাদেশ অধিনায়ক। এরপরে আসরে নামেন ভারতীয় ক্রিকেটের ‘আন্না’ হিসেবে পরিচিত রবিচন্দ্রন অশ্বিন। আজ সকালে অশ্বিনের স্পিন ধাঁধার

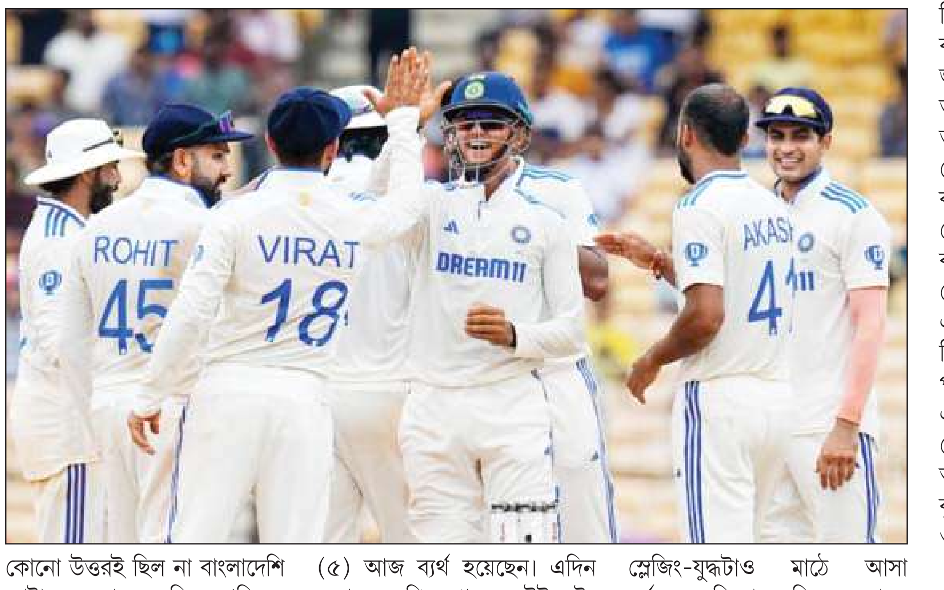

কোনো উত্তরই ছিল না বাংলাদেশি ব্যাটারদের কাছে। অভিজ্ঞ সাকিবও তাঁর স্পিন ধাঁধা বুঝতে না পেরে, যশস্বীকে ক্যাচ দিয়ে মাত্র ২৫ রান করে আউট হয়ে যান। সাকিবের পাশাপাশি এদিন ব্যর্থ হয়েছেন লিটন দাস (১), মেহেদী হাসান (৮)। লিটন দাস ও মেহেদী হাসান মিরাজ দ্রুত আউট হওয়ায় তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বাংলাদেশের লোয়ার অর্ডার। গতকাল এসজি বল নিয়ে ভারতকে ‘খোঁচা’ দেওয়া তাসকিন আহমেদও (৫) আজ ব্যর্থ হয়েছেন। এদিন সকালে অশ্বিন পান ৬ উইকেট, জাদেজার পকেটে ঢোকে ৩ উইকেট। এছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে আজ নিজের ৩৭তম ‘ফাইফর’ বা পঞ্চম উইকেটটি নিজের ঝুলিতে পারলেন ‘অশ্বিন’ আন্না। তবে দিনের শুরুতে বুমরা ও সিরাজ বরাবরের মতোই আগুনে বোলিং করেছেন। বারবার সাকিব ও নাজমুলের ব্যাট ঘেঁষে গেছে তাঁদের বল। কয়েক ওভারের জন্য নাজমুজলের সঙ্গে সিরাজের স্লেজিং-যুদ্ধটাও মাঠে আসা দর্শকদের বিনোদন দিয়েছে আজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে খেলোয়াড় হিসাবে এর আগে প্রচুর টেস্ট জিতলেও, কোচ হিসেবে প্রথম টেস্ট জিতলেন গৌতম গম্ভীর। এদিন চেন্নাই টেস্টের চার দিনের খেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দর্শক ছিল আজই। গতকালই টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনেই সেঞ্চুরি করেছিলেন পন্থ। বিতর্ক দূরে সরিয়ে শতরান এসেছিল গিলের ব্যাট থেকেও। আজ বল হাতে নিজেদের ঝালিয়ে নিলেন অশ্বিন-জাদেজা। সব মিলিয়ে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির আগে এই জয় আরো একধাপ এগিয়ে রাখলো ভারতকে। অন্যদিকে প্রথম টেস্টে ভরাডুবির পর ২৭ তারিখ গ্রিনপার্ক স্টেডিয়ামে কতখানি কামব্যাক করতে পারেন টাইগাররা সেটাই দেখতে মুখিয়ে আছে ক্রিকেট দুনিয়া। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু ২৭ সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় ম্যাচের জন্যও একই স্কোয়াড ধরে রাখল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সেখানের পিচ-পরিস্থিতি অবশ্য আলাদা থাকবে। একাদশেও বদল হতে পারে। তবে স্কোয়াডে কোনও বদল হল না। অর্থাৎ শ্রেয়স আইয়ার, মুকেশ কুমারদের মতো ক্রিকেটারদের ওয়েটিং লিস্টেই থাকতে হচ্ছে।

কানপুর টেস্টের স্কোয়াড- রোহিত শর্মা (ক্যাপ্টেন), যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল, সরফরাজ খান, ঋষভ পন্থ, ধ্রুব জুরেল, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপ, জসপ্রীত বুমরা, যশ দয়াল।

রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড টেস্ট, কিউয়িদের ভরসা রবীন্দ্র!

গল, ২২ সেপ্টেম্বরঃ টেস্ট ক্রিকেটই যে বেস্ট ক্রিকেট, আরও একবার এর উদাহরণ পেতে চলেছে ক্রিকেট বিশ্ব। গলে চলছে শ্রীলঙ্কা বনাম নিউজিল্যান্ড টেস্ট। এই সফর শেষে ভারতে আসবে নিউজিল্যান্ড। শ্রীলঙ্কা বনাম নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট এমন মুখরোচক হয়ে উঠবে অনেকেই হয়তো কল্পনা করতে পারেনি। চতুর্থ দিনের শেষ সেশনের পর পরিস্থিতি একেবারে রোমহর্ষক। ম্যাচের ফল হবে, এটুকু নিশ্চিত। তবে কোন দল জিতবে, জোর দিয়ে কেউ বলতে পারেন না। এখানে যেন মস্তিষ্ক বনাম মনের লড়াই। শ্রীলঙ্কা বনাম নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্টের কী পরিস্থিতি? ঘরের মাঠে প্রথম ইনিংসে ৩০৫ রান করে শ্রীলঙ্কা। জবাবে প্রথম ইনিংসে ৩৪০ রান করে নিউজিল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ ৩৫ রানের লিড নেয় কিউয়িরা। শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ ৩০৯ রানে। অথচ দ্বিতীয় দিনের শেষে ২৩৭৪ স্কোরে ছিল শ্রীলঙ্কা। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ায় নিউজিল্যান্ড। বল হাতে নজর কাড়েন কিউয়ি টিমের বাঁ হাতি স্পিনার এজাজ প্যাটেল। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই স্পিনারের এশিয়ায় রেকর্ড খুবই ভালো। ভারতের বিরুদ্ধে পারফেক্ট টেনেরও কীর্তি রয়েছে। শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংসে এজাজ প্যাটেল একাই ছয় উইকেট নেন। চতুর্থ ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের টার্গেট দাঁড়ায় ২৭৫ রান। রান তাড়ায় শুরুতেই ডেভন কনওয়ের উইকেট হারিয়ে প্রবল চাপে ছিল নিউজিল্যান্ড। টম ল্যাথাম ও কেন উইলিয়ামসন দুর্দান্ত খেলছিলেন। দলীয় ৫১ ও ৬৮ রানে পরপর এই দু-জন ফিরতেই চাপে পড়ে নিউজিল্যান্ড। শ্রীলঙ্কার দুই স্পিনার প্রভাত জয়সূর্য ও রমেশ মেন্ডিসের দাপটে একদিক থেকে পরপর উইকেট হারাতে থাকে নিউজিল্যান্ড। এক দিক আগলে রাখেন রাচিন রবীন্দ্র। চারে ব্যাট করতে নেমেছিলেন। দু-দলের হার-জিতের মাঝে আশা এবং বাধা এখন রবীন্দ্রই। ১৫২-৪ থেকে দ্রুতই ২০৩ রানে অষ্টম উইকেট হারায় নিউজিল্যান্ড। একটা সময় মনে হয়েছিল চতুর্থ দিনই ম্যাচ পকেটে পুরে নেবে শ্রীলঙ্কা। তবে রাচিনের জন্যই সম্ভব হয়নি। ম্যাচের শেষ দিন শ্রীলঙ্কার প্রয়োজন দু-উইকেট। নিউজিল্যান্ডের দরকার আরও ৬৮ রান। রাচিন রবীন্দ্রর সঙ্গে ক্রিজে রয়েছেন এজাজ। রাচিনের সঙ্গে এজাজ ক্রিজে পড়ে থাকলে নিউজিল্যান্ডের জয় অসম্ভব নয়। শেষ দিন এই ম্যাচ যে কোনও দিকেই যেতে পারে। ৯১ রানে ক্রিজে রয়েছেন রাচিন।

মেসির মায়ামির রেকর্ডের স্বপ্নে ধাক্কা

নিউ ইয়র্ক সিটি, ২২ সেপ্টেম্বরঃ মেসি গোল করবেন বা গোল করাবেন আর ইন্টার মায়ামি জিতবে, এটাই যেন নিয়তি হয়ে গেছে। কিন্তু আজ মেসির গোল নেই, নেই গোলে সহায়তাও, ইন্টার মায়ামিরও তাই জয় নেই! মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে আজ নিউইয়র্ক সিটির সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে মায়ামি। প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত হয়ে গেছে আগেই, ইন্টার মায়ামি এবার স্বপ্ন দেখছে একটি রেকর্ডের। নিউইয়র্ক সিটির সঙ্গে আজকের ড্রয়ে এক মরসুমে এমএলএসে সর্বোচ্চ পয়েন্টের সেই

রেকর্ডের স্বপ্নে বড় এক ধাক্কাই লেগেছে মেসির মায়ামির। প্রতিপক্ষের মাঠে গোল পেতে মায়ামিকে ৭৫ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ৭৫ মিনিটে মায়ামিকে এগিয়ে দেওয়া ইকুয়েডরিয়ান ফরোয়ার্ড লিওনার্দো কাম্পানার গোলটিতে মেসির কোনো অবদান নেই। গোলটি তিনি করেছেন মেসির প্রাক্তন বার্সেলোনা সতীর্থ জর্দি আলবার পাস থেকে। আলবার সহায়তায় করা কাম্পানার গোলে জয় প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল মায়ামি। দলটির সমর্থকেরা প্রতিপক্ষের মাঠে জয় উদযাপনও একপ্রকার শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে জেমস স্যান্ডসের গোলে সমতায় ফেরে নিউইয়র্ক সিটি এফসি। স্যান্ডস গোলটি করেছেন সান্তিয়াগো রদ্রিগেজের কর্নার থেকে দুর্দান্ত এক হেডে। এই ড্রয়ের পর এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষে থাকা মায়ামির পয়েন্ট ৩০ ম্যাচে ৬৪। এমএলএসে এক মরসুমে সর্বোচ্চ ৭৩ পয়েন্ট পাওয়ার রেকর্ড ছুঁতে এখনো মায়ামির হাতে ম্যাচ আছে ৪টি। এই ৪ ম্যাচ থেকে অন্তত ১০ পয়েন্ট পেলেই ২০২১ সালে গড়া নিউ ইংল্যান্ড দলের রেকর্ডটি ভেঙে ফেলবে তারা।

ময়দানে নামার আগে মোহনবাগানকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন এফসি গোয়ার সাদিকু

পানাজি, ২২ সেপ্টেম্বরঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি এফসি গোয়ার। প্রথম ম্যাচেই তাঁদের আটকে যেতে হয়েছিল জামশেদপুর এফসির কাছে। সেই ধাক্কা ভুলে দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও সেটাও খুব একটা কার্যকরী হয়নি। এই দ্বিতীয় ম্যাচে কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে তাঁদের লড়াই করতে হয়েছিল শক্তিশালী মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। পরিকল্পনা অনুযায়ী গোয়া দলের ফুটবলারদের খেলার পরিকল্পনা থাকলেও তা খুব একটা সুযোগ হয়নি। আসলে প্রথম থেকেই যথেষ্ট দাপট থেকেছে সাদা-কালো ফুটবলারদের। সময় যতো এগিয়েছে মাঝমাঠ থেকে আক্রমণ শানিয়ে ঘনঘন আক্রমণে উঠেছে আন্দ্রে চেরনিশভের ছেলেরা। ফ্রাঙ্কাদের কাছে একাধিকবার গোলের সুযোগ আসলে ও প্রথমার্ধে তা কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার চাপ বাড়িয়ে ও খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি বরিস সিংরা। যারফলে অমীমাংসিত ফলাফলেই শেষ হয়েছিল ম্যাচের প্রথমার্ধ। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য থাকলেও পাল্টা চাপ বাড়তে থাকে মহামেডান। তারপর পেনাল্টি থেকে এগিয়ে যায় সাদা-কালো ব্রিগেড। একটা সময় সেই গোল শোধ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠলেও শেষ মুহূর্তে জ্বলে ওঠেন আলবেনিয়ান তারকা আর্মান্দো সাদিকু। বলতে গেলে তাঁর

করা একমাত্র গোলেই হার বাঁচায় গোয়া শিবির। ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মোহনবাগানের এই প্রাক্তন ফুটবলার বলেন, ‘‘এই ম্যাচে পুরো পয়েন্ট না পাওয়ায় কিছুটা হলেও হতাশা রয়েছে। তবুও শেষ পর্যন্ত এক পয়েন্ট পেয়ে ঘরে ফিরতে পেরে আমরা খুশি।’’ তবে সেখানেই শেষ নয়। তাঁর প্রাক্তন ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ন্টের প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের তরফে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘‘আমি এখন এফসি গোয়া দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। এখন এই দলের হয়েই নিজের সেরাটা দিতে চাই। তবে মোহনবাগানের জন্য অনেক শুভ কামনা রইল। তবে আমি ওদের বিরুদ্ধে গোল করতে চাই। একটা সময় মোহনবাগান দলের হয়ে আমি সবকিছু জিতেছি। তবে সেটা এখন অতীত। বর্তমানে গোয়া দলের হয়ে নিজের সেরাটা দিতে চাই।’’

কাস্টমসের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জয় ডায়মন্ড হারবার এফসির

দুরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ২২ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতা ফুটবল লিগের সুপার সিক্সে বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রবিবার বিকেলে নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্চল স্টেডিয়ামে খেলতে নেমেছিল কিবু ভিকুনার ছেলেরা। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল বিশ্বজিত ভট্টাচার্যের ক্যালকাটা কাস্টমস দল। নির্ধারিত সময়ের শেষে ৪-০ গোলের ব্যবধানে সেই ম্যাচ জিতে নেয় রাজু গায়কওয়ড়রা। দলের হয়ে এদিন গোল করেন যথাক্রমে রাহুল পাসোয়ান, জবি জাস্টিন, গিরীক খোসলা এবং নরহরি শ্রেষ্ঠা। এই জয়ের ফলে কলকাতা ফুটবল লিগ জয়ের লড়াইয়ে যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠলো ডায়মন্ড হারবার এফসি। উল্লেখ্য, এই ম্যাচের শুরু থেকেই যথেষ্ট আক্রমণাত্বক মেজাজে খেলতে দেখা গিয়েছিল দুই দলকে। প্রথম দিকেই গোলের সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল কাস্টমস ফুটবল দল। কিন্তু তা কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। তারপর সুযোগ বুঝেই পাল্টা আক্রমণ করতে শুরু করে জবি জাস্টিনরা। তবে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের দক্ষতায় নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। তারপর প্রথমার্ধের শেষলগ্নে আসে গোল। প্রতিপক্ষের গোলে বল ঠেলে দেন রাহুল পাসোয়ান। সেই গোলের ব্যবধানেই এগিয়ে থাকে কিবু ভিকুনার দল। তারপর দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই ফের চাপ বাড়াতে শুরু করে ডায়মন্ড হারবার এফসি। যা সামাল দিতে গিয়ে একটা সময় নাজেহাল পরিস্থিতি দেখা দেয় ক্যালকাটা কাস্টমসের। সময় এগোনোর সাথে সাথেই আক্রমণ প্রতিআক্রমণে জমজমাট হয়ে ওঠে ম্যাচ। মাঝে একবার বল জালে জড়াতে সক্ষম হলেও অফসাইদের কবলে পড়ে বাতিল হয়ে যায় সেই গোল। কিন্তু ক্রমশ আক্রমণ শানাতে শুরু করে প্রতিপক্ষ দল। নির্ধারিত নব্বই মিনিট পর্যন্ত ব্যবধান বাড়ানো সম্ভব না হলেও ৯১ মিনিটের মাথায় গোল করে যান জবি জাস্টিন। যারফলে ২-০ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে যায় ডায়মন্ড হারবার। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। ৯৩ মিনিটের মাথায় আসে তৃতীয় গোল। এবার গোল পেলেন গিরীক খোসলা। তারপর কাস্টমসের বিপক্ষে দলের হয়ে শেষ গোল করেন নরহরি শ্রেষ্ঠা।

দলীপ জিতল মায়াঙ্কের ভারত এ ট্রফি পাওয়া হল না অধিনায়ক শুভমনের

অনন্তপুরম, ২২ সেপ্টেম্বরঃ শেষ ম্যাচ জিতে দলীপ ট্রফি ভারত এ দলের। রবিবার ভারত সি-কে হারিয়ে দিল তারা। সেই সঙ্গে ট্রফি জিতে নিলেন মায়াঙ্ক আগরওয়ালেরা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলতে যাওয়ার আগে এই দলের অধিনায়ক ছিলেন শুভমন গিল। তিনি ভারতীয় দলে ডাক পাওয়ার পর অধিনায়ক করা হয় মায়াঙ্ককে। শুভমনকে ছাড়াই ট্রফি জিতল ভারত এ। কিন্তু ভারতীয় দলের সঙ্গে থাকায় ট্রফি ছোঁয়া হল না শুভমনের। ট্রফি নিলেন মায়াঙ্ক। ভারত এ দু’টি ম্যাচ জিতেছে। একটি হেরেছে। মোট ১২ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। শুভমনের নেতৃত্বে ভারত বি-র বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হেরেছিল ভারত এ। পরের দু’টি ম্যাচেই জয় তুলে নেয় তারা। যে দল ভারত বি-র বিরুদ্ধে ৭৬ রানে হেরেছিল, তারাই ভারত ডি-কে হারায় ১৮৬ রানে। শেষ ম্যাচে রবিবার ভারত সি-কে ১৩২ রানে হারিয়ে দলীপ ট্রফি জিতে নিল ভারত এ।

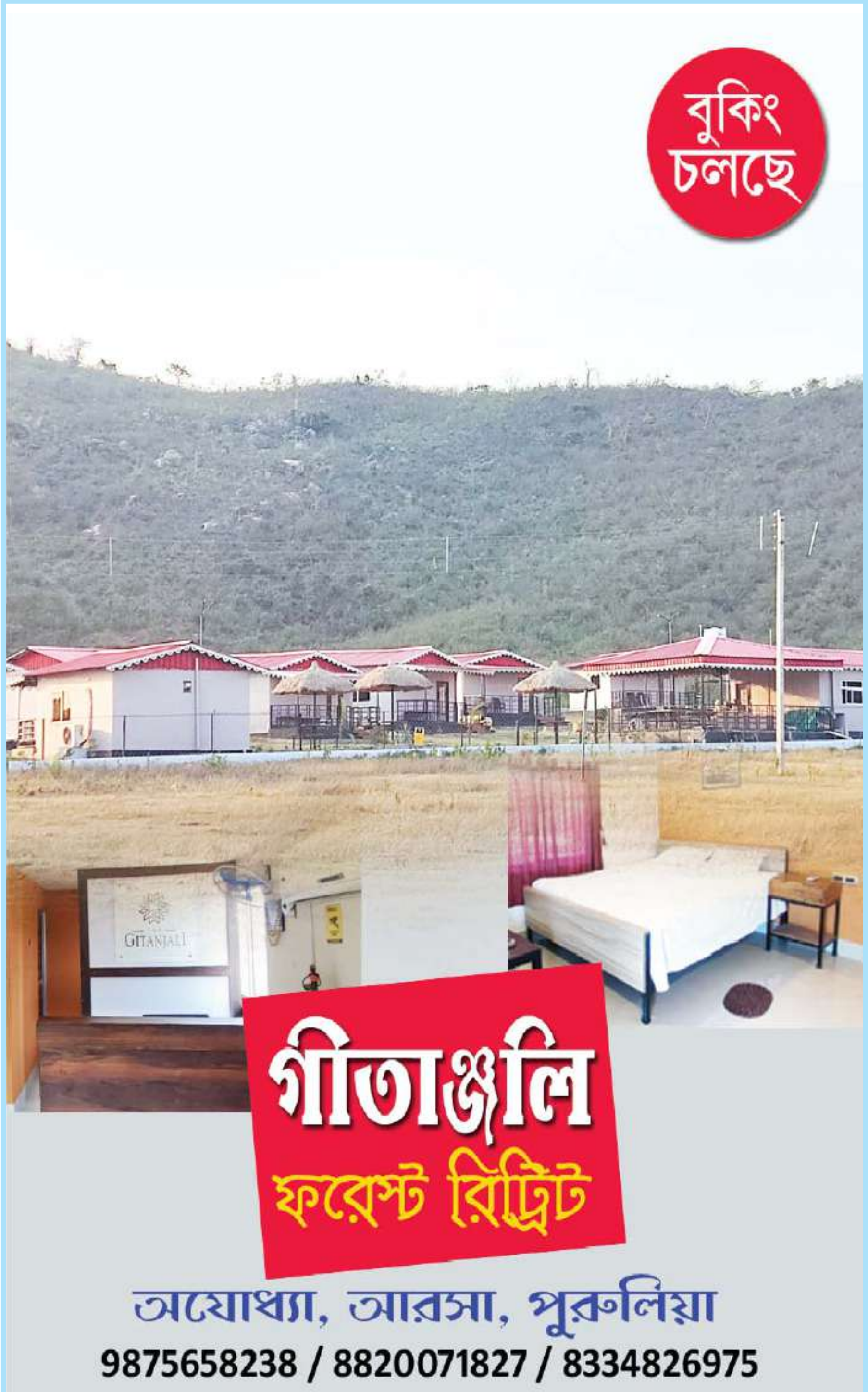

এমবাপের টানা ৪ ম্যাচে গোল, রিয়াল মাদ্রিদের দুর্দান্ত জয়

মাদ্রিদ, ২২ সেপ্টেম্বরঃ লা লিগায় প্রথম তিন ম্যাচে গোল না পাওয়ায় বেশ সমালোচনা হয়েছে কিলিয়ান এমবাপ্পের। তাঁর গোল না পাওয়া ম্যাচগুলোয় ধুঁকতে দেখা গেছে রিয়াল মাদ্রিদকেও। অনেকে তখন এমবাপেকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে লা লিগা কোনো ফার্মার্স লিগ (প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম থাকার কারণে ফরাসি লিগ আঁ’কে অনেকে ফার্মার্স লিগ বলে) নয়। এসব সমালোচনায় জবাবটা দারুণভাবে দিয়ে চলেছেন এমবাপে। রিয়ালের হয়ে লা লিগায় প্রথম তিন ম্যাচে গোল না পাওয়া এমবাপে পরের তিন ম্যাচে পেলেন ৪ গোল। চ্যাম্পিয়নস লিগসহ চার ম্যাচে ৫ গোল। সর্বশেষ গতকাল রাতে এস্পানিওলের বিপক্ষে রিয়ালের ৪-১ ব্যবধানে জেতা ম্যাচে পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন এমবাপে। এর ফলে ২১ শতকে রিয়ালের দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে টানা তিন লিগ ম্যাচে পেনাল্টি থেকে গোল করলেন এমবাপে। গোল করার পাশাপাশি ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের গোলে সহায়তাও

করেছেন এমবাপে। রিয়ালের হয়ে এটিই তাঁর প্রথম কোনো গোলে সহায়তা। এমবাপের পাশাপাশি এই ম্যাচে দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়রও। প্রথমার্ধে গোল না পাওয়া এবং আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়া রিয়ালের ভাগ্য বদলায় মূলত ৫৫ মিনিটে বদলি হিসেবে ভিনিসিয়ুস মাঠে নামার পর। গোল করার পাশাপাশি গোলে সহায়তা করেছেন তিনিও। রিয়ালের অন্য গোল দুটি করেছেন রদ্রিগো ও দানি কারভাহাল। এই জয়ের পরও লা লিগার পয়েন্ট তালিকার দুই নম্বরে থাকতে হচ্ছে রিয়ালকে। ৬ ম্যাচে ৪ জয় ও ২ ড্রয়ে রিয়ালের পয়েন্ট ১৪। এক ম্যাচ কম খেলে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্ট ১৫। ম্যাচ শেষে ভিনিসিয়ুস-এমবাপেদের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি, ‘‘আমার মনে হয়, ম্যাচটি আমাদের জন্য ভালো ছিল। এস্পানিওলের গোলের পর খেলোয়াড়েরা ভালোই জবাব দিয়েছে। আমরা অনেক ভালো খেলেছি এবং অনেক সুযোগ পেয়েছি। আমি আনন্দিত।’’ এ জয়ে লা লিগায় টানা ৩৮ ম্যাচে অপরাজিত আছে রিয়াল। এ প্রতিযোগিতায় তারা সর্বশেষ ম্যাচ হেরেছিল এক বছর আগে। সেটি গত বছরের সেপ্টেম্বরে আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে। রিয়ালের এমন পারফরম্যান্স নিয়ে দলের অধিনায়ক লুকা মদরিচ বলেছেন, ‘‘এটা অনেক কিছু বলে দেয়। অনেকগুলো সপ্তাহ ধরে ম্যাচ না হারা দারুণ ব্যাপার। আমাদের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।’’

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com